চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 17 January, 2020 ■ আগরতলা, ১৭ জানুয়ারী , ২০১৯ ইং ■ ২ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ত্রিপুরাতেই ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন, দিল্লিতে চুক্তি স্বাক্ষরিত

ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরা পূনর্বাসনে চুক্তি স্বাক্ষর করছেন শরণার্থী সংগঠনের নেতারা (বায়ে)। সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাথে ত্রিপুরা ও মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্যরা। ছবি- পিআইবি।

।। অভিজিৎ রায় চৌধুরী।।

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি।। দুই দশকেরও অধিক সময় ধরে ত্রিপুরায় আশ্রিত ব্রু শরণার্থী সমস্যা অবশেষে স্থায়ী সমাধানের পথে এগিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাদের অন্ন, বাসস্থান, কৃষিজমি এবং আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। শুধু তা-ই নয়, ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় স্থায়ী নাগরিক হিসেবে ভোটার তালিকায়ও সংযোজন করা হবে।

ত্রিপুরায় আশ্রিত ব্রু শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া প্রত্যেকবার ধাক্কা খেয়েছে। ইতিপূর্বে একাধিকবার ব্রু শরণার্থীদের স্বভূমে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি ৩ অক্টোবর থেকে তাঁদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু মাঝপথেই ওই প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া হোঁচট খেয়েছে। তাঁদের বিনামূল্যে রেশন ও নগদ আর্থিক সহায়তা বন্ধ করে দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। তাই ব্রু শরণার্থীরা বিনামূল্যে রেশন ও নগদ আর্থিক সহায়তার দাবিতে টানা পথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছিলেন। ওই আন্দোলন থামাতে গিয়ে ত্রিপুরা সরকার নিজস্ব কোষাগার থেকে তাঁদের রেশন ও আর্থিক সহায়তা বরাদ্দ করেছিল। কিন্তু ওই উদ্যোগ সাময়িক হওয়ায় স্থায়ী সমাধানের পথ হিসেবে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

অবশেষে আজ বৃহস্পতিবার ওই সব ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসন সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে এই চুক্তিতে মোহর পেয়েছে। ব্রু শরণার্থীদের সংগঠনের নেতৃত্বরা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। এদিন ওই ঐতিহাসিক মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী পু জোরামথাঙ্গা, ত্রিপুরার রাজস্বমন্ত্রী এনসি দেববর্মাও।

চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেক ব্রু শরণার্থী পরিবারকে ৪০অ৩০ ফিট ঘর নির্মাণের জন্য জমির বন্দোবস্ত এবং নগদ ৪ লক্ষ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করে দেওয়া হবে। সাথে প্রত্যেক পরিবারকে মাসে ৫ হাজার টাকা এবং আগামী ২ বছরের জন্য বিনামূল্যে রেশন সরবরাহ করা হবে। এরই পাশাপাশি ঘর নির্মাণে প্রত্যেক ব্রু পরিবারকে দেড় লক্ষ টাকা নগদ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।

ত্রিপুরা সরকার ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসনে প্রয়োজনীয় জমির ব্যবস্থা করবে বলে চুক্তি হয়েছে। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরাকে ৬০০ কোটি টাকার বিশেষ অনুদান দেবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিরলস প্রচেষ্টায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এক নতুন প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ সময়ের ব্রু শরণার্থী সমস্যা সমাধান হয়েছে।

এতে ৩৫ সহস্রাধিক ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসন দেওয়া হবে। তিনি বলেন, তাদের অন্ন এবং বাসস্থানেরও বন্দোবস্ত করা হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, ত্রিপুরা সরকারকে এই পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার জন্য বিশেষ অনুদান দেওয়া হবে। ত্রিপুরা ৬০০ কোটি টাকার বিশেষ অনুদান পাবে। এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনজাতিদের সমস্যা সমাধানের জন্য ইতিবাচক ভূমিকায় ত্রিপুরা এবং মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসনে রাজনৈতিক লাভের ফসল তুলতে ইতিমধ্যেই একটি অংশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সূত্রের খবর, গতকাল থেকেই ব্রু শরণার্থীদের মগজ ধোলাই শুরু হয়ে গেছে। মূলত, এডিসি নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে জনজাতিদের টানতে ব্রু শরণার্থীদের দলে টানার চেষ্টা হচ্ছে। অবশ্য, এডিসি নির্বাচনের আগে ব্রু শরণার্থীরা ত্রিপুরার ভোটার হতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে তাদের নিয়ে রাজনীতির নয়া সমিকরণ দেখা যেতে পারে।

ব্রু শরণার্থী সমস্যার সমাধান বিশেষ দিন ট্যুইট প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। ব্রু শরণার্থী সমস্যার সমাধান হওয়ায় আজ একটি বিশেষ দিন বলে ট্যুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে ব্রু শরণার্থী সমস্যার সমাধানের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত ভাই শাহকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক ট্যুইট বার্তায় বলেন, আমি পূর্বোত্তর এবং পূর্বোত্তর বাসীর উন্নয়নে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। ত্রিপুরায় ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসনের চুক্তি ব্রু জনজাতিদের দারুণ ভাবে সহায়তা করবে। তিনি বলেন, ব্রু জনজাতিরা কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্পের সুযোগ নিতে পারবেন। তাঁর মন্তব্য, আজ একটি বিশেষ দিন।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রধানমন্ত্রীর ট্যুইটের সাথে সহমত পোষণ করে বলেন, সত্যিই আজ একটি বিশেষ দিন। সাথে আপনার নেতৃত্বে সরকার পরিচালনায়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুদীপ হত্যাকাণ্ডে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় সাংবাদিক সুদীপ দত্তভৌমিক হত্যা মামলায় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দিয়েছে সিবিআই। ইতিপূর্বে সিট চারজনকে অভিযুক্ত করে চার্জশিট জমা দিয়েছিল। সিবিআই-এর চার্জশিটে আরও একজনের নাম যুক্ত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের ২১ নভেম্বর আরকে নগরে অবস্থিত টিএসআর দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন ক্যাম্পে নৃশংসভাবে খুন হয়েছিলেন সাংবাদিক সুদীপ দত্তভৌমিক। ওই হত্যাকাণ্ডের তদন্তে তদানীন্তন রাজ্য সরকার ডিআইজি অরিন্দম নাথের নেতৃত্বে সিট গঠন করেছিল। এদিকে পুলিশ ওই হত্যাকাণ্ডে টিএসআর দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট তপন দেববর্মা, তার দেহরক্ষী নন্দকুমার রিয়াং, নায়েক সুবেদার অমিত দেববর্মা এবং রাইফেলম্যান ধর্মেন্দ্র সিং-কে গ্রেফতার করেছিল।

তদন্ত করে ওই চারজনের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে রাজ্যে সমস্ত কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া অনলাইনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে ত্রিপুরায় সমস্ত সরকারি কলেজে অনলাইন হবে ভরতি প্রক্রিয়া। সে মোতাবেক বেসরকারি আইটি সংস্থার সাথে মউ স্বাক্ষরিত হবে।

ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর থেকে সরকারি কলেজগুলিতে ভরতি প্রক্রিয়া অনলাইনে করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু নানা জটিলতায় তা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। গত বছর পরীক্ষামূলকভাবে অনলাইনে এই প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল। কিন্তু তা সফল হয়নি। অবশেষে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে রাজ্যের সমস্ত সরকারি কলেজে ভরতি প্রক্রিয়া অনলাইনে করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কারাবন্দি বিরোধী উপনেতা বাদল, বিরোধী দলনেতা যাচ্ছেন বহিঃরাজ্যে

আজ থেকে বিধানসভা অধিবেশন নেতৃত্ব সংকটে সিপিএম

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি (হি.স)।। বিরোধী উপনেতা কারাগারে বন্দি। বিরোধী দলনেতা যাচ্ছেন ত্রিপুরার বাইরে। ফলে, আগামীকাল থেকে অনুষ্ঠেয় বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিনে নেতৃত্ব সংকটে ভুগবে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল সিপিএম, এমনটাই মনে করা হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই, বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ত্রিপুরা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা কতটা সম্ভব হবে, সন্দেহ সেখানেই।

পূর্ত কেলেংকারিতে অভিযুক্ত প্রাক্তন বিভাগীয় মন্ত্রী তথা বর্তমান বিরোধী উপনেতা বাদল চৌধুরী বর্তমানে জেল হেফাজতে রয়েছেন। বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার আগামীকাল একটি কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার জন্য যাচ্ছেন রাজ্যের বাইরে, বিধানসভার অধ্যক্ষকে চিঠি দিয়ে অবগত করেছেন তিনি। ফলে, আগামীকাল বিধানসভায় বিরোধী দলের শুধু ১৪ জন সদস্য উপস্থিত থাকতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।

এ-বিষয়ে অধ্যক্ষ রেবতিমোহন দাস জানিয়েছেন, বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার আগামীকাল বিধানসভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন না। একটি কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার জন্য তিনি ত্রিপুরার বাইরে যাচ্ছেন। চিঠি দিয়ে এ-কথা জানিয়েছেন, বলেন অধ্যক্ষ। সাথে তিনি যোগ করেন, বিরোধী উপনেতা বাদল চৌধুরীও সম্ভবত আগামীকাল বিধানসভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন না।

অধ্যক্ষের কথায়, বিধায়ক তথা বিরোধী উপনেতা বাদল চৌধুরীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে, সেই সংবাদ বিধানসভাকে জানানো হয়েছে। কিন্তু তার পর বাদল চৌধুরী সম্পর্কে আর কোনও সংবাদ জানানো হয়নি বিধানসভাকে। তিনি বলেন, বাদলবাবু কেমন আছেন এবং কোথায় রয়েছেন জানতে চেয়ে বিধানসভা থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেই চিঠির আজ পর্যন্ত কোনও জবাব আসেনি। তাঁর দাবি, বিধানসভার নিয়ম মোতাবেক বিধায়ক বাদল চৌধুরীর খবরাখবর নেওয়ার জন্য সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে তাঁর গ্রেফতার পরবর্তী অবস্থান নিয়ে বিধানসভাকে কিছু না জানানোয় ধারণা করা হচ্ছে বাদলবাবু আগামীকাল বিধানসভায় উপস্থিত থাকবেন না।

লাইসেন্স বিহীন রিকশা-শ্রমিকদের জরিমানা আদায় অভিযান শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। প্যাডেলচালিত রিকশা চালকদের লাইসেন্স বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আগরতলা পুরনিগমের টাস্কফোর্স বাহিনী বৃহস্পতিবার আগরতলা শহর এলাকায় লাইসেন্সবিহীন রিকশা চালকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ শুরু করেছে। যাঁদের লাইসেন্স নেই তাঁদের কাছ থেকে ১০০ টাকা করে জরিমানা আদায় করা হচ্ছে। রিকশা চালকদের আগরতলা পুরনিগম থেকে গতকাল থেকেই লাইসেন্স প্রদানও শুরু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার টাস্কফোর্স বাহিনী নিয়ে রিকশা চালকদের লাইসেন্স পরীক্ষার কাজে কোমর বেঁধে নামেন পুর নিগমের কর্মকর্তারা। শহরের বিভিন্ন স্থানে প্যাডেল চালিত রিকশাগুলি আটক করে চালকের লাইসেন্স পরীক্ষা করেন তাঁরা। আচমকা রিকশা চালকদের লাইসেন্স দেখার ফলে তাঁরা বিপাকে পড়েন। কারণ, অনেকের লাইসেন্স নেই। ফলে তাঁদের

বৃহস্পতিবার থেকে লাইসেন্স বিহীন রিক্সা চালকদের জরিমানা করা হচ্ছে। ছবি- নিজস্ব।

জরিমানা দিতে হচ্ছে।

এদিকে, অনেকে রোজগার হওয়ার আগেই ১০০ টাকা জরিমানার টাকা মিটিয়ে দিতে বাধ্য হন আজ। তাতে রিকশা চালকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভেরও সঞ্চার হয়েছে। রিকশা চালকদের হয়রানি বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তাঁরা জোরালো দাবি জানান।

পুরনিগমের আধিকারিকের বক্তব্য, তাঁদের সাথে আলোচনা করেই লাইসেন্স প্রদান শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁদের সতর্ক করা হয়েছিল, বিনা লাইসেন্সে আগরতলায় রিকশা চালানো যাবে না।

ওই আধিকারিকের দাবি, রিকশা চালকদের সংগঠন এবং বেশ কয়েকজন রিকশা চালকদের সম্মতিতে ওই কাজ শুরু হয়েছে। অথচ, রিকশা চালকরা অনেকেই সময়মতো লাইসেন্স করেননি।

এদিকে রিকশা শ্রমিক সংগঠনের নেতার বক্তব্য, রিকশার মালিকরা লাইসেন্স করেননি। ফলে এখন রিকশা শ্রমিকদের ভুগতে হচ্ছে।

থানার লকআপে মৃত্যু

ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। পশ্চিম আগরতলা থানার লকআপে এটিএম হ্যাকের সাথে জড়িত সন্দেহে ধৃত ব্যক্তির মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনার ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত আজ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে। এই মামলার তদন্ত করছেন খোদ পশ্চিম জেলার জেলাশাসক সন্দীপ এন মাহাত্মে। তিনি আজ পশ্চিম আগরতলা থানা পরিদর্শন করেছেন। থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তীর সাথে প্রযোজনীয় বিষয়ে কথা বলেছেন তিনি।

এদিন পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক জানিয়েছেন, থানার লকআপে এটিএম হ্যাকের সাথে জড়িত সন্দেহে ধৃত সুশান্ত ঘোষের মৃত্যুর ঘটনায় আজ থেকে ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ওই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই মোতাবেক আগামী ২৪ জানুয়ারি ঘটনার সঙ্গে জড়িত সাক্ষীদের বয়ান রেকর্ড করা হবে। সন্দীপ এন মাহাত্মে জানিয়েছেন, থানার লকআপে মৃত্যুর ঘটনায় যদি কেউ বক্তব্য পেশ করতে চান তা-হলে ওই দিন জেলাশাসকের

বৃহস্পতিবার পশ্চিম জেলার জেলা শাসক লকআপে মৃত্যুর ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের পশ্চিম আগরতলা থানা পরিদর্শন করেন। ছবি- নিজস্ব।

কার্যালয়ের কোর্টরুমে গিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার বক্তব্য আমাদের জানাতে পারবেন। তিনি বলেন, ওইদিন যাঁরা সুশান্ত ঘোষের মৃত্যু নিয়ে বক্তব্য পেশ করবেন তাঁদের পরিচিতি গোপন রাখা হবে।

এদিকে ওই মৃত্যুর ঘটনায় সমস্ত তথ্য ও প্রমাণ আজ থেকেই সংগ্রহ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক। তিনি বলেন, সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ হওয়ার পর রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করা হবে।

প্রসঙ্গত, গত শনিবার রাতে পশ্চিম আগরতলা থানায় লঙ্কামুড়ার বাসিন্দা সুশান্ত ঘোষের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। তাকে ক্রাইম ব্রাঞ্চ এটিএম হ্যাক-এর সাথে জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার করেছিল। মৃতের পরিবার তাকে খুন করা হয়েছে বলে মামলা করেছে। ওই মামলায় ক্রাইম ব্রাঞ্চ তদন্ত শুরু করেছে।

অভয়নগরে মহিলার পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার, খোয়াইতে স্ত্রীকে খুন করলো স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / খোয়াই ১৬ জানুয়ারি ।। একই দিনে রাজ্যে পৃথক স্থানে দুই মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। আগরতলায় উজান অভয়নগরে এক মহিলার পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। অন্যদিকে, খোয়াইতে স্ত্রীকে ইট দিয়ে মাথা থেতলে খুন করেছেন তার স্বামী।

রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন উজান অভয়নগরে নেতাজি ক্লাব এলাকায় বৃহস্পতিবার এক মহিলার পচাগলা মৃতদেহ তার নিজ ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে। মৃতার নাম স্নিগ্ধা গোস্বামী। স্বামীর নাম মৃত জওহরলাল গোস্বামী। পুলিশ জানিয়েছে, স্থানীয় লোকজনরা থানায় ফোন করে জানান, গত কয়েকদিন ধরে মহিলার ঘরের দরজা বন্ধ। ঘর থেকে পচা গন্ধ বের হচ্ছে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ মহিলার ঘর থেকে পচাগলা মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে। মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কিভাবে মহিলার মৃত্যু হল, সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। ময়না তদন্তের পরই এ বিষয়ে তথ্য জানা যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এদিকে, খোয়াই থানাধীন কামিনী পাড়ার পুরাতন ইটভাটা থেকে টুনি গোয়ালা নামে এক গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার। মৃতার স্বামী সুনীল গোয়ালা নিজ হাতে তার স্ত্রীকে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিলভুমে ট্রেনের ধাক্কায় হত যুবক

পাথারকান্দি (অসম), ১৬ জানুয়ারি (হি.স.)।। দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলার ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী তিলভুম রেলস্টেশন সংলগ্ন স্থানে চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে জনৈক যুবকের। নিহতকে তিলভুম এলাকার দশ নম্বর ওয়ার্ডের প্রয়াত চিনি গোয়ালা ((গান্ধী)-র বছর ২৬-এ ছেলে স্বপন গোয়ালা বলে শনাক্ত করা হয়েছে। নিহত স্বপনের এক ভাই ও এক বোন রয়েছে।

কাঁঠালতলি পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মানবজ্যোতি মালাকারের কাছে জানা গেছে দুর্ঘটনাটি বুধবার মকর সংক্রান্তির দিন সকাল প্রায় সাড়ে ছয়টা নাগাদ সংঘটিত হয়েছে। করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে ময়না তদন্ত সম্পন্ন করে স্বপনের মৃতদেহ বৃহস্পতিবার তার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ৯৯ ▫ ১৭ জানুয়ারি ২০২০ ইং ▫ ২ মাঘ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

প্রদেশ বিজেপিতে নবযুগ

অনেকটা প্রত্যাশা মতোই বিজেপির রাজ্য সভাপতি অভিষিক্ত হইলেন ডা. মানিক সাহা। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসীন হইবার পর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সভাপতির দায়িত্ব চালাইয়া যান। প্রদেশ কমিটির একজন সর্বক্ষণের সভাপতির খুব তাগিদ বাড়িতেছিল। শেষ পর্য্যন্ত অনেক জল্পনা কল্পনায় অবসান ঘটাইয়া রাজ্য বিজেপি সভাপতি পদে এমন একজনকে অধিষ্ঠিত করা হইল যাহার রাজনৈতিক জীবন বেশী দিনের নহে। ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে ট্রেডিশান বজায় আছে। কারণ, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবেরও দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন ছিল না। বিজেপি প্রদেশ সভাপতি পদেই তাহার রাজনীতির হাতে খড়ি বলা যাইতে পারে। তাঁহার নেতৃত্বে বিজেপি গত বিধানসভা ভোটে আশাতীত সাফল্য লাভ করে। একাধারে প্রদেশ সভাপতি এবং মুখ্যমন্ত্রীত্ব চালাইয়া রাজনৈতিক মহলকে এক প্রকার তাক লাগাইয়া দিয়াছেন। স্বল্প দিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এমন বিশালত্ব আনিতে পারে, তাহা বিস্ময়ই জাগায়। বিজেপির নতুন প্রদেশ সভাপতি ডা. মানিক সাহা জীবনের সিংহভাগ সময়ই কাটাইয়াছেন রোগীর চিকিৎসায়। তিনি সিপিএম বিরোধী ছিলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনীতির যোগসূত্রও ছিল। বিজেপিতে যোগ দিয়াছেন সম্ভবত বছর দুই আড়াই হইবে। সেই স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি প্রদেশ কমিটিতে ঠাঁই করিয়া নিয়াছেন এবং দলের শীর্ষস্তরের অতি বিশ্বাস ভাজন হইতে পারিয়াছেন। লক্ষণীয় ইহাই যে, বিজেপির অনেক পোড় খাওয়া দীর্ঘদিনের নেতা কর্মীদের ডিঙ্গাইয়া ডা. সাহার প্রদেশ সভাপতির পদে অভিষেককে বিরাট ঘটনা হিসাবে দেখিতে হইবে। দেখিতে হইবে ডা. সাহার কর্মক্ষমতা ও রাজনৈতিক দক্ষতার কারণেই তিনি এই জায়গায় স্থান করিয়া নিয়াছেন। সুতরাং মনে হইতেই পারে তিনি তাঁহার দক্ষতা ও কাজের মাধ্যমে দলকে নতুন দিশায় পৌঁছাইয়া দিতে পারিবেন।

বিজেপির মতো সংগঠিত শক্তির কাছে অনেক পুরানো বড় দলও ধরাশায়ী হইতেছে। দলের কাছে সব চাইতে বড় হইতেছে বিশ্বস্ততা। দলের প্রতি কতখানি আনুগত্য আছে তাহা যাচাই করা। বিজেপির এত এত পোড় খাওয়া নেতা থাকা সত্ত্বেও বিপ্লব কুমার দেবকেই রাজ্যে দলের কর্ণধার হিসাবে হাইকমান্ড বা শীর্ষ নেতৃত্ব নির্বাচন বা পছন্দ করিয়াছেন। বিপ্লব দেবকে আজ এতখানি উঁচুতে নিয়া গিয়াছে বিশ্বাস ও দলের প্রতি গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধার কারণেই। বিজেপির নতুন প্রদেশ সভাপতি ডা. সাহা সেই লক্ষ্যে কতখানি আগাইতে পারিবেন তাহা প্রশ্নবিদ্ধ আছে সন্দেহ নাই। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ক্ষমতাসীন দলের ভাগ্য নির্ভর করে সরকার পরিচালনায় দক্ষতার উপর। সরকারের ভুল ত্রুটি ব্যর্থতা দলের উপর প্রভাব ফেলিয়া থাকে। নতুন প্রদেশ সভাপতির নাম ঘোষণার অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলিয়াছেন 'আমার সভাপতিত্বে ৬০ আসনের মধ্যে ৩৬ আসন পাইয়াছি, নতুন সভাপতির আমলে ৬০-এর মধ্যে ৬০ আসন পাইতে হইবে। ডা. সাহা ৬০ আসনে ৬০ আসন জয়ের স্বপ্নের কথা শুনাইয়াছেন। একথা ঠিক, সারা দেশেই বিজেপি বিরাট চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। দেশ জুড়িয়া সমস্যা দিনে দিনেই বাড়িতেছে। অর্থনৈতিক সংকট, বেকারদের সমস্যার মাঝে আছে এনআরসি ও সিএএ'র সমস্যা। সব মিলিয়া গোটা দেশেই বিজেপিকে অনেক সমস্যা সঙ্কুল পথ ধরিয়াই চলিতে হইতেছে। সারা দেশে বিরোধীরা ছন্নছাড়া, বিজেপির আন্দোলন তেমন জোর পাইতেছে না। এই ত্রিপুরায়ও প্রায় একই অবস্থা। রাজ্যে বিরোধীদের শক্তি একেবারেই ক্ষীণ। কংগ্রেসের তো হাঁটুভাঙ্গা অবস্থা। সিপিএম মাথা তুলিতে পারিতেছে না। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে বিজেপি ফায়দা নিতে পারিবে? কথায় আছে রাজনীতিতে শেষ কথা বলিয়া কিছু নাই। তবে ত্রিপুরায় এডিসি নির্বাচনের পরই বুঝা যাইবে রাজনীতির গতি কোন দিকে চলিতেছে। এডিসি নির্বাচনই নতুন সভাপতির প্রথম অগ্নিপরীক্ষা। এই নির্বাচন বড় কঠিন ও আঁকাবাকা। ইতিমধ্যেই জোট শরিক আইপিএফটি সিএএ'র বিরোধীতায় এবং পৃথক রাজ্যের দাবীতে বিভিন্ন এডিসি এলাকায় জঙ্গী আন্দোলন চালু রাখিয়াছে। নগ্ন দেহে স্লোগান লিখিয়া এবং মস্তক মুন্ডন করিয়া ধর্না অবস্থান চালাইতেছে।

এডিসি নির্বাচনে কংগ্রেসের তেমন দম আছে বলিয়া মনে হইতেছে না। অন্যান্য উপজাতি ভিত্তিক দলগুলিও সংগঠন শক্তিতে তেমন বলিয়ান নহে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি কতখানি বাজীমাৎ করিতে পারে তাহাই প্রশ্ন। এই এডিসি নির্বাচন দিয়া নতুন সভাপতি ডা. সাহার কঠিন পরীক্ষা শুরু হইবে। ত্রিপুরার সবচাইতে বৃহত্তম দল এখন বিজেপি। একেবারে তৃণমূল স্তর পর্য্যন্ত সংগঠন যদি দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ না হয় তাহা হইলে দল পরিচালনায় গতি আসিবে না। অনেক আঁকা বাঁকা পথ অতিক্রম করিয়া নতুন সভাপতিকে আগাইতে হইবে। সেখানেই হইবে সাফল্যের বিচার।

কূটনৈতিক ভাবে পাকিস্তানকে এক ঘরে করার আহ্বান রাওয়াতের

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.) : নাম না করে পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দিলেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) জেনারেল বিপিন রাওয়াত। যে সকল দেশ সন্ত্রাসকে মদত দিয়ে চলেছে তাদের কূটনৈতিক ভাবে এক ঘরে করে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার রাজধানী দিল্লিতে রাইসিনা সংলাপ ২০২০ আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নাম না করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াত বলেন, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সেই সকল দেশের সঙ্গে হাত মেলানো উচিত নয় যারা ক্রমাগত সন্ত্রাসে মদত দিয়ে চলেছে। কূটনৈতিক উপায় অবলম্বন করে সেই সকল দেশকে এক ঘরে করে দেওয়া উচিত।সন্ত্রাসবাদের যে কোনও শেষ নেই, তা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি জানিয়েছেন পরম্পরাগত যুদ্ধের থেকে ভয়ানক হতে চলেছে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই। এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শেষ বলে কিছু নেই। যতদিন পর্যন্ত কয়েকটি দেশ সন্ত্রাসবাদকে মদত দিয়ে চলবে। ততদিন পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে লড়াই জারি থাকবে। প্রয়োজন সন্ত্রাসের গুঁড়িতে হামলা চালানো। সেই কারণে আগে প্রয়োজন যে সকল দেশ ক্রমাগত সন্ত্রাসবাদকে মদত দিয়ে চলেছে, তাদের কূটনৈতিক উপায়ে এক ঘরে করা।তরণ প্রজন্মের চরমপন্থার বাড়বাড়ন্ত রোধের দাওয়াই বাতলাতে গিয়ে জেনারেল রাওয়াত জানিয়েছেন, স্কুল, ধর্মীয়স্থান, বিশ্ববিদ্যালয়তে চরমপন্থার নামে মগজধোলাইয়ের কাজ শুরু হয়। কাশ্মীরে ১০ থেকে ১২ বছর বয়সী নাবালাক ও নাবালিকারও চরমপন্থী। ফলে ছোটবেলা থেকে শিশুদের চরমপন্থী ভাবনা থেকে দূরে রাখা উচিত।আফগানিস্তানে মার্কিনিদের সঙ্গে তালিবানদের শান্তি আলোচনার সম্ভাবনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে জেনারেল রাওয়াত আগে তালিবানদের অস্ত্রত্যাগের উপর জোর দিয়েছেন। সন্ত্রাসবাদ ও আলোচনা পাশাপাশি চলতে পারে না বলে জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি সন্ত্রাসের পথ ছেড়ে তালিবানদের রাজনৈতিক মূলস্রোতে ফিরে আসার পরামর্শ দিয়েছেন।

অজয়ের পর বংশীধর ভগত, নয়া বিজেপি সভাপতি উত্তরাখণ্ডে

দেহরাদূন, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তরাখণ্ড ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র নতুন রাজ্য সভাপতি নির্বাচিত হলেন নৈনিতাল জেলার কালাধুঙ্গির বিধায়ক বংশীধর ভগতঊ বৃহস্পতিবার উত্তরাখণ্ড বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বংশীধর ভগতঊ এতদিন উত্তরাখণ্ড বিজেপির রাজ্য সভাপতি ছিলেন নৈনিতালের বিজেপি সাংসদ অজয় ভাট।এবার উত্তরাখণ্ড বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন বংশীধর ভগতঊ প্রদেশ সদর দফতরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বংশীধর ভগতকে সর্বসম্মতিক্রমে এই পদে নির্বাচিত করা হয়েছেঊ এই ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক অর্জুন মেঘওয়ালঊ রাজ্য বিজেপির সদর দফতরে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিতে এদিনের বৈঠক শেষে বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা বংশীধর ভগতের নামে সিলমোহর দেওয়া হয়।

স্বামীজির শিক্ষাদর্শই শিক্ষাক্ষেত্র আলোকিত করা সম্ভব

গৌরব চক্রবর্তী

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গন্থে স্বামীজী তদানীন্তন ভারতবর্ষের চিত্র তুলে ধরেছিলেন এইভাবে সলিল বিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী নদী, নদীতটে নন্দন বিনিন্দিত উপবন তন্মধ্যে অপূর্ব কারুকার্য্যমন্ডিত রত্নখচিত সিংহাসন...- চারিদিকে ভগ্ন মৃন্ময়ময় প্রাচীর, দৃষ্টবংশজাত কঙ্কাল ও কুটির কূল। শৈশবের বিলে, পরবর্তীকালে নরেন্দ্রনাথ এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রকতৃপক্ষেই ভারতের দূরবস্থা দেখে অঝোরে কেঁদেছিলেন। তিনি ভারতের দূরাবস্থাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যখন তিনি ভারত পরিক্রমায় বের হন। পরিব্রাজক বিবেকানন্দ ভারতের গাম থেকে গামান্তরে ঘুরেছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন ভারতবর্ষের ভয়াবহ রূপ। দেখেছেন কৃষকরা কিভাবে ধুঁকতে ধুঁকতে অস্থি চর্মসার হয়ে মাঠে যাচ্ছেন। আবার লক্ষ করেছেন মুচি, মেথর, মুদ্দাফরাস জীবিকা অর্জনের চেষ্টায় অশিক্ষার কুসংস্কারে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরছে। অব'য় অবহেলিত সমাজ আর তাদের ওপর তাণ্ডব করছে মহামারি দুর্ভিক্ষ। ভারতবর্ষের এই চিত্র দেখে স্বামীজি এক নুতন ভারত দেখতে পেলেন। তার মধ্যে জেগে উঠল এক আশ্চর্য জীবনবোধ। তিনি অনুধাবন করলেন এই তো সেই পথ যা তিনি এতদিন খুঁজে বেরিয়েছেন।তিনি আহ্বান জানালেন তার অনুগামীদের প্রতি শিব'নে জীবসেবার মন্ত্রে ব্রতী হতে। অর্থাৎ বললেন যত্র জীব তত্র শিব। তিনি তাদের বললেন তিনি দেখেছেন গাম ভারতের বসবাসকারী ক'ষকরা অন্নহীন। অন্নের জন্য তারা হাহাকার করছেন। অস্পৃর্শতার ছোবলে মরছেন চন্ডাল, মুচি, মেথরের দল। এদের সম্বল শুধুই অশ্রু বিসর্জন। অনুগামীদের স্বামীজি বললেন, তোমরা আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়। বলি কাদের জন্য এই আন্দোলন বা কিসের আন্দোলন? তার এই আন্দোলন দীন, দুঃখী, চাষাভুষা গরীব শ্রমিকদের জন্য। অনুগামীদের উদ্দেশ্যে স্বামীজির উদাত্ত আহ্বান আগামী ৫০ বছর এই মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্যদেবী হয়। স্বামীজির আহ্বানে তার অনুগামীরা ঝাপিয়ে পড়লেন দেশমার্ত'কার সেবায়। ওইসব চর্মসার গরীব কৃষক, শ্রমজীবী, চাষাভুষা তাদের কল্যাণের জন্য। শুরু হয় এক নূতন অধ্যায়। আর সেই অধ্যায় হল তথাকথিত উচ্চবর্ণদের সাথে স্বামীজীদের বিরোধ। উচ্চবর্ণরা প্রশ্ন করলেন, ওইসব ছোট জাতেরা লেখাপড়া শিখে আমাদের চাকরি কারা করবে? এই প্রশ্ন শুনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে উঠলেন স্বামীজী। তিনি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন তাদের। সমাজ কে? কারা ওই গামা'লে যারা বসবাসকারী তারাই তো সমাজ। গাম ভারত ছাড়া এই

দেশ বাঁচতে পারে না। এই দেশ তাদের, তাদের শিক্ষা চাই, তাদের অন্ন চাই, অস্পৃর্শ্যতা দরীভূতকরণ করতে হবে। ওইসব উচ্চবর্ণদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, তোমরা দূর হঠো। স্বামীজি বললেন, রক্তমাংসহীন কঙ্কালকূল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়তে মিশে যাচ্ছ না? তোমরা শূন্যে বিহীন হও। আর নূতন ভারত বেরুক, লাঙন ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য থেকে।

রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত, উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারত, পূর্ব থেকে পশ্চিম ভারতে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেন। সেই পরিব্রাজক জীবনে সবার উদ্দেশ্যেই তার প্রশ্ন তোমরা কি এই সমাজে যারা দরিদ্র, অবহেলিত, শোষিত, নিষ্পেষিত, তাদেরকে ভালবাস না? তোমরা দেশমাত'কার সেবায় জীবন উৎসর্গ কর। স্বামীজী তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের কথা। তিনি বললেন, হে ভারত, ভুলিও না- তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর, ভুলিও না তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের জন্য নয়, তুমি জন্ম থেকেই দেশমায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত। ভুলিও না নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। স্বামীজির এই আহ্বানে কিভাবে দেশ জেগে উঠেছিল বা যুবমানসে এর কি প্রভাব পড়েছিল তা লিপিবদ্ধ রয়েছে ভারতের ইতিহাসে। স্বামীজি দেশের দূরাবস্থা দেখে শুধু অঝোড়ে কাঁদতেন। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করতেন এই দেশমাতৃকা কবে মুক্তি পাবে।

তোর এই প্রশ্ন ছিল নিজের কাছেই। আজ আমরা যা বিশ্ববাসী যে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনকে চেনেন, যার সদর দপ্তর বেলুরমঠে, সেই রামকৃষ্ণ মঠ মিশন কিন্তু স্বামীজির প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণেশ্বরের সন্নিকটে আলম বাজারের মঠে স্বামীজী অন্য কজন অনুগামী সহ শপথ নিয়েছিলেন দেশমাত'কার সেবার জন্য নিজেদের জীবনকে এরা উৎসর্গ করেছিলেন এই সমাজের উন্নয়নে। সেই রাত ছিল ২৫শে ডিসেম্বর, বড়দিনের রাত। সেই আলমবাজার মঠে স্বামীজি প্রায় দেড় বছর ছিলেন। সহকর্মীদের ক্লাশ নিতেন তিনি। ওদের উদ্বুদ্ধ করতেন তিনি। সন্ন্যাসীদের তিনি বলতেন, দেশের সেবায় আমি কয়েকটি যুবক চাই। আর বলতেন তোমরা গামে ছড়িয়ে পড়। এরা যথারীতি ছড়িয়ে পড়লেন গামে গঞ্জে। আজ গোটা পৃথিবী নানা দেশে ১৫০-এর ওপর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন রয়েছে। সেখানে এরা আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

এই সেদিনের কথা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছুটে এসেছিলেন বেলুরমঠে। সেখানে তিনি প্রেসিডেন্ট মহারাজের সাথে একান্তে কথা বলেছেন, মত বিনিময় করেছেন, আবার তিনি ধ্যান করেছেন। যদিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের মতাদর্শে বিশ্বাসী। মঠ মিশনের কর্মকাণ্ডে নানাভাবে জড়িয়েছিলেন গুজরাটে। সেখানে তখন ছিলেন স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। মহারাজ মোদীকে ভালবাসতেন, নানাভাবে অনুপ্রেরণাও দিতেন। অনেকেরই হয়তো জানা আছে, আজকের যিনি প্রধানমন্ত্রী তিনি কিন্তু রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সন্ন্যাসী হতে চেয়েছিলেন। ছুটেও এসেছিলেন বেলুরমঠে। আত্মস্থানন্দজী মহারাজ তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন কিংবা বলেছিলেন, এপথ তোমার নয়। তুমি দেশের সেবা কর। উন্নতি কর। দেশমাত'কার সেবাই তোমার মূল লক্ষ্য। ফিরে যান নরেন্দ্র মোদী। তারপরের কাহিনী তো সবারই জানা আছে। এপ্রসঙ্গ উত্থাপন করা হল একারণে শুধু স্বামীজির মূল্যায়নের জন্য। যদিও স্বামী বিবেকানন্দ এক স্ফূলিঙ্গ। মনে রাখতে হবে ভারতের স্বাধীনতা সংগামীর বিপ্লবীরা স্বামীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ইংরেজের কারাগারেও স্বামীজী কর্মযোগ ও পত্রাবলী পাঠ করতেন বিপ্লবীরা। এরা কর্মযোগ পাঠের মধ্য দিয়ে নিজেদের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করতেন। বলা বাহুল্য স্বামীজির বানী ও আদর্শ থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল ভারতের মুক্তি আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ নেতৃত্ব তিনি হলেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু। এই নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুই বলেছিলেন, স্বামীজিকে বুঝতে হলে নিবেদিতাকে জানতে হবে। আক্ষরিকভাবেই নেতাজীর এই কথা বা উপদেশ বাস্তব।

ভুলে গেলে চলবে না, কলকাতায় যখন প্লেগ, মহামারি হিসেবে দেখা দেয় তখন নিবেদিতা এবং অন্যান্য অনুগামীদের নিয়ে স্বামীজী সেবাকার্য শুরু করেছিলেন। সেই মহামারির সময় স্বামীজীদের কর্মতৎপরতায় ব্যাপক সাড়া পড়ে। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় অর্থ। বিচলিত হয়ে পড়েন স্বামীজি। তার মাথায় শুধু একটাই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল কিভাবে অর্থের সংস্থান হয়। সেবাকার্য পরিচালনার জন্য বেলুরমঠ বিক্রি করার চিন্তা ভাবনা শুরু করেন স্বামাজী। কিন্তু সারদাদেবীর প্রশ্নে স্বামীজীকে এই চিন্তা পরিত্যাগ করতে হয়। দেশমাত'কার সেবায় স্বামীজীদের ত্যাগ, তিতিক্ষা, অবদান কিন্তু স্বাধীনতার এত বছর পরেও আমরা ভুলতে বসেছি। এতো চরম অনুতাপের বিষয়। এটা সবাইকে স্বীকার করতে হবে। স্বাধীনতার প্রাণপাখি বলে পরিচিত জাতীয় সংহতি রূপ প্রাণপাখি হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম। বর্তমান যুব সমাজ স্বামীজীর নীতি, আদর্শ প্রায় ভুলতে বসেছে বলা যায়। নানা ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে তা ফুটেও ওঠে। দিন চারেক আগে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ২য় হলঘরে স্বামীজীর জন্মদিন উপলক্ষে আহূত আলোচনাসভায় অধিকাংশ আসনই ছিল প্রায় ফাঁকা। এই চিত্র দেখে স্বামী হিতকামানন্দ মহারাজ বিচলিত হয়ে পড়েন। যদিও তিনি তা প্রকাশ করেননি। মঠ মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ বেশ কবছর আগে টাউনহলে এক আলোচনাসভায় যুব সমাজের একাংশের মনোভাবে অনেকটাই বিচলিত হয়ে বলেছিলেন,নতুন প্রজন্মের স্বামীজীর চিন্তা আরও ভাল করে ছড়িয়ে দিতে হবে।

আজ তিথি অনুসারে স্বামীজীর জন্মদিন। এই জন্মদিনে আমাদের বুঝতে হবে স্বামীজি আমাদের কাছে যা চেয়েছিলেন বা যে পরিকল্পনা বা কাজ দিয়ে গেছেন তা রূপায়ন করা খুব জরুরি। কেননা দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বামীজির আদর্শ কার্যে পরিণত করতে হবে এটা যুগের অঙ্গীকার। মনে রাখতে হবে দেশকে দুঃসময় থেকে রক্ষা করতে গেলে স্বামীজীর প্রদর্শিত পথই হবে দেশবাসীর একমাত্র পথ। স্বামীজির প্রদর্শিত পথ যদি দেশবাসী অনুসরণ করতে পারে তাহলে অবশ্যই জগৎসভায় ভারত গুরুত্বপূর্ণ আসন গহণ করবে। পূর্ণ হবে স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষা। রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের প্রয়াত অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ১৯৮১ সালে ২৩শে মে রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অব কালচারে বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সম্মেলনে বলেছিলেন, স্বামীজি আমাদের কাছে যা চেয়েছিলেন তা কার্যে পরিণত করা চাই... স্বামীজি আমাদের অনেক পরিকল্পনা ও কাজ দিয়ে গেছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে তা বাস্তবায়িত করা খুবই প্রয়োজন। এই ভারতের একমাত্র আদর্শই হতে পারে স্বামীজির প্রদর্শিত পথ।

বিবেকানন্দ পত্র দর্পণ থেকে একটি পংক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রতিবেদন যবনিকা টানা হচ্ছে। বারবার আমি মৃত্যুর কবলে পড়িয়াছি, কতবার দিনের পর দিন অনাহারে কাটিয়াছে, কতবার পায়ে নিদারুণ ক্ষত দেখা দিয়াছে, হাঁটিতে অক্ষম হইয়া ক্লান্তদেহে বৃক্ষতলে পড়িয়া থাকিয়াছি, মনে হইয়াছে- এইখানেই জীবনলীলা শেষ হইবে। কথা বলিতে পারি নাই, চিন্তাশক্তি তখন লুপ্তপ্রায়। কিন্তু অবশেষে এই মন্ত্র মনে জাগিয়া উঠিয়াছে ঃ আমার ভয় নাই, মৃত্যু নাই, আমার ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম। বিশ্বপ্রকৃতির সাধ্য নাই যে, আমাকে ধ্বংস করে। প্রকৃতি আমার দাস। হে পরমাত্মন, হে পরমেশ্বর, তোমার শক্তি বিস্তার করো। তোমার হৃতরাজ্য পুনরাধিকার করো। উঠো, চলো, থামিও না। এই মন্ত্র ভাবিতে ভাবিতে আমি নবজীবন লাভ করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছি এবং আজ সশরীরে এখানে বর্তমান।

বিপ্লবীদের আত্মাহুতি

পীযূষ কান্তি সরকার

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর -আজ থেকে ঠিক একশো চার বছর আগের কথা। বালেশ্বরের অন্তর্গত বুড়ীবালামের তীরে চাষাখণ্ড গ্রামের শেষসীমায় একটি টিলার ওপর আশ্রয় নিয়ে পাঁচ-পাঁচজন বিপ্লবী যে মরণপণ সংগ্রামে মেতে উঠেছিলেন, একে একে আহুতি দিয়েছিলেন নিজেদের প্রাণ-স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে সেকথা লেখা রয়েছে স্বর্ণাক্ষরে।

এই সংগ্রামকে স্মরণ করে কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন তাঁর কবিতা 'প্রলয় শিখা'। কবিতাটি 'প্রলয় শিখা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওই কাব্যগ্রন্থ বৃটিশদের নির্দেশে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কবি নজরুল শুরু করেছিলেন-'বালশোর, বুড়ীবালামের তীরে /নব ভারতের হলদিঘাট, /উদয়-গোধুলি রণে রাঙা হয়ে/ উঠেছিল যেথা অস্তপাট'।

টিলার ওপর পর পর কয়েকটি উইঢিবি। দলনেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নির্দেশ দিলেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে। পাঁচ বিপ্লবী মাউজার পিস্তল হাতে প্রস্তুতি নিলেন। ওদিকে ম্যাজিস্ট্রেট কিলবি তাঁর পয়েন্ট তিনশো তিন স্পোটিং ম্যাটিনি মেটফোর্ড রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত। তিনিই প্রথম গুলি চালিয়ে বিপ্লবীদের সতর্ক করতে চাইলেন এই বলে যে দুরপাপল্লার রাইফেল সঙ্গে আছে, গুলি চালালে প্রাণ হারাতে হবে। কিলবি সাহেব তাঁর জবাব না পেয়ে ভাবলেন বিপ্লবীদের হাতে দূরপাল্লার অস্ত্র নেই। সার্জেন্ট রাদারফোর্ড কিলবিকে জানালেন দুই দলে ভাগ হয়ে বিপ্লবীদের ঘিরে ফেলতে হবে। শত্রুসৈন্য আড়াই শো গজ দুরত্বের মধ্যে আসতেই যতীন্দ্রনাথ নির্দেশ দিলেন 'ফায়ার'। মুহূর্তে গর্জে উঠল পাঁচ-পাঁচটি মাউজার পিস্তল। রাদারফোর্ডের বাহিনীর কয়েকজন লুটিয়ে পড়ল ধানক্ষেতে। কবি নজরুল লিখলেন অভিমন্যুর দেখছিস রণ? / যদি দেখিস নি, দেখবি আয়/ আধা-পৃথিবীর রাজার হাজার / সেনার চারি তরুণ হটায়'।

বৃটিশ বাহিনীর একটি বুলেট এসে যতীন্দ্রনাথের ডানবাহুতে

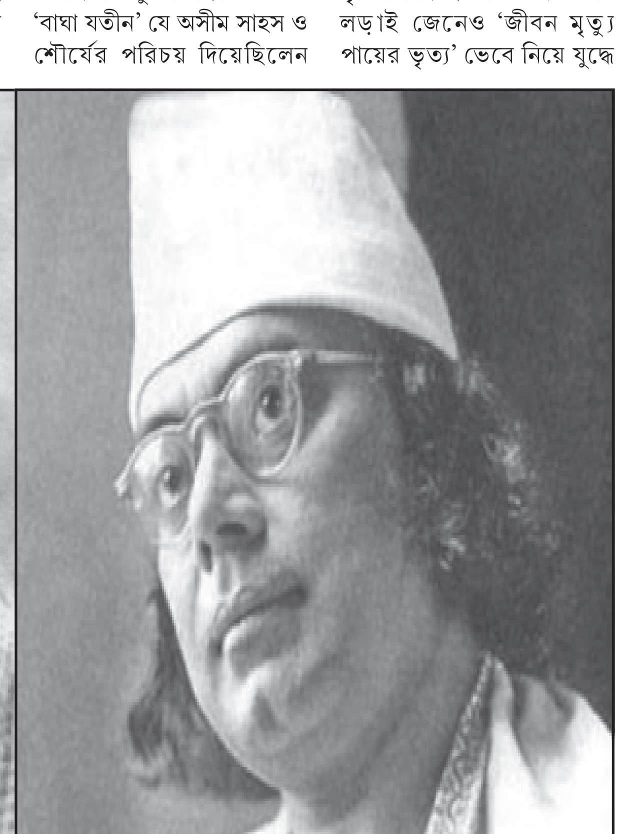

বিদ্ধ হল। যন্ত্রণা হচ্ছে তবু ভ্রুক্ষেপ না করে বাঁহাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে চালাতে লাগলেন 'কট-কট-কট' শব্দে।

কবি নজরুল লিখলেন-'বাঙালীর রণ দেখে যাবে তোরা / রাজপুত, শিখ, মারাঠা, জাঠ।/ বালাশোর-বুড়ীবালামের তীর /নবভারতের হলদি ঘাট'। বিস্ময়ে হতবাক বৃটিশ বাহিনী। এমন যুদ্ধ তো ভাবাই যায় না। হঠাৎই রাদারফোর্ডের ছোঁড়া বুলেট বিদ্ধ হল চিত্তপ্রিয় দাশগুপ্তের মাথায়। 'দাদা' বলে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। চিত্তপ্রিয়র মাথা কোলে তুলে নিয়েও সমানে সমানে অগ্নিবর্ষণ চালিয়ে যেতে লাগলেন যতীন্দ্রনাথ। কবি নজরুল তাই লিখলেন 'হিংস বুদ্ধ-মহিমা দেখিবি/ আয় অহিংস বুদ্ধগণ/ হেসে যারা প্রাণ নিতে জানে,/ প্রাণ দিতে পারে তারা হেসে কেমন।'

সমুদ্র তরঙ্গের মতো বিশাল মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে যেভাবে মুষ্টিমেয় রাজপুত সৈন্য নিয়ে হলদিঘাটের যুদ্ধে চিতোর উদ্ধারের আপ্রাণ চেষ্টা করেন রাড়া প্রতাপ সিংহ, সেই শৌর্যবীর্যের কাহিনী স্থান পেয়েছে ইতিহাসের পাতায়। বুড়ীবালামের তীরে যতীন্দ্রনাথ তাঁর চারসঙ্গীকে নিয়ে যে মরণপণ সংগ্রাম শুরু করেন কবি নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় বার বার সেই যুদ্ধক্ষেত্রকে 'নব বারতের হলদিঘাট' বলে উল্লেখ করেছেন। এই অসম যুদ্ধে পরাজায় নিশ্চিত জেনেও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে 'বাঘা যতীন' যে অসীম সাহস ও শৌর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন তাও ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়। তাঁর প্রথম যৌবনে কৃষ্ণনগরের মামারবাড়ি থেকে কুষ্টিয়া জেলার কয়াগ্রামে পিতৃপুরুষের ভিটেতে গিয়েছিলেন তখন সেখানে একটি বাঘের উৎপাত চলছিল। তাঁর খুড়তুতো ভাই বাগাটিকে গুলি করায় সেটি আহত হয়। আহত বাঘ বড় ভয়ঙ্কর। বাঘ তাঁকে নিরস্ত্র ভেবে আক্রমণ করতেই তিনি একহাতে বাঘকে আটকে অন্যহাতে ছোরা চালিয়ে তাকে শেষ করেন। বাঘের নখ তাঁর শরীর ফালা ফালা করে দিয়েছিল তবু তাকে ছাড়েননি। বেশ কিছুদিন হাসপাতালে চিকিৎসা করার পর সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। তেমনই বৃটিশ সিংহের বিরুদ্ধে অসম লড়াই জেনেও 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' ভেবে নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রথমে ডানবাহুতে পরে বাম হাতের আঙুলে এবং তারপর তলপেচে বুলেট বিঁধলেও যুদ্ধ চালিয় যাচ্ছিলেন তিনি। এমন যোদ্ধাকে বার বার সেলাম জানিয়েছেন কবি নজরুল তাঁর কবিতার প্রতি ছত্রে-ভাবী ভারতেরনা-চাহিতে আসা /নবীন প্রতাপ নেপোলিয়ন /আয় যতীন্দ্র-রণোন্মত্ত-/ শনির সহিত অশনি-রণ'। ঠিক হয়েছিল বিদেশ থেকে তিন জাহার অস্ত্র আসবে। প্রথম জাহাজ আসবে পূর্ববঙ্গের নোয়াকালি কিংবা হাতিয়ায়, সেই জাহাজ খালাস করবেন যতীন্দ্রনাথের বরিশাল গ্রুপের তরফে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের শিষ্য নরেন ঘোষ চৌধুরী, মনোরঞ্জন গুপ্ত প্রভৃতি বিপ্লবীগণ। দ্বিতীয় জাহাজ আসার কথা ছিল সুন্দরবনের রায়মঙ্গলে-নূরনগরের রাজা যতীন রায় তাঁর লোক-লস্কর নিয়ে খালাস করবেন ঠিক হল। তৃতীয় জাহাজ বোঝাই অস্ত্র খালাসের দায়িত্ব নিতেই ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে হাজির হলেন কপ্তিপদায়। অস্ত্রবোঝাই 'মার্ভেরিক' জাহাজ,ধরা পড়ল মার্কিন আর ইংরেজ নৌবহরের হাতে। ৪ সেপ্টেম্বর মাঝারাতের ট্রেনে মি, ডেনহাম, মি, বার্ড আর মি, টেগার্ড এসে উপস্থিত হলেন বালেশ্বরে।তারপরই শুরু চিরুনি তল্লাশি, ৯ সেপ্টম্বর হলশেষ অভিযান।ফিরে যাই যুদ্ধক্ষেত্রে। পঞ্চপাণ্ডবের একজন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন, যুদ্ধ তবুও থামেনি। হঠাৎ জ্যোতিষ জানালেন টোটা তো প্রায় শেষ। যতীন্দ্রনাথ এগিয়ে দিলেন বুলেট ভর্তি চামড়ার ব্যাগ কিন্তু তার চাবি খুঁজে পাওয়া গেল না। বৃটিশ বাহিনী গুলি চালাচ্ছে একটি জ্যোতিষের বুকের ডানদিক ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। রক্তাক্ত হলেন মনোরঞ্জন, রক্তাপ্লুত হলেন নীরেন। কবি নজরুল লিখলেন-'তোরা ছুটে আয় / অগণিত সেনা/ খুলে দিনু দুর্গের কবাট'/ বালাশোর বুড়ীবালামের তীর/ নব ভারতের হলদিঘাট। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

দিল্লির মুকুন্দপুরে ভেঙে পড়ল বাড়ির কার্নিশ, আহত ২ জন

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.): দিল্লির মুকুন্দপুর এলাকায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বাড়ির কার্নিশঊ বাড়ির কার্নিশ ভেঙে আহত হয়েছেন ২ জনঊ তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার দুপুরে মুকুন্দপুর এলাকায় অবস্থিত একটি বাড়ির কার্নিশ আচমকাই ভেঙে পড়েঊ এই ঘটনায় ২ জন আহত হয়েছেন।

পুলিশ ও দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুপুর ১২.৪৪ মিনিট নাগাদ দমকলে ফোন করে কার্নিশ ভেঙে পড়া সম্পর্কে অবহিত করা হয়ঊ তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের দু'টি ইঞ্জিনঊ দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কার্নিশ ভেঙে পড়ার ঘটনায় ২ জন আহত হনঊ পুলিশ কর্মীরা তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছেন।

সিএএ -র প্রতিবাদে পথে সংখ্যালঘু মহিলারা

কলকাতা,১৬ জানুয়ারি (হি.স.):নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও এনআরসি-র প্রতিবাদে রাজপথে মহিলারাঊ বৃহস্পতিবার একদল মহিলা মিছিল করে রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড থেকে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে পর্যন্ত মিছিলে করেন ঊ

সিএএ,এনআরসি- মানছি না এই প্ল্যাকার্ড, পোস্টার নিয়ে শহরের রাস্তায় মিছিল করেন বহু সংখ্যালঘু মহিলা ঊ মিছিল থেকে স্লোগান তোলেন 'কোনও পরিস্থিতিতেই কাগজ দেখাবেন না ঊ জাতীয় নাগরিকপঞ্জি কিংবা সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন আমরা মানি না। আমরা কাগজ দেখাব না'ঊ

অন্যদিকে ৬ জানুয়ারি থেকে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও এনআরসি-র প্রতিবাদে পার্ক সার্কাস ময়দানে অবস্থানে বিক্ষোভে সামিল বহু সংখ্যালঘু মহিলা ঊ ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে পার্কসার্কাসে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল আট থেকে আশির কয়েকশো সংখ্যালঘু মহিলা। প্রতিবাদীদের সংখ্যা গিয়ে দাড়িয়েছে ২০০ জনেরও বেশি ঊ অনেক মহিলাদের সাথে অবস্থানে বিক্ষোভে সামিল তাঁদের সন্তানরাও

অন্ধ্রপ্রদেশে বিজেপির হাত ধরলেন পবন

অমরাবতী, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.) : নতুন বছর ও দশকে দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে নয়া চমক। বিজেপির সঙ্গে জোট বাঁধল অভিনেতা পবন কল্যাণের দল জনসেনা পার্টি। বৃহস্পতিবার অন্ধ্র প্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় রাজ্য বিজেপির সভাপতি কান্না লক্ষ্মীনারায়ণ এবং জনসেনা পার্টির সুপ্রিমো পবন কল্যাণের উপস্থিতিতে এই জোটের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়। সাম্প্রদায়িক, পারিবারতান্ত্রিক, দুর্নীতিগ্রস্ত শক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং ২০২৪ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় আসাই এই জোটের উদ্দেশ্য বলে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করে জানানো হয়েছে।

এদিন যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করেন জনসেনা পার্টির সুপ্রিমো পবন কল্যাণ এবং রাজ্য বিজেপির সভাপতি কান্না লক্ষ্মীনারায়ণ। সার্বিক উন্নয়ন এবং রাজ্যের স্বার্থকে রক্ষা করার জন্যই এই জোট গড়ে তোলা হয়েছে। ২০২৪ সালে ক্ষমতায় আসাই এই জোটের মূল লক্ষ্য। আসন্ন পৌরনির্বাচনের মাধ্যম জোট নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করবে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, এতদিন পর্যন্ত অন্ধ্রপ্রদেশের রাজনীতিতে মূল লড়াইটা ছিল ওয়াইএসআর কংগ্রেস বনাম টিডিপির। সেখানে এখন তৃতীয় শক্তি বা রাজনৈতিক বিকল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল এই জোট। প্রসঙ্গত আগে বিজেপির সঙ্গে জোট ছিল টিডিপি। কিন্তু রাজ্যের বিশেষ মর্যাদার দাবিতে ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগেই জোট ভেঙে যায়। টিডিপির সঙ্গে আগামীদিনে বিজেপি জোটে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই বলে এদিন সাফ

ছয়ের পাতায়

বৃহস্পতিবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

বদলির বিষয়ে আপত্তি জানালেন নারদ কাণ্ডের তদন্তকারী অফিসার

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি (হি.স): বৃহস্পতিবার নারদ কাণ্ডের তদন্তকারী অফিসার রঞ্জিত কুমার নিজের বদলির বিষয়ে আপত্তি জানালেন। আপত্তি জানিয়ে তিনি চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন দিল্লিতে সিবিআইয়ের সদর দফতরে। ওই চিঠিতে তিনি বলেছেন নারদ তদন্ত এখন শেষের পথে। এই সময় তিনি অন্যত্র বদলি হয়ে গেলে নারদ তদন্ত ব্যাহত হবে।

বুধবারই ফের একবার সারদা, নারদ, রোজভ্যালি মামলা নিয়ে নড়েচড়ে বসে কেন্দ্র। সারদা, নারদ, রোজভ্যালি মামলার সঙ্গে যুক্ত ৪ আইও কে বদলি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ভিন রাজ্যে বদলি করা হয় তাঁদের। বৃহস্পতিবার এই চারজন আইওর মধ্যে নারদাকাণ্ডের তদন্তকারী অফিসার রঞ্জিত কুমার নিজের বদলির বিষয়ে আপত্তি জানান।

সেদিনই জানানো হয়, যে চার তদন্তকারী অফিসারকে বদলি করা হচ্ছে তার মধ্যে রঞ্জিত কুমার একজন। এদিন রঞ্জিত কুমার তাঁর বদলির বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। এমনকি কোনও কেসের তদন্ত চলাকালীন হঠাৎ করে অফিসারদের বদলি করার ঘটনার বিরোধিতা করেন তিনি। তিনি এই ঘটনাকে একেবারে অনুচিত বলে ব্যাখ্যা করেন।

এদিন তাঁর আপত্তির কথা জানিয়ে দিল্লিতে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেন তিনি। চিঠিতে তদন্তকারী দলের নেতৃত্বে থাকা রঞ্জিত কুমার জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে তাঁকে বদলি করা হলে তদন্তে অনেক প্রভাব পড়বে। তিনি আরও জানিয়েছেন, নারদকাণ্ডে ইতিমধ্যেই অনেক তথ্য হাতে এসেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ তদন্ত চলছে।

সিবিআই সূত্রে খবর, কলকাতা থেকে ভিন রাজ্যে বদলি করা হয়েছে এই ৪ আইওকে।

সারদা মামলার তথাগত বর্ধনকে দিল্লিতে বদলি করা হয়। রোজভ্যালি মামলার দুই তদন্তকারী অফিসার ব্রতীন ঘোষাল ও সোজম শেরপাকে ভুবনেশ্বরে বদলি করা হয়। নারদাকাণ্ডের তদন্তকারী অফিসার রঞ্জিত কুমারকেও দিল্লিতে বদলি করা হয়েছে।

তবে তাঁদের পরিবর্তে কারা নতুন করে এই মামলার তদন্তের দায়িত্ব নেবেন তা এখনও জানা যায়নি। এমনকি হঠাৎ করে কেন তাঁদের বদলি করা হল তার কারণও জানা যায়নি। তবে সিবিআইয়ের এক পদস্থ অফিসার জানিয়েছেন, এক টানা দশ বছর কেউ একই শহরে কাজ করলে তাকে স্বভাবিক নিয়মেই বদলি করা হয়। এই চার জন তদন্তকারী অফিসারই গত দশ বছর ধরে কলকাতার সিবিআই দফতরে কাজ করছেন। ফলে এই বদলি রুটিন বদলি ছাড়া কিছুই নয়।

আমার আসার কথা থাকলেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন উপাচার্যরা : রাজ্যপাল

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি (হি.স) : আমার আসার কথা থাকলেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন উপাচার্যরা', সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সমাবর্তনে গিয়ে বললেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। অসুস্থতার কারণে সেন্ট জেভিয়ার্সের সমাবর্তনে গরহাজির কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘটনায় অত্যন্ত বিরক্ত আচার্য তথা রাজ্যপাল। বলেন, 'আমি আসলে কেউ না কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েন'।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে উপাচার্যের উপস্থিতি নিয়ে বিরোধিতার সুর চড়িয়েছিলেন একাংশ পড়ুয়া। এবার জটিলতা তৈরি হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন নিয়ে। আগামী ২৮ জানুয়ারি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে রাজ্যপাল উপস্থিত থাকলে বিক্ষোভ দেখানো হবে বলেই সাফ জানিয়ে দিয়েছেন পড়ুয়ারা।

তবে তারই মাঝে একেবারে বিপরীত ছবি দেখা গেল সেন্ট জেভিয়ার্সের সমাবর্তনে। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আচার্য জগদীপ ধনকর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে বেজায় খুশি তিনি। এদিন রাজ্যের অন্যান্য সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের পরোক্ষে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'সেন্ট জেভিয়ার্সের সমাবর্তনে এসে আমি সম্মানিত। এমন কোথাও দেখিনি। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচিত এদের দেখে শেখা। এটাকে বলে কোয়ালিটি এডুকেশন। যেমন শিক্ষা তেমন আচার ব্যবহার। আমি অভিভূত।'

সেন্ট জেভিয়ার্সের সমাবর্তনে উপস্থিত থাকার কথা ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তবে এদিনের অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন তিনি। তাঁর দাবি, অসুস্থতার কারণেই সেন্ট জেভিয়ার্সের সমাবর্তনে উপস্থিত থাকতে পারেননি তিনি। তবে উপাচার্যের অসুস্থতা নিয়ে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ রাজ্যপাল। তাঁকে কটাক্ষ করে জগদীপ ধনকর বলেন, 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শুনলাম অসুস্থ। আসতে পারেননি। এরকম মাঝেমধ্যেই হয়। আমি যেখানেই যাই। কেউ না কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েন। উনি দ্রুত সুস্থ হোন কামনা করি।'

যদিও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শুধুমাত্র অসুস্থতার কারণে জেভিয়ার্সের সমাবর্তনে উপস্থিত থাকতে পারেননি তা মানতে পারছে না ওয়াকিবহাল মহল। অনেকেই বলছেন, আচার্যের ক্ষমতা খর্বের বিল পেশের পর থেকেই রাজ্যপালের মুখোমুখি হচ্ছেন না কোনও উপাচার্যই। গত সোমবার রাজভবনের বৈঠকেও বিনা নোটিসেই অনুপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা। তাই হয়তো সেন্ট জেভিয়ার্সের সমাবর্তনেও রাজ্যপালের সঙ্গে এক মঞ্চে দেখা মিলল না কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

কাছাড়ে জুয়ার আসর উৎখাত পাঁচ জুয়াড়িকে গ্রেফতার করে পাঠানো হল কারাগারে

পালংঘাট (অসম), ১৬ জানুয়ারি (হি.স.) : কাছাড় জেলার ধলাই থানার পালংঘাটে পৃথক দুই স্থানে হানা দিয়ে দুটি জুয়ার আসর তছনছ করে পাঁচ জুয়াড়িকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ তাদের শিলচরের বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হয়েছিল। আদালত তাদের পাঁচজনকেই জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার এই খবর দিয়ে কাবুগঞ্জ থানা কর্তৃপক্ষ জানান, বুধবার মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে সবাই যখন পিঠেপুলি খাওয়া এবং গুরুজনের আশির্বাদ নিতে ব্যস্ত, তখন ধলাই থানা এলাকার পালংঘাট পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত কয়েকটি জায়গায় অবৈধ জুয়ার আসর বসেছিল। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে খবর আসে পালংঘাট পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার কাছে। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি নড়েচড়ে বসেন। বিকেল চারটে থেকে দলবল নিয়ে জুয়া দমন অভিযানে নেমে পড়েন পুলিশ অফিসার রাভা।

প্রথমে পালংঘাট এলাকার জামালপার গ্রামে একটি জুয়ার আসরে অভিযান চালান তাঁরা। কিন্তু পুলিশের অভিযান শুরু হয়েছে আঁচ পেয়ে জুয়াড়িরা পাততাড়ি গুটিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এর পর দ্বিতীয় দফায় একই পুলিশ ফাঁড়ি

ছয়ের পাতায়

উমরাংসোতে পিকনিক খেতে গিয়ে কপিলি নদীতে ডুবে মৃত্যু হয়েছে যুবতীর

হাফলং (অসম), ১৬ জানুয়ারি (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার অন্তর্গত উমরাংসোর পানিমুরে মকর সংক্রান্তির দিন পিকনিক খেতে গিয়ে কপিলি নদীতে ডুবে মৃত্যু হয়েছে বছর ২৭-এর যুবতী কণিকা লাংথাসা নামের জনৈক যুবতীর। জানা গেছে, কণিকার বাড়ি ডিমা হাসাও জেলার দিয়ুংমুখ থানার অন্তর্গত ওয়াসবিল গ্রামে। বৃহস্পতিবার প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বুধবার মকর সংক্রান্তির দিন কণিকা ও অন্য কয়েকজন ছাত্রছাত্রী মিলে উমরাংসু পানিমুর হ্রদে পিকনিক খেতে যান। পানিমুর হ্রদের কাছে কপিলী নদীর কাছেই রয়েছে পিকনিকস্পট। এই পিপনিক স্পটের দেখভালও করেন কণিকা লাংথাসা নামের যুবতীটি। ওই পিকনিকস্পটের কাছেই কপিলী নদীতে রয়েছে বোটিঙের ব্যবস্থা। বুধবার পিকনিকে গিয়ে আহারাদি সেড়ে বিকেল প্রায় সাড়ে তিনটে নাগাদ কণিকা তাঁর চার বন্ধু মিলে কপিলী নদীতে বোটিং শুরু করেন। আর তখনই ঘটে এই দুর্ঘটনা। বোটিং করার সময় হঠাৎ নৌকাটি উল্টে গেলে সবাই জলে পড়ে যান। কিন্তু কণিকা জলে ডুবে যান। তবে তাঁর অন্য চার সঙ্গী কোনওক্রমে নিজেদের প্রাণ বাঁচিয়ে নদীর পারে উঠতে সক্ষম হন।

কিছুক্ষণ চেষ্টা করে সঙ্গীদের মধ্যে একজন কণিকাকে নদী থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। তবে ততক্ষণে মৃত্যু ঘটে কণিকা লাংথাসার। জানা গেছে, কণিকা ও তাঁর সঙ্গীরা যখন বোটিং করছিলেন তাঁদের সঙ্গে তখন কোনও লাইফ জ্যাকেট ছিল না। যার দরুন নদীতে ডুবে মৃত্যু ঘটে কণিকা লাংথাসার।

ঋষিকেশের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ল গাড়ি, মৃত্যু ৫ জনের

দেহরাদূন, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের পুন্যভূমি ঋষিকেশের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়িঊ গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন পাঁচজন যাত্রীঊ এছাড়াও একজন মহিলা গুরুতর আহত হয়েছেনঊ বৃহস্পতিবার সকাল দশটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরাখণ্ডের তেহরি জেলায় দেবপ্রয়াগ এবং ঋষিকেশের মাঝে ৫৮ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর সাকিন্ধরের কাছেঊ পাহাড়ি রাস্তা থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৩০০ মিটার গভীর খাদে পড়ে যায় গাড়িটি।

পুলিশ সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সকাল দশটা নাগাদ দেবপ্রয়াগ এবং ঋষিকেশের কাছে ৫৮ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর সাকিন্ধরের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৩০০ মিটার গভীর খাদে পড়ে যায় একটি গাড়িঊ দুর্ঘটনার পরই উদ্ধারকাজে হাত লাগান পুলিশ এবং এসডিআরএফ কর্মীরাঊ পুলিশ সূত্রের খবর, দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৫ জনেরঊ গুরুতর আহত অবস্থায় একজন মহিলাকে ঋষিকেশের এইমস-এ ভর্তি করা হয়েছেঊ ওই মহিলার শারীরিক অবস্থাও সঙ্কটজনক।

বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসে ছাত্রদের ওপর হামলার অভিযোগ এবিভিপির বিরুদ্ধে

শান্তিনিকেতন, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.) : ফের উত্তপ্ত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসে রাতের অন্ধকারে বাম ছাত্রদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠল। শুধু ক্যাম্পাসেরই নয়, অভিযোগ হামলাকারীরা হাসপাতালে ঢুকেও মারধর করেছে বাম ছাত্রদের। বিশ্বভারতী ছাত্র ঐক্যের দাবী এবিভিপির তরফেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। এবিভিপি অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলছে অভিযুক্তরা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল। এবিভিপিকে দায়ী করছে তৃণমূলও। ছাত্র ঐক্য আঙুল তুলছেন উপাচার্যের দিকে। তাঁদের মতে, অভিযুক্তরা উপাচার্যের ছায়াসঙ্গী, যা হয়েছে তাতে মদত রয়েছে উপাচার্যেরই। বিশ্বভারতীতে এনআরসির সমর্থনে হওয়া সভার বিরোধিতারই মাশুলই দিতে হচ্ছে বামছাত্রদের। বুধবার রাতে বাম ছাত্র সংগঠনের দুই নেতাকে বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসের মধ্যে মারধর করার অভিযোগ ওঠে এবিভিপির বিরুদ্ধে। ওই দুই ছাত্রকে উদ্ধার করে পিয়ারসন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেও এবিভিপির ছাত্ররা চড়াও হয়ে মারধর করে বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের তীর তিন ছাত্র নেতা অচিন্ত্য বাগদী , সাবির আলি ও সুলভ কর্মকারের বিরুদ্ধে। যদিও এদিন সকালে অচিন্ত্য দাবি করে সে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিশ্বভারতী ইউনিটের সভাপতি। অচিন্ত্য ও সাবির দুজনেই দাবি করে ঘটনার সঙ্গে এবিভিপি জড়িত নয়। বহিতাগতরা কেন আসছে বিশ্বভারতীতে তার প্রতিবাদ করাতেই বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা সুলভ কর্মকার নামে এক ছাত্রকে মারধর করে।

এদিকে বুধবার রাতের ঘটনার জেড়ে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিশ্বভারতী। সেন্ট্রাল অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে বামপন্থী ছাত্রছাত্রীরা। তারা অবস্থান বিক্ষোভ করে। উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় তারা। অভিযোগ করে স্মারকলিপি জমা দিতে ঢুকতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। যদিও পরে তাদের কয়েকজন প্রতিনিধি স্মারকলিপি জমা দেয়। এদিন সেন্ট্রাল অফিসের সামনে মিটিং করে বামপন্থী ছাত্রছাত্রীরা। তারপরই তারা মিছিল করে যায় শান্তিনিকেতন থানায়। সেখানেও তারা অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে। ততক্ষনে অবশ্য অচিন্ত্য বাগদী ও সাবির আলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। থানায় ডেপুটেশন ডেওয়ার পর বামপন্থী ছাত্রছাত্রীরা জানায় আগামীকাল বিকেল চারটের সময় তারা বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসের নিরাপত্তার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করবে।

এদিন ধৃত দুই ছাত্র নেতাকে বোলপুর আদালতে তোলা হয়। পুলিশ ১৪ দিনের জন্য নিজেদের হেপাজতে চেয়ে আবেদন জানায়। যদিও বিচারক ৯দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবি ফিরোজ পাল এদিকে গ্রেফতার হওয়া দুই ছাত্র নেতার সঙ্গে তৃণমূলের কোন যোগ নেই বলেই দাবি করেছেন তৃণমূলের জেলা কমিটীর সদস্য তথা তৃণমূল শিক্ষা বন্ধু সংগঠনের রাজ্য সভাপতি গগন সরকার। তিনি অভিযোগের আঙুল তুলেছেন উপাচার্যর দিকে। একই সঙ্গে তার দাবি ২০১৮ সালে অচিন্ত্যকে বহিস্কার করা হয়।গগন সরকার বলেন, 'ও একসময় তৃণমূল করলেও ২০১৮ সালে বহিস্কার করা হয়েছে। ও তৃণমূলের কেউ নয়। আসলে উপাচার্য পেটুয়া হয়ে কাজ করে। আর এই ভিসি বিশ্বভারতী কে বিজেপির অনুগত বানানোর চেষ্টা করছে।'

বিশ্বভারতীতে ছাত্রের উপর হামলার ঘটনার নিন্দা করে ভাস্কর মিশ্র বলেন, এই ঘটনার সঙ্গে এবিভিপি কোন যোগাযোগ নেই। বাম ছাত্র সংগঠন গুলি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে আমাদের বদনাম করতে আমাদের নাম ছড়িয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি। এই নিয়ে কেষ্ট মন্ডল বলেন, আমি বিশ্বভারতী নিয়ে কিছু বলব না। ওটা গগন সরকার চন্দ্রনাথ সিনহা রা দেখেন। তবে কি এমন মারল যে পিযারসন হাসপাতালে ভর্তি করা হযেছে। ওখানে তো ছোট খাটো কিছু হলে চিকিৎসা হয়।

এদিকে অভিযুক্ত ছাত্র তাদের নয় বলে টুইটারে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস পোষ্ট করলেও মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা সঙ্গে এক ছবিতে দেখা যায় অভিযুক্ত অচিন্ত্য বাগ্দী কে। এই নিয়ে মন্ত্রী বলেন, আমি বোলপুরে নেই যা বলার সব গগন সরকার বলবে। কে কোথায় আমার সঙ্গে ছবি তুলেছে তার দায় আমার নাকি। বাম ছাত্র ঐক্যের পক্ষ্য থেকে উপাচার্য কে দেওয়া ডেপুটেশনে হামলায় অভিযুক্ত এবিভিপির কথা উল্লেখ করলেও, দুই ছাত্র হামলার ঘটনায় রাহুল পাল বোলপুর শান্তিনিকেতন থানায় যে অভিযোগ করা হয়েছে সেখানে কোথাও এবিভিপির কথা উল্লেখ করা হয়নি।

বিশ্বভারতীর ছাত্র নেতা ফাল্গুনী পান বলেন আসলে যারা হামলা করেছিল তারা সকলেই উপাচার্য পোষা গুনডা তাই এবিভিপির নাম দেওয়া হয়েছে। জল্পনা তাদের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়েই। বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই বলছেন, অভিযুক্তদের শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের পতাকা হাতেই দেখা গিয়েছে শেষ কয়েক বছর। কেউ আবার বলছেন, উপাচার্য ঘনিষ্ঠতাই এদের সবচেয়ে বড় পরিচয়। যা হয়েছে তাঁর দায় উপাচার্যেরই।

পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে তুষার ঝড়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১০৯

ইসলামাবাদ, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.) : গিলগিট-বাল্টিকস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে (পিওকে) তুষার ঝড়ের ফলে পাঁচ সৈন্যসহ আরও ১৫ জন মারা গিয়েছিল, তার ফলে ভারী তুষারপাত এবং বর্ষণে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১০৯ এ দাঁড়িয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বুধবার মুজাফফারাবাদ সফর করেছেন, সেখানেপকের চিফ সেক্রেটারি মাথর নিয়াজ রানা তাঁকে তুষারপাতের কারণে সেখানকার ক্ষয়ক্ষতি ও ত্রাণের কাজ সম্পর্কে অবহিত করেছেন। পিওকে প্রশাসনের মতে, সর্বাধিক ক্ষতি হয়েছে নীলম উপত্যকায়, যেখানে এখন পর্যন্ত ৭৪ জন মারা গেছে। গিলগিট-বাল্টিকস্তানের উচ্চ অঞ্চলগুলিতে যোগাযোগ পরিষেবা টানা চতুর্থ দিন ব্যাহত ছিল।

স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গিলগিট-বাল্টিকস্তানের অ্যাস্তর জেলায় তুষার ঝড়ের কারণে পাঁচ সেনা মারা গিয়েছিল। এ ছাড়াও দুটি পৃথক এলাকায় এক মহিলা ও দুই শিশু মারা গিয়েছিলেন এবং আরও অনেকে আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। নিহত সৈন্যরা হলেন- ল্যান্স নায়েক বানারস ইকবাল, আবদুল রাজ্জাক, এসপিআর মহম্মদ রফিক, শাহজাদ আক্রম ও অমর আলী।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ডোম্বভাও এলাকায় তুষারপাতের কারণে তারা সবাই মারা গিয়েছিলেন। মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে গিলগিটে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, অ্যাস্তর উপত্যকার চারটি বাড়িও তুষারপাতের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।

গত ২০ বছরের মধ্যে অন্যতম ভয়াবহ শীতকাল পার করছে পাকিস্তানের উত্তর-পূর্বাঞ্চল। টানা তুষারপাতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় ওই অঞ্চলের মানুষদের সব রকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন পাকিস্তান সরকার।

সাংবিধানিক কর্তব্য সম্পর্কে অবগত হওয়া উচিত মমতার, কটাক্ষ নাকভিব

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.) : জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জির(এনপিআর) বৈঠকে যোগ না দেওয়ার ঘোষণা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিন্দায় মুখর হলেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়কমন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নাকভি। সাংবিধানিক কর্তব্য কি, তা জানা উচিত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলে দাবি করেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার রাজধানী দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়কমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা মুক্তার আব্বাস নাকভি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি গোটা দেশের নেত্রী নন। ফলে তার সাংবিধানিক কর্তব্য সম্পর্কে অবগত হওয়া উচিত। উল্লেখ করা যেতে পারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন যে ১৭ জানুয়ারি তিনি রাজধানী দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এনপিআরের বৈঠকে যোগ দেবেন না। সেই প্রেক্ষিতে মুক্তার আব্বাস নাকভির এমন মন্তব্য। জেএনইউতে পড়ুয়া আন্দোলন সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুক্তার আব্বাস নাকভি জানিয়েছেন, পড়ুয়া বিক্ষোভ ভাল জিনিস। কিন্তু তা কোনও

বৃহস্পতিবার এক জাকজমক পূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেবদারু বিদ্যালয়ে ৭ দিন ব্যাপী এনএসএস'র শিবিরের উদ্বোধন হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ভালোবাসার বার্তা পাঠাতে এই ভুলটি করেছেন তো মরেছেন

হাতে মোবাইল থাকলেই হয় হোয়াটসঅ্যাপ বা মেসেঞ্জারে গল্প, নয়তো টেক্সট। আর এই ভাবেই প্রেমিক বা প্রেমিকার সঙ্গে কথোপকথন হচ্ছে। সদ্য শুরু করা প্রেম হোক বা কয়েক বছরের স্থায়ী সম্পর্ক, প্রেমের মেসেজেও মাথায় রাখতে হয় বেশ কিছু বিষয় ।অনেকেই ভাবেন, ভালোবাসার মানুষকে যা-ই লিখি, তাতে ভুল হলে খেয়াল করবে না। বিষয়টা কিন্তু তেমন নয়। ভালবাসার মানুষটির মন-মেজাজ, ব্যস্ততা এই সব কিছুই খুব সাধারণ ও স্বাভাবিক বিষয়। প্রেমে পড়েছেন বলেই, সেই মানুষটির সব ভুলত্রুটি সব সময়ে মেনে নেবেন, তা নয় ।মেসেজে মানুষের মুখ দেখা যায় না, বোঝা যায় না কথাটি বলার সময় তার অভিব্যক্তি। রসিকতার টেক্সটও ভুল বার্তা বহন করতে পারে। দরকারে মজার ইমোজি ব্যবহার করুন ।প্রেম নতুন হোক বা পুরনো, অন্য মানুষটার ব্যস্ততার কথা মাথায় রেখেই টেক্স করুন। অফিসের সময় বা কোন ক্লাসে থাকার সময় বার বার টেক্সট করা উচিত নয় ।নতুন প্রেম শুরু করলে ইঙ্গিতপূর্ণ কথা, শারীরিক সম্পর্ক ঘেঁষা কথা এ ক্ষেত্রে না বলাই ভাল। ভুল বানান বা ভুল বাক্যগঠনের দিকে নজর দিন ।আপনি যত গুরুত্বপূর্ণই হোন না কেন, ভুল বানান ও বাক্য পড়তে খুব একটা ভাল লাগে না। ভুল ইমোজি ব্যবহার করার দিকেও সচেতন হোন ।সঙ্গীর অপ্রিয় প্রসঙ্গ বা দ্বিধা রয়েছে এমন বিষয় নিয়ে টেক্সটে কথা বলবেন না। এগুলো মুখোমুখি দেখা হলে বলবেন।

পছন্দ নতুন কেউ, টেলি অভিনেত্রী ক্রিস্টিলকে বেছে নিলেন ইমরান হাসমি

নিজস্ব প্রতিবেদন : অমিতাভ বচ্চন এবং ইমরান হাসমির পরবর্তী সিনেমা চেহরে-র জন্য বেছে নেওয়া হল ক্রিস্টিল ডিসুজাকে। অর্থাত মেগাস্টারের সঙ্গেই বি টাউনে পা রাখছেন টেলিভিশনের এই জনপ্রিয় অভিনেত্রী ।সম্প্রতি নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে ইমরান হাসমির সঙ্গে ছবি শেয়ার করেন ক্রিস্টিল। সেখানেই তিনি জানান, কোনও প্রজেক্টে প্রথম পা রাখার অনুভূতি একেবারে অন্যরকম। চেহরের জন্য নতুন নায়িকা মনোনীত হওয়ার পর সেই ছবি সেয়ার করেন ট্রেড অ্যানালিস্ট তরণ আদর্শও ।পরিচালাক রুমি জাফরির সিনেমা চেহরের জন্য প্রথমে বেছে নেওয়া হয় কৃতি খারবান্দাকে। অমিতাভ বচ্চন এবং ইমরান হাসমির এই সিনেমা অন্যতম বড় প্রজেক্ট ছিল কৃতি খারবান্দার জন্য। কিন্তু আচমকাই কৃতিকে ওই সিনেমা থেকে বাদ দেওয়া হয় ।জানা যায়, অত্যধিক নাক উঁচু মনোভাবের জন্যই কৃতি খারবান্দাকে ওই সিনেমা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কৃতির ম্যানেজারও কোনওভাবেই পরিচালককে সাহায্য করচিলেন না অভিনেত্রীর শ্যুটিং ডেট নির্দিষ্ট করার জন্য। সবকিছু মিলিয়ে এই সিনেমা থেকে বাদ দেওয়া হয় কৃতি খারবান্দাকে ।যদিও টিম চেহরের তরফে যে দাবিই করা হোক না কেন, কৃতি খারবান্দার গলায় শোনা যায় অন্য সুর। তিনি দাবি করেন, চেহরে-তে অপ্রয়োজনীয়ভাবে ঘনিষ্ঠ দৃশ্য এবং চুম্বন দৃশ্যে অভিনয়ের কথা জানান পরিচালক রুমি জাফরি। সেই করাণেই ওই সিনেমা থেকে সরে যান তিনি। এমনকী, চেহরের জন ২-৩ দিন শুটিং করার পরও ওই প্রজেক্ট থেকে তিনি সরে যেতে বাধ্য হন বলে জানান কৃতি খারবান্দা ।অন্যদিকে সম্প্রতি পুলকিত সম্রাটের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা স্বীকার করে নেন কৃতি। তিনি জানান, বর্তমানে পুলকিত সম্রাটের জন ডেট করছেন তিনি। কিন্তু বাবা-মা জানানোর আগে অন্য কাউকে এই খবর জানাতে চাইছিলেন না। সেই কারণেই পুলকিতের সঙ্গে সম্পর্কের কথা এতদিন তিনি চেপে রেখেছিলেন গোটা দুনিয়ার কাছ থেকে।

বনির চোখে জল, জড়িয়ে ধরলেন দীপিকা

কেটে গিয়েছে দীর্ঘ কয়েক বছর। আর কয়েকমাস পরেই মৃত্যুর দুই বছর পূর্ণ হবে বলিউডের এভারগ্রীণ অভিনেত্রী শ্রীদেবী। আজও তাকে ভুলতে পারেননি দর্শককূল। পর্দায় তার ছবি দেখলে আজও চোখের কোণটা ভিজে যায় অনেকেরই। তার স্মৃতি আজও অমলিন হয়ে আছে বনির মনে। সম্প্রতি শ্রীদেবীর জীবনী নিয়ে বই প্রকাশের অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন বনি কাপুর এবং দীপিকা পাড়ুকোন। বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসে হঠাতই কেঁদে ফেলেন বনি কাপুর। স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা এখন মুছে ফেলতে পারেননি তা কিন্তু বেশ পরিষ্কার ।সম্প্রতি অনুষ্ঠানের একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, বনিকে এমন পরিস্থিতিতে দেখে জড়িয়ে ধরে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন দীপিকা। দীপিকা এও জানিয়েছেন, আজও শ্রীদেবীকে মনে পড়ে তার। এমনকী তার কাজের পিছনেও কাপুরদের অবদানও রয়েছে যথেষ্ঠ। এখনও পর্যন্ত তার কোনও ছবি মুক্তি পেলে কাপুর পরিবারের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছাবার্তা আসে। আর দীপিকার এই কথা শুনেই আবেগে কেঁদে ফেলেন বনি কাপুর ।শ্রীদেবীর জীবনী নিয়ে বইটি লিখেছেন সত্যার্থ নায়ক। এবং এর মুখবন্ধ লিখেছেন কাজল। শ্রীদেবীর সুপারস্টারডম দেখেই তিনি বড় হয়েছেন এবং শ্রীদেবী ম্যাজিকে আজও মোহিত তিনি। আজও আইকন হিসেবে শ্রীদেবীকে মনে রেখেছেন। দীর্ঘদিন ধরেই শ্রীদেবীর বায়োপিক নিয়ে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। এও শোনা গিয়েছিল ছবিতে শ্রীদেবীর ভূমিকায় দীপিকা পাড়ুকোনকে দেখা যাবে।

আপনি কি জানেন হাঁপানির টান কেন বাড়ে?

ফ্লু, নিউমোনিয়া জাতীয় শ্বাসযন্ত্রের কোনও রোগের ইতিহাস থাকলে ঠান্ডা বাড়লেই হাঁপানির টান বাড়তে থাকে ।ভাইরাসের সংক্রমণ, ভাইরাল জ্বরে হাঁপানির সমস্যা অনেক বাড়ে ।মেদবাহুল্য, অধিক পরিশ্রম, বেশি হাঁটাচলার কারণে টান বাড়তে পারে ।পরিবেশ দূষণ অন্যতম কারণ। গাড়ির ধোঁয়া, বাতাসের ক্ষতিকর গ্যাস, স্মগ শ্বাসের সমস্যা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। অনেককেই পেশাগত কারণের জন্য রাসায়নিক বা ধপলো-ধোঁয়ার মধ্যে থাকতে হয়। সেক্ষেত্রে বিশেষভাবে সতর্ক থাকা উচিত ।অ্যালার্জি থেকে বা অ্যালার্জি ইনডিউসড অ্যাজমায় আক্রান্ত হন বহু মানুষ। বাতাসে থাকা ফুলের রেণু, পোকামাকড়, বিশেষ কোনও খাবার, বালিশ, লেপ তোশকের ধুলো, পোষ্যের লোম ও স্যালাইভা, কোল্ড ড্রিঙ্ক-যে কোনও কিছু থেকে অ্যালার্জি হতে পারে। বিটা ব্লকার, অ্যাসপিরিন ও কিছু পেনকিলার অ্যাজমার সমস্যা বাড়ায় ।মানসিক চাপ থেকেও রোগের উপসর্গ বাড়ে ।কোনও কোনও মহিলা ঋতুস্রাবের আগে অ্যাজমার টানে ভোগেন। প্রোজেস্টেরন হরমোনের মাত্রা কমে যাওয়ার ফলে এমনটা হয় ।ঘরোয়া উপায়ে গলা ব্যাথার উপশমনিজস্ব প্রতিনিধিঃ আবহাওয়া পরিবর্তনে ঠাণ্ডার সমস্যাসহ গলা ব্যথার প্রবণতা দেখা দেয় অনেকের। এটি আমাদের শরীরে অস্বস্তি তৈরি করে। ফলে যেকোনো খাবার বা পানীয় খেতেও সমস্যা হয়, ঢোক গিলতে কষ্ট হয় ।শুধুমাত্র আবহাওয়া পরিবর্তনই নয়, অফিসে দীর্ঘক্ষণ এসির মধ্যে থাকলেও ঠাণ্ডা লেগে গলা ব্যথা হয়, টনসিলের সমস্যাও বাড়ে। এই সমস্যা এক-দুই দিনে কাটে না। এর থেকে মুক্তি পেতে গেলে ওষুধের চেয়েও বেশি প্রয়োজন বাড়িতেই নিজের যত্ন নেওয়া ।ঘরোয়া কিছু উপায় অবলম্বন করলেই সহজে এই সমস্যা থেকে মুক্তি মেলে। চলুন দেখে নেওয়া যাক ঘরোয়া সেই উপায়গুলো-লবণ জলগলা ব্যথা হলে এর প্রাথমিক চিকিতসা হলো গরম জল লবণ দিয়ে গড়গড়া করা। এক গ্লাস হালকা গরম জল নিন। এতে এক চা চামচ লবণ যোগ করে সেটি ভালোভাবে মিশ্রিত করুন। এটি গলা ব্যথা থেকে তাতক্ষণিক মুক্তি দিতে সহায়তা করে ।আদাঅ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি এবং অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্যের জন্য গলা ব্যথা ভালো করতে সহায়তা করে আদা। জল গরম করে তাতে কয়েক টুকরো ফ্রেশ আদা দিন। এরপর এটি প্রায় ৫-১০ মিনিটের জন্য ফোটান। দিনে কমপক্ষে দুবার এই জল পান করুন। এতে এক চা চামচ মধুও যোগ করতে পারেন ।লেবুর রসবিশেষজ্ঞদের মতে, লেবু আমাদের শরীরের টক্সিন দূর করার ক্ষেত্রে খুব উপকারি। তাই গলা ব্যথায় এক গ্লাস গরম জল লেবুর রস ও এক চা চামচ মধু ভালোভাবে মেশান। দিনে অন্তত দুবার এটি পান করুন। গলা ব্যথা ও টনসিলের সমস্যা দূর করতে এটি সাহায্য করে ।হলুদহলুদ গলা ব্যথা নিরাময়ের অন্যতম সেরা উপাদান। খানিকটা হলুদ গুঁড়ো এক গ্লাস গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। তারপরে সকালে খালি পেটে পান করুন। দুধের সঙ্গেও হলুদ মিশিয়ে খেতে পারেন ।দারুচিনিকয়েক ফোঁটা দারুচিনি তেলের সঙ্গে এক চা চামচ মধু মিশ্রিত করুন। দিনে একবার এটি ব্যবহার করুন, গলার ব্যথা থেকে দ্রুত মুক্তি দিতে সহায়তা করে ।ধুমধু তার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটবি বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্য পরিচিত। এটি প্রাচীনকাল থেকেই গলা ব্যথা নিরাময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। এক কাপ গরম জলেতে এক থেকে দুই চামচ মধু মেশান এবং দিনে দুই থেকে তিনবার পান করুন অথবা ঘুমাতে যাওয়ার আগে আপনি এক চা চামচ মধু খেতে পারেন ।ভাপ নিনপ্রথমে কান-মাথা ভালো করে জড়িয়ে নিন কাপড় দিয়ে। এরপর সামান্য লবণ দিয়ে গরম জলের ভাপ নিন। দিনে দুবার এটা করতে পারলে খুব সহজেই গলার ব্যথা কমবে ।লবঙ্গমাঝে মাঝেই মুখে দুটি লবঙ্গ রাখুন এবং সেগুলো নরম হওয়ার পর চিবিয়ে গিলে ফেলুন। এটি কার্যকরভাবে গলা ব্যথা নিরাময়ে সহায়তা ক ে ব. । স ু ন ব. স ু ন অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিসেপটিক বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত এবং গলা ব্যথা নিরাময়ে সহায়তা করে। রসুনের মধ্যে থাকা অ্যালিসিন গলা ব্যথার কারণ ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলতে সহায়তা করে। এটি কাঁচাও খাওয়া যায় এবং রান্না করেও খাওয়া যায়।

মুম্বইয়ের শিব সেনা শাখায় পৌঁছলেন দেব !

তৃণমূল সাংসদ তথা বাংলার মেগাস্টার দেব গত বেশ কয়েকদিন ধরে খবরে রয়েছেন একাধিক ইনস্টাগ্রাম পোস্টের হাতধরে। প্রথমে আসে ''শুভ বিবাহ'' ছবির পোস্টার ঘিরে দেবের পোস্ট। আর এবার মুম্বইয়ের শিব সেনা শাখায় গিয়ে সেখানের ছবি পোস্ট। আপাতত তা নিয়েই আলোচনা শুরু হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় ।প্রসঙ্গত, মুম্বইয়ের খেরওয়াড়ির শিব সেনা শাখায় কয়েকদিন আগে গিয়েছিলেন দেব। যেখানে কেটেছে তাঁর ছোটবেলা। দেবের মূল উদ্দেশ্য ছিল সেখানে তাঁর মায়ের জন্মদিন পালন করা। আর সেই উপলক্ষ্যে শিব সেনা শাখায় পৌঁছে সেখানের যাবতীয় ছবি , ভিডিও তিনি পোস্ট করেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। তিনি একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টে জানিয়েছেন ,'' এটা মুম্বইয়ের শিব সেনা শাখা। যেখানে আমার বড় হয়ে ওঠা। আমার শৈশব আর আমার মায়ের অনেক স্মৃতি এই শাখার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। আমি ভাবিওনি যে সেই একই জায়গায় এসে আমি এরকম আদর-সম্মান পাব। .... ''এদিকে, দেবের এই পোস্ট ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেই দেবের ছবিতে কমেন্ট সেকশনে লিখেছেন ''জয় শ্রী রাম''। অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন যে দেব কি এবার তাহলে বিজেপি তে যোগ দিচ্ছেন? প্রসঙ্গত, শুধুমাত্র মায়ের জন্মদিন পালন করতেই দেব পৌঁছে যান শিব সেনার শাখায়। আর শৈশবরে স্মৃতি গায়ে মেখে আরও একবার পুরনো দিনের উস্কে যায় দেবের। ফিরে দেখেন ছোটবেলার ফেলে আসা দিনগুলি।

১০০ বছর টিকবে পারমাণবিক ব্যাটারি

১০০ বছর টিকে থাকবে এমন ব্যাটারি তৈরি করেছেন রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা। অবিশ্বাস্য এ ব্যাটারি দিয়ে হৃদরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত পেসমেকার থেকে শুরু করে মঙ্গলগ্রহের মিশনে মহাকাশযান পর্যন্ত সবকিছুতে ব্যবহার করা যাবে। ব্যাটারিটি পারমাণবিক শক্তি দ্বারা নির্মিত এবং প্রচলিত ব্যাটারিগুলোর চেয়ে ১০ গুণ শক্তিশালী।

শটকি ডায়োড হিসেবে পরিচিত হীরের তৈরি সেমিকন্ডাক্টর দিয়ে ব্যাটারিটি তৈরি করা হয়েছে। শটকি ডায়োড একটি রেডিওঅ্যাকটিভ রাসায়নিক যা ব্যাটারির প্রধান জ্বালানি।

বিজ্ঞানীরা দাবি করছেন, স্থায়ী পেসমেকার থেকে শুরু করে মহাকাশ অভিযানেও এটা ব্যবহার করা যাবে। দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করা যাবে। দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করা যাবে বলে জানিয়েছেন তারা। ব্যাটারিটিতে ইলেক্টন ও পজিট্রন এই দুই ধরনের রেডিয়েশন ব্যবহার করা হয়েছে। তাই কোনো ক্ষতি ছাড়াই মানব শরীরের ভেতরেও এটি রাখা যাবে। ব্যাটারি গবেষণা প্রকল্পের পরিচালক মস্কোর টেকনোলজিক্যাল ইন্সটিটিউট ফর সুপারহার্ড অ্যান্ড কার্বন ম্যাটেরিয়ালসের অধ্যাপক ভ্লাদিমির ব্ল্যাঙ্ক বলেন, ব্যাটারি ব্যবহারে এরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফলাফল পাওয়া গেছে এবং এটা এখন চিকিৎসা ও মহাকাশে প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা যাবে।

বোতাম টিপলেই নেমে আসছে শয়তান

খ্রিস্টান ধর্মের সর্বোচ্চ গুরু পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই ইন্টারনেট হচ্ছে এই মুহূর্তে শয়তানবাদীদের অবাধ বিচারণক্ষেত্র। যেখানে সেখানে শয়তান উপাসনা, ডাকিনীবিদ্যা চর্চা ওকালো জাদু বিদ্যাচর্চার ওয়েবসাইট। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী , পোপ ফ্রান্সিস সম্প্রতি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বিশ্বে শয়তান উপাসনা ও কালো জাদুর চর্চা সাংঘাতিক রকমে বেড়ে চলেছে। এর জন্য দায়ী ইন্টারনেট ।এই বিপদকে সামলানোর জন্য প্রয়োজন অনেক বেশি সংখ্যায় এগজরসিস্ট। পোপের এই বক্তব্য সমর্থন করেছেন খ্যাতনামা মার্কিন মনোবিদ রিচার্ড গ্যালাঘার। তবে বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানবাদীরা এনিয়ে ঠাট্টা মশকরা করছেন। তাদের ভাষ্য,একবিংশ শতকে এমন আজগুবি কথা কী করে মেনে নেয়া যায়, তা তারা ভেবে পাচ্ছেন না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা একথা কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না যে, রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মের গোড়াতেই রয়েছে শয়তান' এর উপস্থিতি। ঈশ্বর থাকলে শয়তানও থাকেন। না হলে লীলা পোস্টাই হয় না। একথা শত শতিনেক বছর ধরে বোঝাতে চাইলেও বিজ্ঞানবাদীরা বোঝেন না। তবে যে যাই বলুক, ইন্টারনেট যে শতয়ানের স্বর্গরাজ্য, তা আসলেই সত্যি। অন্তর্জালের আনাচকানাচ খাপ পেতে বসে রয়েছে শয়তান স্বয়ং। না, এর জন্য ডার্ক বা ডিপ ওয়েব পর্যন্ত যেতে হবে না। সারফেস ওয়েবেই শয়তানি জমজমাট। পশ্চিমের বিখ্যাত 'চার্চ অফ স্যাটান' থেকে শুরু করে সে দেশের উইচক্র্যাফট শিক্ষা সব কিছুরই ওয়েবসাইট রয়েছে। যার যেখানে ইচ্ছে, সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কোনো মানা নেই। আসলে নোট বিশ্বে কে কার গার্ডিয়ান? চার্চ অব স্যাটান' জানায়, শয়তান আমাদের জাগতিক চাহিদাগুলো দ্রুত পূরণের আশ্বাস দেয়। ফলে দূরবর্তী, ধোঁয়াটে ঈশ্বরের চাইতে তিনি ঢের বেশি কাছের। ফলে শয়তানের উপাসনা ঈশ্বরের চাইতে অনেক বেশি জরুরি। চার্চ অফ স্যাটান এর মেম্বারশিপ পেতে হলে অনেক টাকা গুণতে হবে। সে টাকা কোথায় যাবে, কী হবে তাদিয়ে, তা নিয়ে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। টাকা যেখানেই যাক, চার্চ যে মেনস্ট্রিম খ্রিস্টধর্মকে ওপেন চ্যালেঞ্জ ছোড়ে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ঈশ্বরের চাইতে অনেক বেশি জরুরি। চার্চ অফ স্যাটান এর মেম্বারশিপ পেতে হলে অনেক টাকা গুণতে হবে। সে টাকা কোথায় যাবে, কী হবে তাদিয়ে, তা নিয়ে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। টাকা যেখানেই যাক, চার্চ যে মেনস্ট্রিম খ্রিস্টধর্মকে ওপেন চ্যালেঞ্জ ছোড়ে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ওয়ার্ল্ড অফ উইক্কা' আরেকটি ওয়েবসাইট। যেখানে প্রাচীন উইক্কা দর্শনের চর্চা চলে নিরন্তর। 'উইক্কা' শব্দটি এসেছে 'উইচ' শব্দ থেকে। প্রাক খ্রিস্টান এই চর্চার অনেক কিছুকেই 'কালো জাদু' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল রোমান চার্চ। প্রাচীণ যুগের শেষ থেকে মধ্যযুগজুড়ে চলে ইনকুইজিশন ও উইচ নিধরনের দাপট। রীতিমতো মন্ত্র তন্ত্র আউড়ে বশীকরণ, মারণ উচাটনের রমরমা। এসব সাইট। শয়তান থেকে জিন, জিন থেকে প্রেতাত্মা সবাইকেই আনা সম্ভব, এ কথা জানাতে ঝাঁকে ঝাঁকে ওয়েবসাইট। তার ওপরে রয়েছে এই সব কালো জাদু সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বাণিজ্য। খেলা যে দারুণ জমজমাট, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

শীতকালে ওষুধ ছাড়াই দূরে রাখুন জ্বর, হাঁচি, কাশি

হাঁচি, কাশি, সঙ্গে মাথা যন্ত্রণা, চোখ-নাক দিয়ে জল পড়া...! আসলে, আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে শরীরের খাপ খাওয়াতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। ফল? একটুতেই ঠান্ডা লাগা! তারপর ? ডাক্তারের দ্বারস্থ হয়ে গাদা গাদা অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া! মাথায় রাখবেন, অ্যান্টিবায়োটিক বা কাফ-সিরাপের সাইড-এফেক্টও কিন্তু মারাত্মক! কাজেই প্রথম থেকেই সতর্ক হন! গোটা শীতকাল নিয়মিত কয়েকটা ঘরোয়া টোটকা খান, সর্দি কাশি ধারে কাছে ঘেঁষবে না!গোলমরিচ চা: গোলমরিচে রয়েছে পিপারিন-এর মতো কেমিক্যাল যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। রোজ সকালে খালি পেটে এক কাপ চায়ে ৩-৪টে গোলমরিচগুঁড়ো মিশিয়ে খান! হাঁচি, কাশি, বুকে কফ জমা, নাক বন্ধের মতো সমস্যা নিমেষে দূর হয়ে যাবে! আদা, লেবু ও মধু: আদায় থাকে জিঞ্জারল, জিঞ্জারন-এর মতো অ্যান্টিইনফ্ল্যামেটরি ও অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট-এর মতো উপাদান যা ঠান্ডা লাগার হাত থেকে বাঁচায়। এক কাপ জলে আদা কুচি ফেলে ফুটিয়ে, লেবুর রস ও মধু মিশিয়ে রোজ সকালে খালিপেটে খেয়ে নিন। লেবু ও মধু দুই-ই প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, কাজেই শরীরে জমে থাকা টক্সিনও দূর করে ।দারচিনি-জল: দারচিনি প্রাকৃতিক অ্যান্টিবায়োটিক ও অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট হিসেবে কাজ করে। গরম জলে কয়েক টুকরো দারচিনি ফেলে, ফুটিয়ে নিয়মিত খান। বুকে কফ জমবে না! পাশাপাশি সাইনাস ও মাইগ্রেনের সমস্যাও দূর হবে!

"গাঙ্গুবাঈ কাঠিওয়াড়ি", মাফিয়া কুইনের বেশে নজর কাড়া আলিয়া

সঞ্জয়লীলা বনশালির ''গাঙ্গুবাঈ কাঠিওয়াড়ি'' ছবিতে অভিনয় করছেন আলিয়া ভাট, এ খবর শোনা গিয়েছিল বহু আগেই। তবে এমন একটি চরিত্রে আলিয়াকে কেমন দেখাবে তা নিয়ে ছিল নানা মুনির নানা মত। তবে সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে প্রকাশ্যে আলিয়ার সেই ''গাঙ্গুবাঈ'' লুক ।প্রথম পোস্টারে আলিয়ার ''গাঙ্গুবাঈ কাঠিওয়াড়ি'' লুক কিছুটা আক্রমণাত্মক, কিছুটা খোলামেলা। যেখানে আলিয়াকে লালা স্কার্ট ও নীল ব্লাউজ পরে থাকতে দেখা যাচ্ছে। তার মাথার চুল দুটি বেনী করা। কপালে তার লাল টিপ। একহাতে পরা সবুজ কাঁচের চুরি। এই ছবিতে আলিয়া যে কিছুটা অল্প বয়সের গাঙ্গুবাঈয়ের বেশে ধরা দিয়েছেন তা ছবিতেই স্পষ্ট ।দ্বিতীয় পোস্টারে এক্কেবারে মাফিয়া কুইনের বেশে ধরা দিয়েছেন আলিয়া। যে পোস্টারে কাজল কালো চোখ, ও কপালে লাল টিপে বেশ কঠিন মেজাজে ধরা দিয়েছেন অভিনেত্রী ।হুসেন জাইদির বিখ্যাত উপন্যাস ''মাফিয়া কুইন অফ মুম্বই'' অবলম্বনে এই ছবি বানাচ্ছেন সঞ্জয়লীলা বনশালি। গাঙ্গুবাঈ হলেন গুজরাটের কাঠিওয়ারের বাসিন্দা ছিলেন। ছোট বয়সেই জোর করে গাঙ্গুবাঈকে দেহ ব্যবসায় নামনো হয়। পরবর্তীকালে মুম্বইয়ের কামতাপুর এলাকায় নিজের কোঠা চালাতেন। তবে সেসময় দাঁড়িয়ে গাঙ্গুবাঈ মুম্বইয়ের যৌন কর্মী ও অনাথ শিশুদের জন্য বেশকিছু কাজ করেন। ছেলেবেলায় গাঙ্গুবাঈ অভিনেত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। তবে মাত্র ১৬ বছর বয়সে গাঙ্গুবাঈ তাঁর বাবার হিসেবরক্ষকের প্রেমে পড়েন এবং তাঁকে বিয়ে করেন মুম্বইয়ে চলে আসেন। ওই ব্যক্তিই তাঁকে মাত্র ৫০০ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দেন বলে জানা যায় ।জানা যায় মাফিয়া ডন করিম লালার গ্যাঙের এক সদস্য গাঙ্গুবাঈকে ধর্ষণ করে, যার বিচার চেয়ে গাঙ্গুবাঈ করিমলালার সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁকে রাখি বেঁধে ভাই বানিয়ে নেন। আর এর পরই কামতাপুর এলাকা গাঙ্গুবাঈয়ের রাজত্ব শুরু হয়। তবে শোনা যায় কোনও মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে গাঙ্গুবাঈ তাঁকে দেহ ব্যবসায় রাখতেন না।

আমাদের দেশে অ্যাসিড কেনা কত সহজ, চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন দীপিকা

মুম্বই: সম্প্রতি অ্যাসিড আক্রান্ত লক্ষী আগরওয়ালের বায়োপিকে অভিনয় করেছেন দীপিকা পাড়ুকোন। শুধু অভিনয় নয়, অ্যাসিড অ্যাটাক নিয়ে নানা ধরনের সতর্কতামূলক প্রচারও করেছেন তিনি। তবে, সম্প্রতি অভিনেত্রী চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে কীভাবে দোকানে দেদার বিকোচ্ছে অ্যাসিড। একদিনে ২৪ বোতল অ্যাসিড কিনে দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি ।সম্প্রতি একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এনেছেন দীপিকা। সেখানে স্টিং অপারেশন করে দেখিয়েছে যে কত সহজে আমাদের দেশে অ্যাসিড কেনা সম্ভব ।একটি সোশ্যাল এক্সপেরিমেন্ট করেছেন তিনি। সেখানে তাঁর টিমকে বাজারে পাঠানো হয়েছে, অ্যাসিড কীভাবে কেনা যায়, তা পরীক্ষা করতে। গাড়িতে বসে পুরো বিষয়টা মনিটর করেছেন তিনি ।মোটামুটিভাবে অ্যাসিড চাইলেই দোকানদার দিয়ে দিচ্ছেন। খুব বেশি প্রশ্ন করছেন না। কম ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যাসিড দিলে কেউ কেউ বলছেন, আরও কড়া অ্যাসিড দিন। দোকানদার সেটাও দিয়ে দিচ্ছেন। কেউ আইডি চাইছেন না ।দীপিকার টিমের লোকজন যাঁরা মেকানিক বা প্লাম্বার সেজে দোকানে গিয়েছে, তারা দোকানদারকে এমনটাও বলছে যে, ''ওই অ্যাসিড দিন, যাতে হাত-পা জ্বলে যায়।'' দোকানদারও সেইরকম অ্যাসিড বের করে দিচ্ছেন। এই বিষয়টা দেখে রীতিমত হতবাক অভিনেত্রী। মোট ২৪ বোতল অ্যাসিড কিনেছে দীপিকার টিম। ভিডিওতে তিনি এই বার্তাই দিয়েছে যে অ্যাসিড অ্যাটাক বন্ধ করতে সবার আগে অ্যাসিড বিক্রি বন্ধ হওয়া প্রয়োজন ।শেষে তিনি দেখিয়েছেন যে অ্যাসিড বিক্রির ক্ষেত্রে কোন কোনও নিয়ম মানা উচিত। ১. যে অ্যাসিড কিনছে তার বয়স ১৮ বছর হওয়া উচিত, ২. ক্রেতাকে আইডি প্রুফ দিতে হবে। ৩. ক্রেতাকে অ্যাড্রেস প্রুফ দিতে হবে। ৪. অ্যাসিড বিক্রেতার লাইসেন্স থাকা প্রয়োজন।

সলমনের বাবার ধমক খেলেন জ্যাকলিন

আগে হিন্দি শিখে এসো, তারপর না হয় উর্দু ! সলমন খানের বাবা সেলিম খানের কাছে ধমক খেয়ে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থা জ্যাকলিনের ! ভাবতে পারছিলেন না, ঠিক কী মন্তব্য করবেন। কী বললে, রাগি সেলিম খানের রাগ একটু হলেও গলবে। তবে কিছু বলার থেকে পুরো ব্যাপারটা হজম করে ফেললেন জ্যাকলিন ।গপ্পোটা হল, ২০০৯সালে ''আলাদিন'' ছবিদিয়ে বলিউডে পারাখেন জ্যাকলিন ।ছবিটি ফ্লপ করলেও, সুন্দরী জ্যাকলিন কিন্তুনজর কাড়েন ।তারপর একে একে ''কিক'' ও ''রেস থ্রি''। সলমনের সঙ্গেজুটি বাঁধার পরথেকেই খান পরিবারের ঘনিষ্ঠে আসেন জ্যাকলিন। এমনকী, গুঞ্জনেছিল সলমনের সঙ্গেনাকি প্রেম প্রেমসম্পর্কও জ্যাকলিনের ।তবে প্রথম থেকেই হিন্দি ভাষা নিয়ে সমস্যা রয়েছে জ্যাকলিনের। বহুবার সলমনেরবলার পরও নাকিহিন্দি ভালো করারব্যাপারে মন দেননিতিনি। শোনাগিয়েছে, জ্যাকলিনের হিন্দিনিয়েও কিছুটা বিরক্তসলমনের বাবা সেলিম। জ্যাকলিন যেইউর্দু শেখার ইচ্ছেপ্রকাশ করেছেন অমনি নাকি ক্ষেপে গিয়ে নায়িকাকে ধমক দিয়েছেন সেলিম !

চোখকে সুস্থ রাখতে চান?

কিভাবে ভালো রাখবেন আপনার চোখ তা জেনে নেওয়া যাক- ১) বেশিরভাগ অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ''নাইট মোড'' বা ''ওয়ার্ম মোড'' বলে একটি অপশান থাকে ।এই অপশনটি অন করলেই ফোনের স্ক্রিন হলদেটে হয়ে যায় ।এর ফলে স্ক্রিন থেকে বের হওয়া ক্ষতিকর নীল রশ্মির পরিমাণ কম থাকে। কোনও কোনও কম্পিউটারের স্ক্রিনেও থাকে এই ওয়ার্ম মোড ।২) ট্রেনে বাসে প্রতিদিন অনেকে যাতায়াত করেন ।ট্রেন-বাসের হাতলে, সিটে প্রচুর পরিমাণে জীবাণু থাকে ।সিট বা হাতলে হাত দেওয়ার পর সেই হাত ভুলেও চোখে দেবেন না ।হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত মুছে অথবা বাড়ি ফিরে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে তবেই চোখে হাত দেবেন ।৩) দিনে বেশ কয়েকবার চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিন। বাইরে থেকে এসে অথবা কম্পিউটারে বসে একটানা কাজের করার ফাঁকে চোখে জলের ঝাপটা দিন। কয়েকদিন নিয়মিত করলেই উপকার টের পাবেন ।৪) চোখ সুস্থ রাখতে নজর দিন আপনার খাদ্যাভ্যাসেও। রোজ খাবার পাতে রাখুন প্রচুর শাক-সবজি। ভিটামিন ঙ চোখের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ঙ আছে এমন কয়েকটি খাবার হল- রাঙা আলু, গাজর, পালং শাক, ব্রকোলি, লাল শাক, ক্যাপসিকাম, কমলালেবু, টম্যাটো, পেঁপে, পাকা আম ইত্যাদি।

ফের ফিজিতে আঘাত হানতে চলেছে ঘূর্ণিঝড়, প্রস্তুত বিপর্যয় মোকাবেলা দল

সুভা, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.): ফের ঘূর্ণিঝড়ের সম্মুখীন হতে চলেছে দ্বীপ রাষ্ট্র ফিজি ঊ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানতে পারে বলে জানিয়েছে ফিজি আবহাওয়া দফতর।ফলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের এ দ্বীপ রাষ্ট্রে দুর্যোগ বিপর্যয় মোকাবেলা দলকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ফিজির উত্তরাঞ্চলীয় রটুমা দ্বীপে প্রবল বাতাস ও প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়, ঝড়টি শুক্রবার দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বীপ ভানুয়া লেভু অতিক্রম করতে পারে।'ফিজিতে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এতে প্রত্যেককে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে এবং নিজেদের এবং নিজের পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রত্যেককে সাবধান থাকতে বলা হয়ছে।'

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দফতরের মাধ্যমে অবহিত হওয়ার পর এক বিবৃতিতে সরকার জানায়, 'আমরা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। এতে ক্ষতির মুখে পড়া ফিজির প্রত্যেক নাগরিককে সহায়তায় আমরা প্রস্তুত রয়েছি।'

উল্লেখ্য, বড়দিনের পরপরই ফিজিতে গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় সাড়াই আঘাত হানে। এতে দু'জনের প্রাণহানি ঘটে এবং আড়াই হাজারের বেশি লোক জরুরি আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান নেয়। তিন সপ্তাহের কম সময়ের ব্যবধানে ফের ঘূর্ণিঝড়ের হুমকির মুখে ফিজি।

চাঙ্গা শেয়ারবাজার, উর্ধমুখী সেনসেক্স ও নিফটি

মুম্বাই, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.) : আমেরিকা ও চিনের মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হতেই রেকর্ড করল সেনসেক্স। বৃহস্পতিবার বাজার খুলতেই সেনসেক্স ৪২০০০ এর ঘর ছাড়িয়ে যায়। রেকর্ড করেছে নিফটিও।

এদিন সেনসেক্স ১২৭.৬৫ শতাংশ বেড়ে ৪২০০৯.৯৪ এর ঘরে পৌঁছে যায়। পরে তা সামান্য নেমে পৌঁছায় ৪২০০০.৩৮ এর ঘরে। নিফটি ২৮.৪৫ পয়েন্ট বেড়ে ১২৩৭৭.৮০ এর ঘরে পৌঁছায়। এদিন যে কোম্পানিগুলির শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি বেড়েছে, তার মধ্যে আছে সান ফার্মা। তার শেয়ারের দাম ১.৩০ শতাংশ বেড়েছে। পাশাপাশি নেসলে ইন্ডিয়া, এইচইউএল, কোটাক ব্যাঙ্ক, আলট্রাটেক সিমেন্ট, বাজাজ অটো এবং ভারতী এয়ারটেলের শেয়ারের দামও বেড়েছে।

এর পাশাপাশি যে কোম্পানিগুলির শেয়ারের দর কমেছে, তার মধ্যে আছে ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক, টাটা স্টিল, এনটিপিসি, টাইটান, মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা, টেক মাহিন্দ্রা, ওএনজিসি এবং এশিয়ান পেন্টস। পর্যবেক্ষকদের মতে, আমেরিকা ও চিনের মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হতে বিশ্ব জুড়ে বিনিয়োগকারীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। টোকিও এবং সাংহাইতেও এদিন শেয়ার বাজার যথেষ্ট তেজি ছিল। আমেরিকায় ওয়াল স্ট্রিটেও সূচক উঠেছে বেশ খানিকটা। অপরিশোধিত তেলের দাম ০.৬১ শতাংশ বেড়েছে। প্রতি ব্যারেলের দাম এখন ৬৪.৩৯ মার্কিন ডলার। স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে দেওয়া তথ্যে জানা গিয়েছে, এদিন বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা মোট ২৭৯.৫৩ কোটি টাকার ইকুইটি কিনেছেন। অন্যদিকে দেশীয় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা বিক্রি করেছেন ৬৪৮.৩৪ কোটি টাকার শেয়ার।

নারদ পাড়া এডিসি ভিলেজের জলাশয় পরিদর্শন করেন বনদপ্তরের পিসিসিএফ অলিন্দ রোস্তোগি। ছবি- নিজস্ব।

দূষণ বাড়ছে ক্রমশ, মুখ্য সচিবকে ডেকে পাঠাল পরিবেশ আদালত

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.): শহরে বায়ু দূষণ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। প্লাস্টিক আবর্জনার পাশাপাশি বায়ুতে ধূলিকণার পরিমাণ বাড়ছে তা বলাই বাহুল্য। তবে দূষণ নিয়ন্ত্রণের রাজ্যের ভূমিকা সদর্থক নয়। তেমনটাই মনে করে জাতীয় পরিবেশ আদালত বা ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল। ঠিক সেই কারণেই মুখ্য সচিব রাজীব সিনহাকে ডেকে পাঠাল জাতীয় পরিবেশ আদালত। দূষণ রোধে রাজ্য কী কী ভূমিকা নিয়েছে বা আগামীদিনে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে সে বিষয়ে জানতেই মুখ্যসচিবকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। এই সম্পূর্ণ বিষয়ে অবশ্য বিস্তারিত রিপোর্ট আদালতের কাছে জমা করতে হবে রাজীব সিনহাকে।

কলকাতা-হাওড়া যে পরিমাণ বেড়েছে তাতে পরিস্থিতি উদ্বেগজনক বলে মনে করছে জাতীয় পরিবেশ আদালত। চোখ যেভাবে রাজ্যকে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছিল দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তার কোনোটাই মারা হয়নি রাজ্যের তরফ। গরমকালে তুলনায় শীতকালে বেশি থাকায় বাতাসে মিশে দূষণের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি করে। পাশাপাশি যানবাহনের ধোঁয়া নির্মাণ স্থলের দূষণ এবং জ্বালানি ও কলকারখানার দূষণ সে পাল্লা ভারী করে। ঠিক এই কারণেই গত বছর নির্দেশ পালন না করায় ৫ কোটি টাকার জরিমানা দিতে হয়েছিল রাজ্যকে।

জাতি ও পরিবেশের আদালতের অভিযোগ সেই নির্দেশ অনুসারে রাজ্যকে বায়ু দূষণের সমীক্ষা করতে বলা হয়েছিল রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ তা করেনি।

পুরনো গাড়ি বাতিলের বদলে ধীরে ধীরে ক্রমশই নির্মাণ স্থল কলকারখানার দূষণ কয়েক মাত্রা বেড়ে গিয়েছে। এর সাথে যোগ হয়েছে গঙ্গায় বিভিন্ন আবর্জনা ফেলা ও প্লাস্টিক দূষণ। যার ফলে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে জাতীয় পরিবেশ আদালত। শহরকে সৌন্দর্যায়ন এর ক্ষেত্রে রাজ্যে যে টাকা পাঠানো হয় সেই অনুদান সময় মত পৌছে গেলেও সৌন্দর্যায়নের কাজ হয়নি বিন্দুমাত্র। পরিবেশবিদদের মতে, শহরের নোংরা জল নিকাশি নালার মাধ্যমে পড়ছে তাতে গঙ্গা ক্রমশ দূষিত হয়েছে।গঙ্গার তীরে গড়ে ওঠা শহর যেমন কলকাতা, হাওড়্ বালি, বাঁশবেড়িয়্ বারাকপুর সহ কাঁচরাপাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই গঙ্গা সৌন্দর্যায়ন করতে গিয়ে গঙ্গার কোন ক্ষতি হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে জানতে চেয়েছে জাতীয় পরিবেশ আদালত।

৩১ জানুয়ারি এবং ১ ফেব্রুয়ারি ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক, গ্রাহক ভোগান্তির আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.): নতুন বছরের শুরুতেই ফের ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাকঊ বেতন কাঠামো পুনর্বিন্যাসের দাবিতে আগামী ৩১ জানুয়ারি (শুক্রবার) এবং ১ ফেব্রুয়ারি (শনিবার), পরপর দু'দিন ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনঊ ৩১ জানুয়ারি এবং ১ ফেব্রুয়ারি ছাড়াও মার্চ মাসের ১১, ১২ এবং ১৩ তারিখ, পরপর ৩ দিন ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনঊ ৯টি ব্যাঙ্ক কর্মী এবং অফিসারদের সংগঠনও ধর্মঘটে সামিল হতে পারেঊ ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের জেরে বিঘ্নিত হতে পারে ব্যাঙ্কিং পরিষেবাঊ এটিএম পরিষেবাও বিঘ্নিত হতে পারেঊ ভোগান্তিতে পরবেন গ্রাহকরাঊ ৩১ জানুয়ারি এবং ১ ফেব্রুয়ারি, পরপর দু'দিন ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের পরবর্তী দিন রবিবার হওয়ায় সে দিনও বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক, ফলে ভোগান্তি আরও বাড়বেঊ রাষ্ট্রায়ত্ত ছাড়াও বেসরকারি ব্যাঙ্কও ধর্মঘটের আওতায় রয়েছে।

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বেতন কাঠামো পুনর্বিন্যাসের দাবিতে, যা ২০১৭ সালের ১ নভেম্বর থেকে আটকে রয়েছে, এই দাবিতে আগামী ৩১ জানুয়ারি এবং ১ ফেব্রুয়ারি ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছেঊ এছাড়াও মার্চ মাসের ১১, ১২ এবং ১৩ তারিখ, পরপর ৩ দিন ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন।

ইরান-আমেরিকার বৈরিতা বিশ্বযুদ্ধে রূপ নিতে পারে, আলোচনার দাবি উদ্বিগ্ন পুতিনের

মস্কো, ১৬ জানুয়ারি(হি.স.) : উপসাগরীয় মধ্যপ্রাচ্যে ইরান-আমেরিকার মধ্যে তৈরি হওয়া সামরিক বৈরিতা বিশ্বযুদ্ধে রূপ নিতে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। বুধবার মস্কোতে সংসদের বার্ষিক অধিবেশনে বক্তৃতাকালে এ উদ্বেগের কথা জানান রুশ প্রেসিডেন্ট।

পুতিন বলেন, চলমান মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কট নিরসনে এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিতে গুরতর আলোচনা জরুরি। মানবজাতির বিকাশের প্রশ্নে এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পরমাণু অস্ত্রসমৃদ্ধ ৫ দেশ- রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, চিন, ফ্রান্স ও আমেরিকাকে দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি বলেন, '(উপসাগরীয় মধ্যপ্রাচ্যের) আঞ্চলিক সংঘর্ষ দ্রুত আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে। বিশ্বের শৃঙ্খলা রক্ষা, স্থিতি ও নিরাপত্তার জন্য ব্যাপক গুরুত্ব দিয়ে আলাপ-আলোচনা করা প্রয়োজন। যুদ্ধ বাঁধাতে পারে এমন কারণ নিরসনে পরমাণু অস্ত্রসমৃদ্ধ দেশগুলোকে কাজ করতে হবে।'

এর পরপরই রাশিয়া যে কোনও ধরনের যুদ্ধপরিস্থিতি মোকাবিলায় সক্ষম উল্লেখ করে পুতিন বলেন, মস্কো বর্তমানে নিরাপদ, কারণ আমাদের আছে সর্বাধুনিক অস্ত্র, যা আর কারও নেই। যদিও আমাদের আরও উন্নত অস্ত্র প্রস্তুত করতে হবে।

'তবে রাশিয়া কোনও দেশের জন্য হুমকি নয়। আগ্রহী যে কোনও মিত্রকে আমরা সহযোগিতা করতে চাই। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থেই আমাদের উন্নত অস্ত্র তৈরির কাজ চালিয়ে যেতে হবে।'

২০২৩ সালে মেঘালয়ে সরকার গঠন করবে বিজেপি, দাবি রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এএল হেকের

শিলং (মেঘালয়), ১৬ জানুয়ারি (হি.স.) : আগামী ২০২৩ সালে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হয়ে মেঘালয়ে সরকার গঠন করবে বিজেপি। এই অঙ্গীকার করেছেন রাজ্যের জোট সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এএল হেক।

মেঘালয় বিজেপি-র নবনির্বাচিত সভাপতি আর্নেস্ট মাউরিকে শুভেচ্ছা প্রদান অনুষ্ঠানে মন্ত্রী হেক এই দাবি করে বলেছেন, 'আগামী দিনে নয়া সভাপতি আর্নেস্ট মাউরির নেতৃত্বে রাজ্যে আরও মজবুত হবে বিজেপি। তাঁর নেতৃত্বে দলকে গ্রাম পাহাড়ে নিয়ে যাব। রাজ্যের কোণায় কোণায় বিজেপি-র পদ্মফুল সংবলিত পতাকা উত্তোলনে সক্ষম হব আমরা। তাই আমার আশা ও বিশ্বাস, আগামী ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠন করতে সক্ষম হবে।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ৬০ আসনের মেঘালয়ে এনডিএ-র অন্তর্ভুক্ত 'মেঘালয় ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স' সরকার চলছে। ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি) নেতৃত্বাধীন কনরাড সাংমা সরকারে বিজেপি-র সদস্য সংখ্যা দুই। তাঁদের একজন এএল হেক এবং অন্যজন দক্ষিণ শিলঙের বিধায়ক শানবর শুলাই।

এদিকে মেঘালয়ে বিজেপির নতুন প্রদেশ সভাপতি নির্বাচনের পর দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক তথা প্রভারী সুনীল দেওধর আর্নেস্ট মাউরি এবং এএল হেককে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিজেপি-র জনজাতি এবং খ্রিস্টানদের কাছে এক পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি বলে মন্তব্য করেছেন।

বাসের সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে, আহত ২৪ জন

মুম্বই, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.) : যাত্রীবোঝাই বাসের সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম ১৭জন কলেজ পড়ুয়া সহ ২৪। বৃহস্পতিবার সকালে মহারাষ্ট্রের রায়গড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে উদ্ধার করা হয়েছে।

দেশের বাণিজ্যনগরী মুম্বই থেকে ৯৫ কিলোমিটার দূরে রায়গড় জেলার নাগোথানেতে সকাল ৮টা ৩০মিনিট নাগাদ রাজ্য পরিবহণ নিগমের বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় একটি পণ্যবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। বাসটি মুম্বই থেকে অলিবাগের দিকে যাচ্ছিল। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে ট্রাকের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাওয়ার ফলেই এই দুর্ঘটনা। আহতদের স্থানীয় হাসপালতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাদের নভি মুম্বইয়ের এমজিএম হাসপাতালের নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বৃষ্টিস্নাত রাজধানী দিল্লি, অব্যাহত বায়ুদূষণ

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.) : বৃষ্টিপাত দিয়ে বৃহস্পতিবার সকালটা শুরু করল রাজধানী দিল্লি। শহরের একাধিক জায়গা বিক্ষিপ্ত বারিধারা ঝরে পড়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। এদিন সকালে রাজধানীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি।দিল্লি সাফদারজং এবং পালাম এলাকায় ০.৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। সকাল ৮টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত বাতাসে আপেক্ষিক আদ্রতার পরিমাণ ছিল ৯৭ শতাংশ। এদিন বিকেলে শিলাবৃষ্টির হতে পারে বলে পূর্বাভাষ। সকালে বৃষ্টিপাতের ফলে তৈরি হওয়া খারাপ আবহাওয়ার জেরে ব্যাহত হয়েছে ট্রেন চলাচল। কম দৃশ্যমানতার জেরে নির্ধারিত সময়ের থেকে দেরিতে চলছে ১২টি ট্রেন।সকাল ৯টা ৩০মিনিট রাজধানীর এয়ার কুয়ালিটি ইনডেক্স ছিল ২৭২। বৃষ্টিপাতের ফলে বায়ু দূষণের মাত্রার ব্যাপকতার কোন পরিবর্তন হয়।

কেরলে শাসকদলের সঙ্গে রাজ্যপালের বিরোধিতা প্রকাশ্যে

তিরুবনন্তপুরম, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন(সিএএ) সহ একাধিক বিষয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে তরজায় জড়ালেন রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান।

সিএএ নিয়ে দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে কেরলের রাজ্য সরকার। গোটা বিষয়টি তাঁকে অন্ধকারেই রেখেই করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান। এদিন তিনি বলেন, 'রাজ্য সরকারের সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া নিয়ে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু প্রথমে রাজ্য সরকারকে জানানো উচিত ছিল। সাংবিধানিক প্রধান হওয়া সত্বেও বিষয়টি আমায় সংবাদপত্র পড়ে জানতে হয়েছে। আমি রাবার স্ট্যাম্প নই।'

কেরল সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করে তিনি জানিয়েছেন, এতে করে সৌজন্য এবং প্রোটোকল(নিয়মভঙ্গ) করা হয়েছে। হুঁশিয়ারি দিয়ে দিয়ে আরিফ মহম্মদ খান জানিয়েছেন, রাজ্যপালের সম্মতি ছাড়া রাজ্য সরকার আদৌ সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারে কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে সম্প্রতি সিএএ-র বিরুদ্ধে সর্বসম্মতিক্রমে কেরল বিধানসভা প্রস্তাব পাশ করিয়েছে কেরলের এলডিএফ সরকার।

রাজ্যে স্বয়াত্বশাসনের ফাইলের সই করা নিয়ে যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে আরিফ মহম্মদ খান জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট ভাবনা চিন্তার রয়েছে।

নীতীশের নেতৃত্বেই হবে বিহার বিধানসভা নির্বাচনের লড়াই : অমিত শাহ

বৈশালী (বিহার), ১৬ জানুয়ারি (হি.স.): নীতীশ কুমারের নেতৃত্বেই বিহার বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এনডিএঊ বিজেপি এবং জেডি (ইউ)-র জোট অটুট রয়েছেঊ কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী এবং বিহারে নীতীশ কুমারই এনডিএ-র নেতৃত্ব করবেনঊ বৃহস্পতিবার বিহারের বৈশালী জেলায় 'জন জাগরণ অভিযান' জনসভায় এমনই দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহঊ বৃহস্পতিবার বিহারের বৈশালী জেলায় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) ২০১৯-এর প্রেক্ষিতে 'জন জাগরণ অভিযান'-এর অন্তর্গত জনসভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহঊ এদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'মুসলিম ভাইদের আমি বলতে চাই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন আপনারা পড়ুন, এ কথা বলতেই আমি এখানে এসেছিঊ জনগণকে বিভ্রান্ত করবেন না রাহুল বাবা এবং লালু প্রসাদ, আমি একথা বলতেও এখানে এসেছিঊ মমতা দিদি এবং কেজরিওয়াল জি আপনারাও জনগণকে বিভ্রান্ত করবেন নাঊ' আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনের লড়াই হবে নীতীশ কুমারের নেতৃত্বেই, বিজেপি এবং জেডি (ইউ) একসঙ্গেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেঊ এই দাবি করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'সমস্ত জল্পনাকে আমি বিশ্রাম দিতে চাই, বিহারে পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনের নেতৃত্বে দেবেন নীতীশ কুমারইঊ বিজেপি এবং জেডি (ইউ) একসঙ্গেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)-এর প্রেক্ষিতে দেশজুড়ে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ জারি রয়েছেঊ ঘটছে হিংসাত্মক ঘটনাওঊ সিএএ-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অব্যাহত রেখেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির অনেকেইঊ বিজেপির মতে, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির বিক্ষোভ-প্রতিবাদের কারণেই বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে জনগণের মধ্যেঊ ক্ষোভ বাড়ছে জনমানসেঊ জনগণের বিভ্রান্তি দূরতে 'জন জাগরণ অভিযান' শুরু করেছে বিজেপিঊ বৃহস্পতিবার বিহারের বৈশলী জেলার খরৌনা পোখর-এ আয়োজিত সভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'তোষণ, জাতপাত এবং পরিবারতন্ত্রের কারণে আমাদের দেশের রাজনীতি দুর্বল হয়ে পড়েছিলঊ মোদীজী ২০১৪ সালের পর থেকে তোষণ, জাতপাত এবং পরিবারতন্ত্রকে সমাপ্ত করার কাজ করেছেনঊ' অমিত শাহ বলেছেন, কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি সিএএ নিয়ে দেশে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেঊ অনেক জায়গায় কংগ্রেস দাঙ্গা করিয়েছেঊ লালু প্রসাদ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাহুল গান্ধীর নাম করেই অমিত শাহ বলেছেন, 'মুসলিম ভাইদের আমি বলতে চাই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন আপনারা পড়ুন, এ কথা বলতেই আমি এখানে এসেছিঊ জনগণকে বিভ্রান্ত করবেন না রাহুল বাবা এবং লালু প্রসাদ, আমি একথা বলতেও এখানে এসেছিঊ মমতা দিদি এবং কেজরিওয়াল জি আপনারাও জনগণকে বিভ্রান্ত করবেন নাঊ মোদীজী পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে নিপীড়িত অ-মুসলিম সংখ্যালঘু, অর্থাতহিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিস্টান এবং পারসি ধর্মাবলম্বী মানুষজনকে নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্যই সিএএ বানিয়েছেঊ এই আইন নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্যঊ কারও নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য নয়ঊ' কংগ্রেসকে আক্রমণ করে অমিত শাহ বলেছেন, 'রাজস্থানে কংগ্রেস নিজেদের নির্বাচনী ইস্তেহারে পাকিস্তান থেকে আসা হিন্দুদের নাদরিকত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলঊ এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সিএএ চালু করে নাগরিকত্ব দেওয়ার কাজ করছেন।

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রসঙ্গ উত্থাপণ করে অমিত শাহ বলেছেন, তিন বছর আগে সেখানে (জেএনইউ) 'ভারত তেরে টুকড়ে হোঙ্গে' স্লোগান উঠতঊ কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি এবং মমতা দিদি এখন তাঁদেরই পক্ষেঊ জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'বহু বছর ধরে আটকে থাকা দেশের স্বার্থের বিষয়গুলি স্পর্শ করতেই সবাই ভীত ছিলঊ কিন্তু, মোদীজী ৭০ বছর ধরে আটকে থাকা সমস্যাগুলি সমাধানের কাজ করেছেনঊ' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাবি করে বলেছেন, 'গান্ধীজী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁরা কী সাম্প্রদায়িক ছিলেন? নেহরু, সরদার প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রত্যেকেই শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলেছিলেন, কিন্তু শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্কের ভয়ে কংগ্রেসের সেই সমস্ত কাজ করেনিঊ মোদীজী শরণার্থীদের সম্মান রক্ষা করেছেনঊ' কারও নাম না করেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন বলেছেন, কিছু মানুষ গুজব ছড়াচ্ছে যে এনডিএ-তে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ রয়েছেঊ বিভ্রান্তি দূর করা উচিত তাঁদেরঊ এনডিএ-র জোট অটুটঊ কোনও ধরনের আশঙ্কার অবকাশ নেইঊ এদিনের জনসভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কংগ্রেসকেও আক্রমণ করেছেন অমিত শাহঊ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, 'নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সম্পর্কে ভুল বক্তব্য উপস্থাপিত করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কংগ্রেসঊ' বিরোধী দলগুলিকে নিশানা করে অমিত শাহ বলেছেন, বিরোধী দলগুলি পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছে।

এবার 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতি নিতে চায় কেন্দ্র, ঘোষণা অনুরাগ সিং ঠাকুরের

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.) : 'লুক ইস্ট' নয়, আমরা এবার 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতি নিতে চাই। বৃহস্পতিবার কলকাতায় এই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট অ্যাফিয়ার্স প্রতিমন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স ও কিছু বণিকসভার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক আলোচনাচক্রে তিনি বলেন, এতদিন আমরা অর্থনীতি ও আর্থিক ক্ষেত্রে পূর্ব ভারতকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলতাম। এবার সে ব্যাপারে প্রকৃত সক্রিয় হতে চাই।

এদিন সম্মেলনে তিনি বিভিন্ন বণিকসভার প্রতিনিধিদের কাছ থেকে তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ সুপারিশ শোনেন। এরপর বলেন, "কেন্দ্রীয় বাজেট এসে গিয়েছে। এমন নয়, এই একবার আপনাদের সুপারিশ শুনলাম। যখন আপনারা মনে করবেন নর্থ ব্লকে আপনারা জানাবেন আপনাদের সুপারিশ। জাতীয় পর্যায়ে কলকাতার একটা বড় ভূমিকা আছে। এটাকে আমরা মান্যতা দিতে চাই।"

অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেন, দেশের উন্নয়নে করদাতাদের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, করদাতাদের যেন যথেষ্ট সম্মান করা হয়। তাঁদের যেন হেনস্থা না হতে হয়। নোটবন্দী নিয়ে অনেক কথা হয়েছিল। কিন্তু এর পর করদাতার সংখ্যা ৭ কোটি থেকে বেড়ে সাড়ে এগারো কোটি হয়েছে। তবে, কর ব্যবস্থার আরও সংস্কার দরকার। আলোচনাচক্রে সমবেতদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, করদাতাদের অভিনন্দন জানিয়ে আপনারা একটু করতালি দিন।

অনুরাগ সিং ঠাকুর এ দিন বলেন, প্রধানমন্ত্রী যখন ২০২৫-এর মধ্যে পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেন, অনেকে প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু গত এক বছরে এক ট্রিলিয়ন ডলারে আমরা পৌঁছোতে পেরেছি। গত পাঁচ বছরে সরকার-ঘোষিত সব লক্ষ্যমাত্রাই আমরা পূরণ করতে পেরেছি। পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রাও আমরা পূরণ করতে পারব। ইনসলভেন্সি অ্যান্ড বাঙ্ক্রাপ্টসি আইন রূপায়ণ মোদী সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড বাঙ্ক্রাপ্টসি আইনের দৌলতে ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়বে বলে এদিনের অনুষ্ঠানে মন্তব্য করেছেন এমসিসিআই-এর সভাপতি বিবেক গুপ্তা। এই সঙ্গে বিবেকবাবু বলেন, "এর রূপায়ণের গতি আরও বাড়ানো দরকার। ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনালের তথ্যে দেখা যাচ্ছে গত ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাদের কাছে ১৯,৭৭১টি মামলা বিচারাধীন। এর মধ্যে ১০,৮৬০টি ইনসলভেন্সি অ্যান্ড বাঙ্ক্রাপ্টসি আইনের অধীন।

বিবেকবাবু বলেন, ২০০৭ সালে ভারত ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সফল হয়েছে। ২০১৯-এ ২,৭ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির দেশ হয়েছে ভারত। বিশ্বব্যাঙ্কের 'ইজ অফ ডুইং বিজনেস' তালিকায় ভারত ১৪০-তম স্থান থেকে ৬৩-তম স্থানে উন্নীত হয়েছে। তবে, ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির (নমিনাল জিডিপি) হার ৬,১ শতাংশ থেকেকমে চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে কমে হয়েছে ৪,৫ শতাংশ। ভারত ২০২৫-এর মধ্যে ৫ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছোনোর পথে অনেক বাধা রয়েছে। নীতি আয়োগের সিইও-র মতে, ওই লক্ষ্যে পৌঁছোতে গেলে প্রবৃদ্ধির (নমিনাল জিডিপি) হার ১২,৪ শতাংশ হওয়া দরকার।

অনুষ্ঠানে অন্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি মাধব সুরেখা, এশিয়ার প্রাচীনতম বণিক সংগঠন ক্যালকাটা চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি মাধব সুরেখা, অ্যাসোসিয়েশন অফ কর্পোরেট অ্যাডভাইসার্স অ্যান্ড এক্সিকিউটিভসের সভাপতি জিতেন্দ্র লোহিয়া, ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নরেন্দ্র কুমার গোয়েল। অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ জানান, এমসিসিআইয়ের স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান অরবিন্দ।

ফের তিন বছরের জন্য বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি হলেন দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.) : প্রত্যাশামত আগামী তিন বছরের জন্য পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি হিসাবে মনোনীত হলেন দিলীপ ঘোষ। সর্বসম্মতিক্রমে এই মনোনয়নের পর বৃহস্পতিবার কলকাতায় দলের এক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে মুরলী ধর রাও দিলীপবাবুর নাম ঘোষণা করেন।

নাগরিকপঞ্জি আর সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে অনেকদিন ধরেই সরব দেশের বুদ্ধিজীবী মহল। বঙ্গ বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ সম্প্রতি রাজ্যের বিদ্বজ্জনদের ঠুকেছেন। বলেছেন, "বিশিষ্টরা নির্বোধ, নেমকহারাম"। ঝাড়খন্ড বিধানসভা নির্বাচনী ফলাফলের পর বিজেপিকে 'রাম' কটাক্ষ করেছিলেন। তাঁর এ ধরণের নানা বিতর্কিত উক্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল ফের তাঁকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গে দলের দায়িত্ব দেবেন কিনা। দলের রাজ্য সহ সভাপতি চন্দ্র কুমার বসু প্রত্যক্ষভাবে এবং অপর কিছু নেতাও পরোক্ষে তাঁর বিরোধিতা করছিলেন। কিন্তু দলের নেতৃত্ব এ সবে আমল না দিয়ে দিলীপবাবুকেই ফের রাজ্যে দলের দায়িত্ব দিলেন। বৃহস্পতিবার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আয়োজিত রাজ্য বিজেপির সংগঠন পর্ব বৈঠকে পরবর্তী সভাপতি হিসাবে ফের দিলীপ ঘোষের নাম ঘোষণা করা হয়। শংসাপত্র তুলে দেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুরলীধর রাও। দিলীপ ঘোষকে মালা পরিয়ে অভিনন্দন জানান রাজ্য নেতারা। জানা গিয়েছে, সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত দিলীপ ঘোষ। দিলীপের সেকেন্ড ইনিংসে উচ্ছ্বসিত রাজ্য বিজেপির নেতা-কর্মীরা।

দলীয় সূত্রের খবর, সভাপতি পদে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন দিলীপ ঘোষই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্য নেতৃত্বের নির্বাচনী পর্যবেক্ষক কিরেন রিজিজু দিলীপ ঘোষের মনোনয়ন জমা নেন বিজেপির রাজ্য দফতরে। মনোনয়নে স্বাক্ষর করেন দিলীপবাবু। শেষ পর্যন্ত কোনও মনোনয়ন আর জমা পড়েনি বলে তিনিই ফের সভাপতি হলেন রাজ্য বিজেপির। এই বিষয়ে বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, 'কর্মীদের জন্য লড়াই করেছেন ১৮ জন সাংসদ। সবাইকে ধন্যবাদ। এবার বাকি কাজ শেষ করব।

দশ দিনে পরলো সিএএ-র বিরুদ্ধে পার্ক সার্কাসের অবস্থান বিক্ষোভে

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.): গত ৬ জানুয়ারি থেকে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও এনআরসি-র প্রতিবাদে পার্ক সার্কাস ময়দানে অবস্থানে বিক্ষোভে সামিল বহু সংখ্যালঘু মহিলারাঊবলা যেতে পারে শাহবাগের চিত্র নিয়েছে কলকাতার পার্ক সার্কাসঊ বৃহস্পতিবার দশ দিনে পরলো পার্ক সার্কাসের অবস্থান বিক্ষোভঊ

ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে পার্কসার্কাসে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল আট থেকে আশির কয়েকশো সংখ্যালঘু মহিলা।প্রতিবাদীদের সংখ্যা গিয়ে দাড়িয়েছে ২০০ জনেরও বেশি ঊ বয়সেরও কোনো বাঁধা না মেনে প্রতিবাদে সামিল বহু মহিলা ঊ কেউ কেউ পরিবারের জন্য রান্না, করে সন্তানদের স্কুলে পাঠিয়ে ঘরের কাজ সেরে রোজই যোগ দেন পার্ক সার্কাসের অবস্থান বিক্ষোভেঊপ্রতিবাদকারীদের কারুর হাতে জাতীয় পতাকা আবার কারুর হাতে ব্যানার কারুরু হাতে পোস্টার। মুখে রয়েছে স্লোগান। কেউ এসেছেন সদ্য হাঁটতে শেখা সন্তানের হাত ধরে কেউবা কোলে শিশু নিয়ে।সবার মুখে একটাই স্লোগান সিএএ, এনআরসি মানছি না, মানব না। পাশাপশি স্লোগান তুলেছে শিশুরাওঊ স্লোগানে স্লোগানে উতপ্ত পার্ক সার্কাসের গোটা চত্বরঊ

উল্লেখ্য,দিল্লির শাহিনবাগে এক মাসের বেশি সময় ধরে বহু নারী সিএএ'র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছেন।শাহিনবাগের অনুকরণে ভারতের বিভিন্ন অংশে এমন প্রতিবাদ হচ্ছে।

অসমের ছাত্র সংস্থা আসু আগামী ফেব্রুয়ারিতে গড়বে আরেকটি রাজনৈতিক দল

গুয়াহাটি, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.) : নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন (সিএএ)-কে কেন্দ্র করে রাজ্যের প্রথম আঞ্চলিক দল অসম গণ পরিষদ (অগপ)-এর কার্যকলাপে বেজায় অসন্তুষ্ট অসমের অন্যতম প্রথমসারির ছাত্র সংগঠন সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু)। সিএএ-র বিরুদ্ধে আসু-র আন্দোলনে সমর্থন করছে না অগপ। তাই অসমিয়া আবেগকে ধরে রাখতে বিকল্প হিসেবে নয়া ইতিহাস রচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ছাত্র সংস্থা আসু।

৩৫ বছরের দীর্ঘ যাত্রার পর এবার আরেকটি রাজনৈতিক দলের বীজ বপণের দিকে এগোচ্ছে ছাত্র সংগঠনটি। খোদ আসু সভাপতি দীপাংককুমার নাথ নয়া রাজনৈতিক দল গঠনের কথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, রাজ্যবাসীর ইচ্ছায় বিকল্প হিসেবে এই পদক্ষেপ আগামী ফেব্রুয়ারির পর থেকে নেওয়া হবে। তাঁর ভাষায়, 'অসমের মানুষ বার বার বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির কথা বলছেন। তাই সব কিছু বিবেচনা করে ফেব্রুয়ারি মাসের পর এই প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাব।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিদেশি বিতাড়নের নামে ছয় বছরের অসম আন্দোলনের পর ১৯৮৫ সালে অসম গণ পরিষদ (অগপ)-এর জন্ম দিয়েছিল এই আসু-র তদানীন্তন ছাত্রনেতারা। এর পর দু-বার ছাত্রনেতা থেকে রাজনেতা প্রফুল্লকুমার মহন্তের নেতৃত্বে রাজ্যের ক্ষমতায় ছিল অগপ। কিন্তু দলটি অবৈধ বাংলাদেশিদের শনাক্ত করে বহিষ্কার করার ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাব ব্যর্থ হয়েছিল। যার দরুন এবার বিজেপি জোট সরকারকে এনআরসি বা সিএএ-র মতো পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে।

আসু সভাপতি দীপাংক বলেন, আসু বিগত তিন দশকে বহু রাজনৈতিক নেতার জন্ম দিয়েছে। এই সময়কালে ছাত্র সংগঠনের দুই নেতা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, তাঁরা যথাক্রমে প্রফুল্লকুমার মহন্ত এবং সর্বানন্দ সনোয়াল। দুই মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও সংগঠনটির দুই ডজনের বেশি প্রাক্তন নেতা অগপ, কংগ্রেস ও বিজেপি সরকারের মন্ত্রী ছিলেন এবং বর্তমানে কার্যনির্বাহ করছেন। নাথের বক্তব্য, 'সিএএ-র বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োজনবোধ করছেন বুদ্ধিজীবী এবং শিল্পীসমাজ।'

জরুরী পরিষেবা

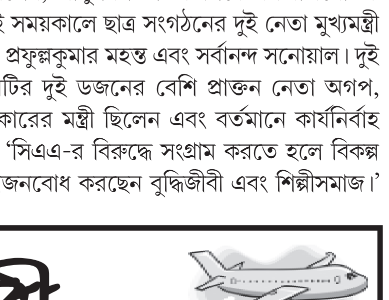

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সংবর্ধনা মঞ্চে থেকেও শাসক দলকে একহাত দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.)।। ফের একবার রাজ্য বিজেপি সভাপতি পদে নির্বাচিত পর সংবর্ধনা মঞ্চে আবারও ঘাসফুল শিবিরকে একহাত নিলেন দিলীপ ঘোষ। এদিন তিনি বলেন, ' বঙ্গের যে দুরাবস্থা তাতে গণতন্ত্রের হত্যা চলছে। নাগরিকত্ব আইন নিয়ে শাসক দল অপপ্রচার করছে তা বন্ধ করে সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে নাগরিকত্ব আইন সম্বন্ধে তাদের বোঝাতে হবে। রক্ত দিয়ে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যেতে হবে ঊ' ফের একবার রাজ্য বিজেপি সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন দিলীপ ঘোষ। সে কারণেই তাঁকে সংবর্ধনা দিতে বৃহস্পতিবার এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করল রাজ্য বিজেপি। এদিন বিজেপির সদর দফতরের সামনে ফুলমালা সহ ব্যান্ড বাজিয়ে দিলীপ ঘোষকে পুনরায় একবার সভাপতি পদে আহ্বান জানান বিজেপি সমর্থকরা।

এদিন দিলীপ ঘোষ মঞ্চে সংবর্ধনা নিয়ে জানান, 'প্রক্রিয়া অনুযায়ী আমাকে দ্বিতীয়বারের জন্য সভাপতি করা হয়েছে। এতে আমি কৃতজ্ঞ। পঞ্চায়েত থেকে পার্লামেন্ট প্রতিটি স্তরের মানুষ সাহায্য করেছে।' দীলিপবাবু আরও বলেন, 'বিভিন্ন স্তর থেকে যেমন মানুষ বিজেপিতে যোগ দিয়েছে তেমনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকেও বহু মানুষ এই দলে এসে যোগ দিয়েছেন'। সিএএ বা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে সংবর্ধনা মঞ্চে ও প্রচার অব্যাহত রাখলেন পুনরায় বঙ্গ বিজেপি সভাপতি পদে জয়ী দিলীপ ঘোষ। জানালেন, 'আমাদের সরকার উদ্বাস্তু মানুষদের জন্য নাগরিকত্ব আইন এনেছে। দায়িত্ব সাধারণ মানুষকে এই আইন সম্বন্ধে সজাগ করা।

জমা সিবিআইয়ের

● প্রথম পাতার পর

বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০২, ১২০(বি) এবং অস্ত্র আইনের ২৭(২) ধারায় আদালতে চার্জশিট জমা দিয়েছিল সিট। পশ্চিম জেলা ও দায়রা আদালতে ওই হত্যা মামলায় শুনানিও শুরু হয়েছিল। কিন্তু, ত্রিপুরায় সরকার বদল হওয়ার পর বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সাংবাদিক হত্যা মামলায় তদন্ত সিবিআই-এর হাতে তুলে দেয়। মামলা হাতে নিয়ে সিবিআই তদন্ত শুরু করে।

সিবিআই তদন্তে সুদীপ হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার দায়ে টিএসআর দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়নে ওই সময় কর্মরত অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট স্বরূপানন্দ বিশ্বাসকে গ্রেফতার করা হয়। সাংবাদিক সুদীপ দত্তভৌমিক হত্যাকাণ্ডে সমস্ত তদন্ত প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে সিবিআই পাঁচজনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০২, ১২০(বি) এবং অস্ত্র আইনের ২৭(২) ধারায় আদালতে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, টিএসআর দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট তপন দেববর্মা, তার দেহরক্ষী নন্দ কুমার রিয়াং এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট স্বরূপানন্দ বিশ্বাস বর্তমানে জেল হেফাজতে রয়েছেন। বাকি দুই অভিযুক্ত ধর্মেন্দ্র সিং এবং অমিত দেববর্মা জামিন পেয়েছে।

স্ত্রীকে খুন করলো স্বামী

● প্রথম পাতার পর

খুন করেছে বলে তার মার কাছে স্বীকারোক্তি দেয়। পরে সুনীল গোয়ালার মা এলাকাবাসীকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে ইটভাট্টার একটি পরিত্যক্ত ঘর থেকে গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। অভিযুক্ত স্বামী সুমন গোয়ালাকে গ্রেফতারের জন্য তল্লাশী চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রক্রিয়া অনলাইনে

● প্রথম পাতার পর

শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ জানিয়েছেন, বেসরকারি আইটি সংস্থা কলেজের ভরতি প্রক্রিয়া অনলাইনে করার যাবতীয় সমস্ত দায়িত্ব পালন করবে। তার জন্য তারা প্রতি ছাত্রপিছু ২৭ টাকা করে পাবে। সেই মর্মে চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তুতি চলছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরার ২২টি ডিগ্রি কলেজে ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে অনলাইনে হবে ভরতি প্রক্রিয়া।

তাঁর আরও দাবি, ভরতি প্রক্রিয়া অনলাইনে হলে অনেক জটিলতার আবাসন হবে। ছাত্রছাত্রীদের পছন্দ মতো কলেজ বাছাইয়ে পারদর্শিতা থাকবে। তিনি বলেন, ক্যাম্পাস ইএআই (এয়াই) ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড সংস্থাটি অনলাইনে ভরতি প্রক্রিয়ার প্রযুক্তিগত সহায়তা দেবে। তাদের সাথেই মউ স্বাক্ষরিত হবে। তাঁর কথায়, সংস্থাটির আইআইএম আহমেদাবাদ, বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় এবং নিউ মেক্সিকো স্টেট ইউনিভারসিটি ও অকল্যান্ড ইউনিভারসিটি-সহ বিভিন্ন নামি কলেজে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

তিলভুমে ট্রেনের ধাক্কায় হত যুবক

● প্রথম পাতার পর

পরিবারবর্গের হাতে সমঝে দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, স্বপন গোয়ালা কোনও কাজে রেলওয়ে ট্র্যাকের পাশ দিয়ে তাঁর বাড়ি থেকে তিলভুম রেলস্টেশনে আসছিলেন। কিন্তু সে সময় ধর্মনগর থেকে শিলচরগামী যাত্রীবাহী ট্রেনও আসছিল। তখনই চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় ধরাশায়ী হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় স্বপন গোয়ালার। পুলিশ অফিসার বলেন, আসলে মোবাইল ফোনই কাল হয়েছে স্বপনের। তাঁর কানে গোঁজা ছিল মোবাইলের ইয়ার ফোন। সে জন্য সম্ভবত পিছন থেকে ট্রেন আসছে টের পাননি।

এদিকে খবর পেয়ে বারইগ্রাম থেকে জিআরপিএফ-এর দল গিয়ে প্রাথমিক তদন্ত করে স্বপন গোয়ালার লাশটি উদ্ধার করে। পরে কাঁঠালতলি ফাঁড়ি পুলিশকে নিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠায় ডিআরপিএফ। আজই তাঁর স্বগ্রামে শেষকৃত্য সম্পন্ন করেছেন পরিবার ও গ্রামের মানুষ।

ধরলেন পবন

তিনের পাতার পর

জানিয়ে দিয়েছেন রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপি নেতা সুনীল দেওধর। সোমবার রাজধানী দিল্লিতে এসে বিজেপির কার্যকারি সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডার সঙ্গে দেখা করেছিলেন জনসেনা পার্টির সভাপতি পবন কল্যাণ।

ওদিন কার্যকারী সভাপতির বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন এক সময়ের দাপুটে অভিনেতা কল্যাণ। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপিড় সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষ, সাংসদ তেজস্বী সূর্য্য। বৈঠকটিকে সৌজন্য সাক্ষাৎ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন পবন কল্যাণ। অন্যদিকে রাজনৈতিক মহলের মতে আগামীদিনে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানার রাজনীতিতে বিজেপির সঙ্গে জোট বাঁধতে পারে পবন কল্যাণের দল। সেই জল্পনাই অবশেষে বাস্তব হল।

কারাগারে

তিনের পাতার পর

এলাকার পুনিছড়া এবং বিলটিলা অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে মোট পাঁচ জুয়াড়ি-সহ জুয়ার সামগ্রী যেমন থলা এবং নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করে পুলিশের অভিযানকারী দল।

এদিকে জুয়া দমন অভিযানে পুলিশের কর্তব্যে বাধার সৃষ্ট করতে কিছুটা চাপ এসেছিল। কিন্তু ফাঁড়ি ইনচার্জ বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা তাঁর কর্তব্য থেকে একচুলও নড়েননি। এমতাবস্তায় রূকণী গ্রাম পঞ্চায়েতের আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য দীনেশ রবিদাস জুয়াড়িদের ছাড়াতে পালংঘাট পুলিশ ফাঁড়িতে এসে ইনচার্জ রাভাকে চাপ দিতে থাকেন। পুলিশ অফিসার বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা দীনেশের চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে জুয়াড়িদের লকআপে পুরে দেন।

একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য দীনেশ রবিদাস কর্তৃক সমাজবিরোধীদের মুক্তির সুপারিশকে কেন্দ্র করে এলাকায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, চলছে জোর চর্চা। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, পাঁচ জুয়াড়িকে আদালতে সোপর্দ করার পর তাদের ঠাই হয়েছে জেল হাজতে।

অসমের ছাত্র সংস্থা আসু আগামী ফেব্রুয়ারিতে গড়বে আরেকটি রাজনৈতিক দল

গুয়াহাটি, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.) : নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন (সিএএ)-কে কেন্দ্র করে রাজ্যের প্রথম আঞ্চলিক দল অসম গণ পরিষদ (অগপ)-এর কার্যকলাপে বেজায় অসন্তুষ্ট অসমের অন্যতম প্রথমসারির ছাত্র সংগঠন সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু)। সিএএ-র বিরুদ্ধে আসু-র আন্দোলনে সমর্থন করছে না অগপ। তাই অসমিয়া আবেগকে ধরে রাখতে বিকল্প হিসেবে নয়া ইতিহাস রচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ছাত্র সংস্থা আসু।

৩৫ বছরের দীর্ঘ যাত্রার পর এবার আরেকটি রাজনৈতিক দলের বীজ বপণের দিকে এগোচ্ছে ছাত্র সংগঠনটি। খোদ আসু সভাপতি দীপাংককুমার নাথ নয়া রাজনৈতিক দল গঠনের কথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, রাজ্যবাসীর ইচ্ছায় বিকল্প হিসেবে এই পদক্ষেপ আগামী ফেব্রুয়ারির পর থেকে নেওয়া হবে। তাঁর ভাষায়, 'অসমের মানুষ বার বার বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির কথা বলছেন। তাই সব কিছু বিবেচনা করে ফেব্রুয়ারি মাসের পর এই প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাব।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিদেশি বিতাড়নের নামে ছয় বছরের অসম আন্দোলনের পর ১৯৮৫ সালে অসম গণ পরিষদ (অগপ)-এর জন্ম দিয়েছিল এই আসু-র তদানীন্তন ছাত্রনেতারা। এর পর দু-বার ছাত্রনেতা থেকে রাজনেতা প্রফুল্লকুমার মহন্তের নেতৃত্বে রাজ্যের ক্ষমতায় ছিল অগপ। কিন্তু দলটি অবৈধ বাংলাদেশিদের শনাক্ত করে বহিষ্কার করার ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাব ব্যর্থ হয়েছিল। যার দরুন এবার বিজেপি জোট সরকারকে এনআরসি বা সিএএ-র মতো পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে।

আসু সভাপতি দীপাংক বলেন, আসু বিগত তিন দশকে বহু রাজনৈতিক নেতার জন্ম দিয়েছে। এই সময়কালে ছাত্র সংগঠনের দুই নেতা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, তাঁরা যথাক্রমে প্রফুল্লকুমার মহন্ত এবং সর্বানন্দ সনোয়াল। দুই মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও সংগঠনটির দুই ডজনের বেশি প্রাক্তন নেতা অগপ, কংগ্রেস ও বিজেপি সরকারের মন্ত্রী ছিলেন এবং বর্তমানে কার্যনির্বাহ করছেন। নাথের বক্তব্য, 'সিএএ-র বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োজনবোধ করছেন বুদ্ধিজীবী এবং শিল্পীসমাজ।'

ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে গেল গরুর গাড়ি, নিহত পাঁচ

সমস্তিপুর(বিহার), ১৬ জানুয়ারি (হি.স.)।। অসাবধানতার জের। লাইন পেরোতে গিয়ে মর্মান্তি দুর্ঘটনা বিহারের সমস্তিপুরের হাসান পুর রেল স্টেশনের কাছে। চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে গেল গরুর গাড়ি। নিহত পাঁচ। গুরুতর জখম দুই।

বৃহস্পতিবার দুপুর ৩টে ৫০মিনিট নাগাদ সমস্তিপুর ডিভিশনের সমস্তিপুর-খাগারিয়া সেকশনে হাসানপুর রোডে রক্ষী থাকা লেভেল ক্রসিং দিয়ে লাইন পারাপার করার সময় দ্রুত গতিতে ছুটে আসা ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে গেল একটি গরুর গাড়ি। দুর্ঘটনার সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে গিয়ে পূর্বমধ্য রেলওয়ের জনসংযোগ আধিকারিক রাজেশ কুমার জানিয়েছেন, সমস্তিপুর ডিআরএমের নেতৃত্বে চিকিৎসক সহ একটি উদ্ধারকারি দল দুর্ঘটনাস্থলে গিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গিয়েছে গরুর গাড়ির যে চালাচ্ছিল তার ভুলেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। নিহতদের মধ্যে চারজনকে শনাক্ত করা গিয়েছে তারা হলেন সুরজ যাদব(৩৫), রাম বাবু(৩০), প্রবীন কুমার(৩০), কাঞ্চন কুমার(৩৫)। আহত দুইজনের চিকিৎসা স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হচ্ছে। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শৌচালয় নির্মাণে পিছিয়ে রাজ্য, পুর ভোটের আগে বিড়ম্বনায় নবান্ন

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি (হি.স)।। শৌচালয় নির্মাণে পিছিয়ে রাজ্য। তাই, পুর ভোটের আগে বিড়ম্বনায় নবান্ন। ১২৫টির মধ্যে এখনও ৩৬ টি পুর অঞ্চলে তৈরি হয়নি পাকা শৌচালয়। নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ না হওয়ায় কেন্দ্রের কোপে রাজ্য সরকার।

খোলা আকাশের নীচে শৌচকর্ম নয়। কেন্দ্রের স্বচ্ছ ভারত অভিযানের প্রধান লক্ষ্য এটাই। তার জন্য রাজ্যগুলোকে টাকা দেয় কেন্দ্র। সেই টাকা পাকা শৌচালয় নির্মাণে খরচ করে বিভিন্ন পুরসভা এবং পঞ্চায়েতগুলো। সূত্রের খবর, চলতি অর্থবর্ষে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি রাজ্যে এই কাজ শেষ। যে সমস্ত রাজ্যে লক্ষপূরণ হয়নি, তারমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম। তিন মাসের মধ্যে রাজ্যের একশো পঁচিশটি পুরসভায় নির্বাচন। অথচ ছত্রিশটি পুরসভা এখনও তাদের এলাকায় পাকা শৌচালয় তৈরির কাজ শেষ করতে পারেনি। কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়ণের শেষ দিন ছিল ৭ ডিসেম্বর। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ না হওয়ায় ওইসব পুরসভার ওপর বেজায় ক্ষুব্ধ কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয় মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। ওই ৩৬ পুরসভাকে চূড়ান্ত সময়সীমা দেওয়া হয়েছে চলতি মাসের ৩১ তারিখ।

দিলীপ ঘোষ

আটের পাতার পর

পদে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন দিলীপ ঘোষই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্য নেতৃত্বের নির্বাচনী পর্যবেক্ষক কিরেন রিজিজু দিলীপ ঘোষের মনোনয়ন জমা নেন বিজেপির রাজ্য দফতরে। মনোনয়নে স্বাক্ষর করেন দিলীপবাবু। শেষ পর্যন্ত কোনও মনোনয়ন আর জমা পড়েনি বলে তিনিই ফের সভাপতি হলেন রাজ্য বিজেপির। এই বিষয়ে বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, 'কর্মীদের জন্য লড়াই করেছেন ১৮ জন সাংসদ। সবাইকে ধন্যবাদ। এবার বাকি কাজ শেষ করব।

কটাক্ষ বিজেপির

আটের পাতার পর

উল্লেখ্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে টুইটারে ট্যাগ করে রাজ্যপাল টুইট করে জানিয়েছেন, "১৭ জানুয়ারি রাজভবনে বিধানসভার সব দলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি গণপিটুনি ও এসসি-এসটি বিল নিয়ে বৈঠকের জন্য ঊ সিপিআইএম বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী ও কংগ্রেস বিধায়ক আব্দুল মান্নান বৈঠকে থাকবেন

প্রকাশ জাভড়েকর

আটের পাতার পর

ও পবন গুপ্তের ফাঁসি হবে। আদালত চারজনকে আইনি পদক্ষেপের শেষ ধাপ হিসেবে সুপ্রিম কোর্টে রায় সংশোধনীর আর্জি (কিউরেটিভ পিটিশন) এবং রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদনের জন্য ১৪ দিন সময় দেয়। আইন অনুযায়ী ফাঁসির আসামীর সমস্ত আইনি বিকল্প শেষ হওয়ার পরেও ১৪ দিনের সময় দিতে হয়। সেই আইন অনুযায়ীই আপ সরকার আদালতে জানিয়েছিল, ২২ জানুয়ারি ফাঁসি কার্যকর করা সম্ভব নয়। কিন্তু আদালত সেই যুক্তি খারিজ করে জানিয়ে দেয়, মৃত্যু পরোয়ানা জারির মধ্যে কোনও গলদ নেই। তবে দায়রা আদালতে মৃত্যু পরোয়ানা খারিজের আর্জি জানাতে পারে অভিযুক্তরা।

দিন ট্যুইট প্রধানমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

সাফল্যেরও দিন। তিনি ব্রু শরণার্থী সমস্যা সমাধানের জন্য ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি ট্যুইট বার্তায় দাবি করেন, নতুন ভারত গড়ে তুলতে আমরা এক সাথে কাজ করব।

এদিন নয়া দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে ব্রু শরণার্থীদের সমস্যা স্থায়ী সমাধান হচ্ছিল না। একাধিকবার ওই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু, প্রত্যেকবার সেই উদ্যোগ ভেস্তে গেছে। তিনি বলেন, ব্রু শরণার্থীদের স্থায়ী সমাধান হওয়ায় ত্রিপুরা সরকার এবং ত্রিপুরাবাসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এবার 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতি নিতে চায় কেন্দ্র, ঘোষণা অনুরাগ সিং ঠাকুরেব

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.) : 'লুক ইস্ট' নয়, আমরা এবার 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতি নিতে চাই। বৃহস্পতিবার কলকাতায় এই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট অ্যাফিয়ার্স প্রতিমন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স ও কিছু বণিকসভার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক আলোচনাচক্রে তিনি বলেন, এতদিন আমরা অর্থনীতি ও আর্থিক ক্ষেত্রে পূর্ব ভারতকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলতাম। এবার সে ব্যাপারে প্রকৃত সক্রিয় হতে চাই।

এদিন সম্মেলনে তিনি বিভিন্ন বণিকসভার প্রতিনিধিদের কাছ থেকে তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ সুপারিশ শোনেন। এরপর বলেন, "কেন্দ্রীয় বাজেট এসে গিয়েছে। এমন নয়, এই একবার আপনাদের সুপারিশ শুনলাম। যখন আপনারা মনে করবেন নর্থ ব্লকে আপনারা জানাবেন আপনাদের সুপারিশ। জাতীয় পর্যায়ে কলকাতার একটা বড় ভূমিকা আছে। এটাকে আমরা মান্যতা দিতে চাই।"

অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেন, দেশের উন্নয়নে করদাতাদের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, করদাতাদের যেন যথেষ্ট সম্মান করা হয়। তাঁদের যেন হেনস্থা না হতে হয়। নোটবন্দী নিয়ে অনেক কথা হয়েছিল। কিন্তু এর পর করদাতার সংখ্যা ৭ কোটি থেকে বেড়ে সাড়ে এগারো কোটি হয়েছে। তবে, কর ব্যবস্থার আরও সংস্কার দরকার। আলোচনাচক্রে সমবেতদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, করদাতাদের অভিনন্দন জানিয়ে আপনারা একটু করতালি দিন।

অনুরাগ সিং ঠাকুর এ দিন বলেন, প্রধানমন্ত্রী যখন ২০২৫-এর মধ্যে পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেন, অনেকে প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু গত এক বছরে এক ট্রিলিয়ন ডলারে আমরা পৌঁছোতে পেরেছি। গত পাঁচ বছরে সরকার-ঘোষিত সব লক্ষ্যমাত্রাই আমরা পূরণ করতে পেরেছি। পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রাও আমরা পূরণ করতে পারব। ইনসলভেন্সি অ্যান্ড বাঙ্ক্রাপ্টসি আইন রূপায়ণ মোদী সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড বাঙ্ক্রাপ্টসি আইনের দৌলতে ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়বে বলে এদিনের অনুষ্ঠানে মন্তব্য করেছেন এমসিসিআই-এর সভাপতি বিবেক গুপ্তা। এই সঙ্গে বিবেকবাবু বলেন, "এর রূপায়ণের গতি আরও বাড়ানো দরকার। ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনালের তথ্যে দেখা যাচ্ছে গত ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাদের কাছে ১৯,৭৭১টি মামলা বিচারাধীন। এর মধ্যে ১০,৮৬০টি ইনসলভেন্সি অ্যান্ড বাঙ্ক্রাপ্টসি আইনের অধীন।

বিবেকবাবু বলেন, ২০০৭ সালে ভারত ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সফল হয়েছে। ২০১৯-এ ২,৭ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির দেশ হয়েছে ভারত। বিশ্বব্যাঙ্কের 'ইজ অফ ডুইং বিজনেস' তালিকায় ভারত ১৪০-তম স্থান থেকে ৬৩-তম স্থানে উন্নীত হয়েছে। তবে, ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির (নমিনাল জিডিপি) হার ৬,১ শতাংশ থেকেকমে চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে কমে হয়েছে ৪,৫ শতাংশ। ভারত ২০২৫-এর মধ্যে ৫ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছোনোর পথে অনেক বাধা রয়েছে। নীতি আয়োগের সিইও-র মতে, ওই লক্ষ্যে পৌঁছোতে গেলে প্রবৃদ্ধির (নমিনাল জিডিপি) হার ১২,৪ শতাংশ হওয়া দরকার।

অনুষ্ঠানে অন্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি মাধব সুরেখা, এশিয়ার প্রাচীনতম বণিক সংগঠন ক্যালকাটা চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি মাধব সুরেখা, অ্যাসোসিয়েশন অফ কর্পোরেট অ্যাডভাইসার্স অ্যান্ড এক্সিকিউটিভসের সভাপতি জিতেন্দ্র লোহিয়া, ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নরেন্দ্র কুমার গোয়েল। অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ জানান, এমসিসিআইয়ের স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান অরবিন্দ।

করিমগঞ্জ কলেজ থেকে কমপিউটার স্নাতকে প্রথম স্থান দখলকারী পাথারকান্দির সন্দীপ মনোনীত স্বর্ণপদকের জন্য

পাথারকান্দি (অসম), ১৬ জানুয়ারি (হি.স.)।। করিমগঞ্জ কলেজ থেকে কম্পিউটার নিয়ে পড়াশোনা করে গোটা কলেজের মধ্যে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম স্থান দখল করেছেন পাথারকান্দি বিধানসভা নির্বাচনী এলাকার কুকিতল গ্রামের জনৈক সত্যনারায়ণ কানুর ছেলে সন্দীপ কানু। এই কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ স্বর্ণপদকের জন্য মনোনীত হলেন সন্দীপ।

সন্দীপ কানু করিমগঞ্জ কলেজে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। এবার তিনি শিলচরে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় (সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি)-এর অধীনে ডিগ্রি পরীক্ষায় মোট ৯০০ নম্বরের মধ্যে ৬৮১ নম্বর সংগ্রহ করে এই কৃতিত্ব অর্জন করেন। এই সুবাদে সন্দীপ করিমগঞ্জ কলেজের মধ্যে প্রথম স্থান দখল করেন। জানা গেছে, তাঁকে স্বর্ণ পদকের জন্য মনোনীত করেছেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আগামী ১ মার্চ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সন্দীপকে স্বর্ণপদক দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, সন্দীপ কানুর কৃতিত্বে তার মা বাবা সহপাঠী-সহ এলাকার জনগণ অত্যন্ত খুশি। এই খবর চাউর হলে পাথারকান্দির সংশ্লিষ্ট মহলের পাশাপাশি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালও অত্যন্ত আনন্দিত। বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল সন্দীপ কানুর উজ্জ্বল ভবিষ্যত ও দীর্ঘায়ূ কামনা করেছেন। পাথারকান্দির শিক্ষানুরাগীরাও কামনা করেছেন, সন্দীপ তাঁর কৃতিত্ব বজায় রেখে এভাবে আরও এগিয়ে যান।

০২৩ সালে মেঘালয়ে সরকার গঠন করবে বিজেপি, দাবি রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এএল হেকের

শিলং (মেঘালয়), ১৬ জানুয়ারি (হি.স.) : আগামী ২০২৩ সালে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হয়ে মেঘালয়ে সরকার গঠন করবে বিজেপি। এই অঙ্গীকার করেছেন রাজ্যের জোট সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এএল হেক।মেঘালয় বিজেপি-র নবনির্বাচিত সভাপতি আর্নেস্ট মাউরিকে শুভেচ্ছা প্রদান অনুষ্ঠানে মন্ত্রী হেক এই দাবি করে বলেছেন, 'আগামী দিনে নয়া সভাপতি আর্নেস্ট মাউরির নেতৃত্বে রাজ্যে আরও মজবুত হবে বিজেপি। তাঁর নেতৃত্বে দলকে গ্রাম পাহাড়ে নিয়ে যাব। রাজ্যের কোণায় কোণায় বিজেপি-র পদ্মফুল সংবলিত পতাকা উত্তোলনে সক্ষম হব আমরা। তাই আমার আশা ও বিশ্বাস, আগামী ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠন করতে সক্ষম হবে।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ৬০ আসনের মেঘালয়ে এনডিএ-র অন্তর্ভুক্ত 'মেঘালয় ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স' সরকার চলছে। ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি) নেতৃত্বাধীন কনরাড সাংমা সরকারে বিজেপি-র সদস্য সংখ্যা দুই। তাঁদের একজন এএল হেক এবং অন্যজন দক্ষিণ শিলঙের বিধায়ক শানবর শুলাই।এদিকে মেঘালয়ে বিজেপির নতুন প্রদেশ সভাপতি নির্বাচনের পর দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক তথা প্রভারী সুনীল দেওধর আর্নেস্ট মাউরি এবং এএল হেককে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিজেপি-র জনজাতি এবং খ্রিস্টানদের কাছে এক পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি বলে মন্তব্য করেছেন।

গ্রেনেড সহ পাঁচ জৈশ জঙ্গি গ্রেফতার

শ্রীনগর, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.)।। জঙ্গি দমনে বড়সড় সাফল্য জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের। শ্রীনগর থেকে পাঁচ জৈশ-ই-মহম্মদ জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে দুইটি গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বিপুল পরিমাণে বিস্ফোরক। ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসের দিন কেন্দ্রশাসিত জম্মু ও কাশ্মীরে বড়সড় হামলা চালানোর ছক কষেছিল ওই পাঁচ জঙ্গি। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে সেন্ট্রাল কাশ্মীর পুলিশের ডিআইজি ভি কে বীরদি জানিয়েছেন, যে পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট বড় ধরণের নাশকতার ছক কষেছিল জঙ্গিরা।

মহেন্দ্র সিং ধোনির কেরিয়ার শেষ? রাখা হলো না বিসিসিআইয়ের সেন্ট্রাল কন্ট্র্যাক্টে

ভারতীয় ক্রিকেট দলের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির কেরিয়ার প্রায় শেষই হয়ে গিয়েছে। বিসিসিআই ২০২০ সালের জন্য খেলোয়াড়দের সেন্ট্রাল চুক্তির তালিকা প্রকাশ করে দিয়েছে। ২০১৯-২০র চুক্তি তালিকায় যেখানে একদিকে বেশকিছু খেলোয়াড়কে জায়গা দেওয়া হয়েছে তো অন্যদিকে তারকা খেলোয়াড় এমএস ধোনিকে এখন সেন্ট্রাল চুক্তি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।বিসিসিআই এমএস ধোনিকে সেন্ট্রাল চুক্তি থেকে দিল বাদআজ বিসিসিআই অক্টোবর ২০১৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত খেলোয়াড়দের সেন্ট্রাল চুক্তির তালিকা প্রকাশ করে দিয়েছেন। জসপ্রীত বুমরাহ, রোহিত শর্মা, আর বিরাট কোহলি গ্রেড এ প্লাস তালিকায় রয়েছেন। অন্যদিকে প্রাক্তন অধিনায়ক আর উইকেটকিপার মহেন্দ্র সিং ধোনিকে সেন্ট্রাল চুক্তিতে জায়গা দেওয়া হয়নি। দীপক চাহার, নভদীপ সাইনি, ওয়াশিংটন সুন্দর আর হনুমা বিহারীকে এখন বিসিসিআইয়ের সেন্ট্রাল চুক্তির তালিকায় জায়গা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে বেশকিছু খেলোয়াড় নিজের জায়গা এই তালিকায় ধরে রেখেছেন। যে কারণে তাদের বিসিসিআই দ্বারা সম্মানিতও করা হয়েছে।সময়সীমা গ্রেড ঙ প্লাস গ্রেড ঙ গ্রেড ঙ্ক গ্রেড ঙ্খঅক্টোবর ২০১৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২০ ৭ কোটি ৫০ মিলিয়ন ৩ কোটি ১ কোটিএখানে দেখুন গ্রেড এ প্লাসের তালিকাগ্রেড সিরিয়াল নম্বর খেলোয়াড়দের নামঙৃ ১ বিরাট কোহলি২ রোহিত শর্মা৩ জসপ্রীত বুমরাহএখানে দেখুন গ্রেড এ-র পুরো তালিকাগ্রেড সিরিয়াল নাম্বার খেলোয়াড়দের নামঙ ১রবিচন্দ্রন অশ্বিন২ র. বীন্দ্র জাদেজা৩ ভুবনেশ্বর কুমার৪ চেতেশ্বর পুজারা৫অজিঙ্ক রাহানে৬ কেএল রাহুল৭ শিখর ধবন৮ মহম্মদ শামি৯ ঈশান্ত শর্মা১০ কুলদীপ যাদব১১ঋষভ পন্থএখানে দেখুন গ্রেড বি-র পুরো তালিকাগ্রেড সিরিয়াল নাম্বার খেলোয়াড়দের নামঙ্ক ১ঋদ্ধিমান সাহা২উমেশ যাদব৩ যজুবেন্দ্র চহেল৪ হার্দিক পাণ্ডিয়া৫ ময়ঙ্ক আগরওয়াল এখানে দেখুন গ্রেড সি-র পুরো তালিকাগ্রেড সিরিয়াল নাম্বার খেলোয়াড়দের নামঙ্খ ১কেদার জাধব২ নভদীপ সাইনি৩ দীপক চাহার৪ মনীষ পাণ্ডে৫হনুমা বিহারী৬ শার্দূল ঠাকুর শ্রেয়স আইয়ার৮ ওয়াশিংটন সুন্দরকিছু খেলোয়াড় বাঁচালেন নিজের জায়গাচার নম্বরে ভারতীয় দলের হয়ে খেলা শ্রেয়স আইয়ারকে গ্রেড সি-র তালিকায় রাখা হয়েছে। কেদার জাধব এখন গ্রেড সি-তে চলে এসেছেন। সমস্ত তরুণ খেলোয়াড়দের সি গ্রেডে রাখা হয়েছে। যদিও এই তালিকা দেখে কিছু খেলোয়াড় নিরাশও হবে। যাদের মধ্যে শুভমান গিল আর পৃথ্বী শ ছাড়াও বাঁহাতি বোলার খলিল আহমেদের নাম রয়েছে। এই বছর ঋদ্ধিমান সাহা আর কেএল রাহুল নিজের প্রমোশন পেতে সফল হয়েছেন।বিষ্যুদবার বারবেলায় বোমার মতো খবরটা এসে পড়ল ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকদের মাথায়। বিসিসিআইয়ের নতুন বার্ষিক চুক্তি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ভারতের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক মহেন্দ্র

সিং ধোনিকে। যেখানে গত বছরও বোর্ডের এ গ্রেডে ছিলেন ধোনি, সেখানে এবছরে চুক্তি থেকেই বাদ তিনি। হঠাত কী হল, যে এই সিদ্ধান্ত নিতে হল বোর্ড ম্যানেজমেন্টকে। এর পিছনে কে? নতুন বোর্ড সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কি হাত রয়েছে এর পিছনে? উঠছে অনেক প্রশ্ন। এই আলোচনা করতে গেলে অবশ্য পিছিয়ে যেতে হবে ১২ বছর আগে। ২০০৭ সালে টি ২০ বিশ্বকাপ জেতার পরেই একদিনের দলেরও অধিনায়ক করে দেওয়া হয় মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। তার আগেই ওয়েস্ট ইন্ডিজে হওয়া বিশ্বকাপে গ্রুপ লিগও টপকাতে পারেনি রাহুল দ্রাবিড়ের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল। হারতে হয়েছে বাংলাদেশের কাছে। অথচ সেই দলে শচীন, দ্রাবিড়ের সঙ্গে ছিলেন কামব্যাক করা সৌরভও। ধোনি অধিনায়ক হতেই দলে অনেক বদল হল। বলা ভাল নির্বাচকদের সঙ্গে রীতিমতো তর্ক করে এই বদল করলেন তিনি। কী রকম? ধোনি অধিনায়ক হওয়ার পরেই স্পষ্ট জানালেন, ভারতীয় দলে তিনজন ক্রিকেটারকে তিনি চান না। কারা এই ক্রিকেটার? সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রাহুল দ্রাবিড় ও অনিল কুম্বলে। কারণ হিসেবে ধোনি বলেন, একজন ব্যাটসম্যান কোনওদিন রান পাবেন, কোনওদিন পাবেন না। একজন বোলার কোনওদিন উইকেট পাবেন, কোনওদিন পাবেন না। কিন্তু একজন ভাল ফিল্ডার প্রতি ম্যাচে দলের জন্য রান বাঁচাবেন। আর এই তিন ক্রিকেটারের ফিটনেস দলে সমস্যা করছে। হাতে থাকা ম্যাচ হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাই তাঁদের তিনি দলে চান না। জাতীয় নির্বাচকরা রীতিমতো অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ধোনির এই কথায়। তারপরের ছবিটা সবার জানা। ২০০৭ সালেই শেষবারের মতো নীল জার্সি পরে মাঠে নেমেছিলেন সৌরভ ও কুম্বলে। দ্রাবিড় আরও চার বছর খেলে ২০১১ সালে অবসর নেন। সৌরভের অপসারণের পর কিন্তু বাংলার ক্রিকেটপ্রেমীরা গর্জে উঠেছিলেন ধোনির বিরুদ্ধে। তাঁদের প্রিয় দাদার অপসারণের পিছনে ধোনিকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন তাঁরা। কাট টু ২০১৯ সাল। ইংল্যান্ড। ওল্ড ট্র্যাফোর্ড। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে হারতে বসা ভারতীয় দলকে টেনে তোলার চেষ্টা করছেন ধোনি ও রবীন্দ্র জাদেজা। কিন্তু জাদেজা আউট হয়ে গেলেন মোক্ষম সময়ে। সব দায়িত্ব গিয়ে পড়ল মাহির কাঁধে। ধোনি একটা করে রান নিচ্ছেন আর মাঠে গর্জন উঠছে "ধো-নি, ধো-নি।" হাফসেঞ্চুরি করার পর দর্শকরা এমন হাততালি দিলেন মনে হল ভারত বুঝি বিশ্বকাপ পেয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারপরেই অদ্ভুত সমাপতন। ডিপ ফাইন লেগে একটা বল মেরে দু"রান নিতে গিয়েছিলেন ধোনি। কিন্তু তাঁর ব্যাট ক্রিজে পৌঁছনোর আগেই মার্টিন গাপটিলের থ্রো ধরে উইকেটে লাগিয়ে দেন কিউয়ি কিপার হেনরি নিকোলস। আউট হতেই শ্মশানের স্তব্ধতা ভারতীয় সমর্থকদের মধ্যে। মাথা নিচু করে মাঠ ছেড়েছিলেন মাহি। তারপর থেকে আর ক্রিকেটের বাইশ গজে দেখা যায়নি তাঁকে।ধোনি ফের খেলবেন, কি খেলবেন না, তা নিয়ে জল্পনা চলছে বেশ কয়েক মাস ধরে। তিনি নিজে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। কখনও সেনাবাহিনীতে সময় কাটিয়েছেন, তো কখনও পরিবারের সঙ্গে। কিন্তু ব্যাট ধরেননি। বোর্ডের তরফেও এক এক সময় এক এক মন্তব্য করা হয়েছে। কখনও কোচ রবি শাস্ত্রী বলেছেন, আইপিএলে ধোনির পারফরম্যান্স দেখে টি ২০ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করা হবে।

ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া: মরণ বাঁচন ম্যাচে কী হতে পারে ভারতের প্রথম একাদশ

ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া: মরণ বাঁচন ম্যাচে কী হতে পারে ভারতের প্রথম একাদশশুক্রবার মেগা ম্যাচ, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে রাজকোটে মরণ-বাঁচন লড়াইয়ে নামতে চলেছে ভারত। মুম্বইয়ে প্রথম ম্যাচে ব্যাটে-বলে দুই বিভাগে পর্যুদস্ত হওয়ার পর কোহলির দল নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শুধু তাই নয়, বিরাটের ব্যাটিং অর্ডার নিয়েও ক্রিকেটসমর্থকদের মধ্যে চর্চা তুঙ্গে।একনজরে দেখে নেওয়া যাক, রাজকোটের অজিদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওডিআইয়ে ভারতের প্রথম একাদশ কী হতে পারেদুই ওপেনাব ওপেনিংযে রোহিত-ধাওয়ান জুটিই থাকবে। মুম্বই ম্যাচে বড় রান পাননি। ২০১৯ এর বর্ষসেরা ওডিআই ক্রিকেটার রোহিত সেই ম্যাচ ভুলে দ্রুত রানে ফিরতে চাইবেন। অন্যদিকে গত ম্যাচে দলের হয়ে সর্বোচ্চ রানমেকার (৭৪রান) শিখর ধাওয়ান ওপেনিংয়ে তাঁর ধারাবাহিকতা দেখাতে চাইবেন।তিনে বিরাটমুম্বইয়ে ম্যাচ হারের পরেই বিরাট তিন ফিরতে চলেছেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে কোহলিকে তিন নম্বরে দেখা যাবে।চার ও পাঁচ নম্বরে কে?চারে শ্রেয়স আইয়ার না লোকেশ রাহুল? সেটাই এখন প্রশ্ন। এর আগেও বারবার দলের চার নম্বর ব্যাটসম্যান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

তবে ক্যারিবিয়ান সফর ও ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ম্যাচ ধরলে ওডিআইয়ে টানা চার ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি করেছেন আইয়ার।সেক্ষেত্রে চারে নামার ক্ষেত্রে শ্রেয়স এগিয়ে। অন্যদিকে লোকেশ রাহুল ধারাবাহিকভাবে ব্যাট হা ফর্মে রয়েছেন। যেকারণে তাঁকে দলে সুযোগ করে দিতে চান বিরাট।সেক্ষেত্রে চোটের পর্যবেক্ষণের কারণে পন্থ দল থেকে ছিটকে যাওয়ার পর পাঁচ নম্বরে রাহুল নামতে পারেন। কে?অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে বল হাতে দল কোনও কামাল করতে পারেনি। বোলিংয়ে শক্তি বাড়াতে সেক্ষেত্রে শিবম দুবেকে ছয় নম্বরে ব্যবহার করা হতে পারে। অন্যদিকে একজন বেশি ব্যাটসম্যান খেলানোর পরিকল্পনা থাকলে ছয় নম্বরে নির্ভরশীল কেদার যাদব বা মনীশ পান্ডের মধ্যে কেউ একজন খেলতে পারেন।

বোলিংকোহলি দুই স্পিনার চাইলে সাতে জাদেজা, আটে কুলদীপ। নইলে চাহালকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। তিন পেসার হিসেবে শামি-বুমরাহের সঙ্গে শার্দুলের পরিবর্তে দ্বিতীয় ম্যাচে নভদীপ সাইনি খেলতে পারেন।

রোহিত শর্মার কোলে মিষ্টি মেয়ে মাত্র কয়েক মাসেই বাবা ডাক

মুম্বই: ভারতীয় ক্রিকেট দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান। তাঁর অন্য নাম হিটম্যানও বটে। ১৯৮৭ সালের ৩০ এপ্রিল জন্মেছেন। ঘরে বাইরে সব কিছুতেই তিনি সমস্ত মানুষের কাছে বেশ পরিচিতি সীমিত ওভারের ক্রিকেটে দেশের অন্যতম নির্ভরযোগ্য নামই রোহিত শর্মা। একদিনের ক্রিকেটে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান তাঁর নামেই আছে। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে দেশের সহ-অধিনায়কও রোহিত। তিনি আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলের অধিনায়কও বটে।স্ত্রী ঋতিকা সচদেবের সঙ্গে দীর্ঘদিন প্রেমের সম্পর্ক ছিল রোহিতের। ঋতিকা রোহিতের পিআর ম্যানেজার ছিলেন। রোহিতের প্রফেশনাল বিষয় ম্যানেজ করার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তিগত বিষয়গুলিও ম্যানেজ করার দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। রোহিত শর্মার ঘরণী হয়েছে

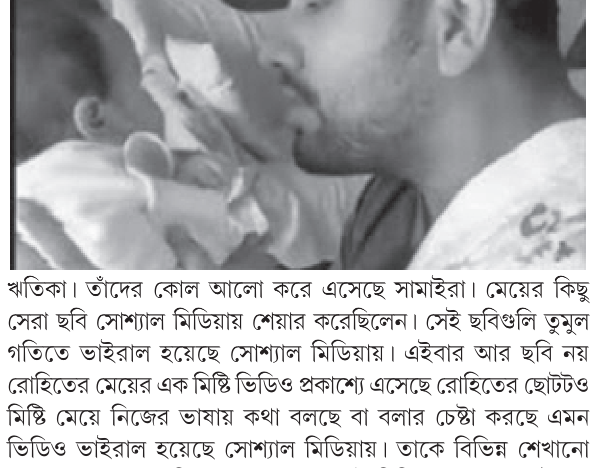

ঋতিকা। তাঁদের কোল আলো করে এসেছে সামাইরা। মেয়ের কিছু সেরা ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছিলেন। সেই ছবিগুলি তুমুল গতিতে ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এইবার আর ছবি নয় রোহিতের মেয়ের এক মিষ্টি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে রোহিতের ছোটটও মিষ্টি মেয়ে নিজের ভাষায় কথা বলছে বা বলার চেষ্টা করছে এমন ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তাকে বিভিন্ন শেখানো হচ্ছে বাবা ডাক।রোহিতের মেয়ের সঙ্গে দুষ্টু মিষ্টি সময় যাপন ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। মেয়ে সমিরা যে বাবা ছাড়া আর কিছুই বোঝেনা। রোহিতের মেয়ের সঙ্গে কাটানোর দুরন্ত মুহূর্তের ভিডিও ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। রোহিতের কোলে বসে খেলছে তাঁর মেয়ে। সেই মিষ্টি সময়ের ভিডিও জোরদার গতিতে ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। দেখে নিন একনজরে।

ভারতীয় ক্রিকেটের দলের সুপারফ্যানের প্রয়াণে বোর্ডের শ্রদ্ধার্ঘ্য

মুম্বই: অশক্ত শরীরেও গত বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়ার হয়ে গলা ফাটাতে দেখা গিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেটের অলিখিত ''সুপারফ্যান''। বৃদ্ধ চারুলতা প্যাটেলের প্রয়াণে বিরাট-রোহিতদের থেকে এবার সরে গেল সেই সমর্থকের ছায়া। ৮৭ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের ''সুপারফ্যান''।এমন একজন অনুরাগীর প্রয়াণে শোকার্ত টিম ইন্ডিয়া-সহ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডও। টুইট বার্তায় প্রয়াত ক্রিকেট অনুরাগীকে শ্রদ্ধা জানায় বিসিসিআই। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফ ওই টুইটে লেখা হয়েছে, ''টিম ইন্ডিয়ার সুপারফ্যান চারুলতা প্যাটেলজি সর্বদা আমাদের অন্তরে থাকবেন এবং খেলার প্রতি তাঁর আবেগ আমাদের সবসময় অনুপ্রাণিত করবে। তাঁর আত্মা শান্তিতে থাকুক এই কামনা করি।''বিশ্বকাপে এজবাস্টনে ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচে ৮৭ বছরের এই অশিতীপর বৃদ্ধা ফ্যানই যাবতীয় লাইমলাইট কেড়ে নিয়েছিলেন। গলায় তেরঙা স্কার্ফ ঝুলিয়ে আর গালে ভারতের পতাকা আঁকিয়ে গ্যালারিতে বিরাটদের জন্য গলা ফাটিছিলেন তিনি। বাঁশি বাজিয়েই বিরাটদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন গুজরাতের এই বৃদ্ধা। ম্যাচ চলাকালীন স্টেডিয়ামের জায়েন্ট স্ক্রিনে আর টেলিভিশনে বারবার তাঁর মুখ ভেসে উঠেছিল।এর পরেই সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যান চারুলতাজি। নেটিজেনদের মনে আলাদা জায়গা করে নেন প্রাণশক্তিতে ভরপুর এই অশীতিপর বৃদ্ধা। ম্যাচের পর ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন ও ভাইস-ক্যাপ্টেন তথা বিরাট কোহলি আর রোহিত তাঁরসঙ্গে দেখা করে বেশ কিছুটা সময় কাটান। বিরাট-রোহিতকে বুকে জড়িয়ে গালে স্নেহভরা চুম্বন দেওয়ার পাশাপাশি আশীর্বাদও কের.ছিলেন চারুলতাজি।ম্যাচের পর ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি বৃদ্ধা অনুরাগীর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পর এই ''সুপারফ্যান''-এর উদ্দেশে টুইটে বিরাট লিখেছিলেন, ''প্রিয় চারুলতাজি, আমাদের দলের প্রতি আপনার এই ভালোবাসা ও আবেগ সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। আমি আশাকরি আপনি আপনার পরিবারের সঙ্গে থেকে আমাদের খেলাগুলো উপভোগ করতে পারবেন।'' পরে টুইটারে চারুলতা প্যাটেলকে দলের সবচেয়ে বড় ''অনুরাগী এবং উতসর্গীকৃত পৃষ্ঠপোষক'' বলে উল্লেখ করেছিলেন কোহলি।টুইটে বিরাট আরও লিখেছিলেন, ''যেভাবে সমস্ত ভালোবাসা ও সমর্থন নিয়ে বিশেষত চারুলতা প্যাটেলজি''র মতো অনুরাগীরা আমাদের পাশে দাঁড়ান তার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। ৮৭ বছর বয়সেও ক্রিকেট নিয়ে এত উতসাহ দেখিয়েছেন ,আমার দেখা সম্ভবত সবচেয়ে উতসাহী ভক্তদের মধ্যে একজন হলেন তিনি। উনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে বয়স একটি সংখ্যা মাত্র, এই ধরণের আবেগ এবং আশীর্বাদই আমাদের ভালো খেলার জন্যে অনুপ্রাণিত করে।''কিন্তু এদিন চারুলতাজি''র প্রয়াণে ভারতীয় দলের বাঁ-হাতি ওপেনার শিখর ধাওয়ান টুইটারে লেখেন, ''টুজ্জঞ্চ চারুলতা প্যাটেলজি। ক্রিকেটের প্রতি আপনার প্যাশন আমরা চিরকার মনে রাখব। অফুরন্ত ভালোবাসা ও সমর্থনের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।''

এটিকে-মোহনবাগান সংযুক্তিকরণ সম্পূর্ণ, খেলবে আইএসএল-এ

কলকাতা: জল্পনা চলছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। শেষপর্যন্ত আজ এটিকে-র সঙ্গে মোহনবাগানের সংযুক্তিকরণ সম্পূর্ণ হয়ে গেল। পরের বছর থেকে আইএসএল-এ খেলবে নতুন করে তৈরি হওয়া একটি দল। ৮০ শতাংশ শেয়ার থাকবে পরের বছর থেকে আইএসএল-এ খেলবে নতুন করে তৈরি হওয়া একটি দল। ৮০ শতাংশ শেয়ার থাকবে আরপিএসজি গ্রুপের হাতে। মোহনবাগানের হাতে থাকবে ২০ শতাংশ শেয়ার।আরপিএসজি গ্রুপের চেয়ারম্যান সঞ্জীব গোয়েঙ্কা জানিয়েছেন, ''২০০ বছরের ঐতিহ্যবাহী আরপিএসজি গ্রুপ মোহনবাগানকে স্বাগত জানাচ্ছে। আরপিএসজি গ্রুপের অধীনে ১২০ বছরের পুরনো সিইএসসি, ১৫০ বছরের পুরনো স্পেনসার্স রিটেইল, ১০০ বছরের পুরনো সারেগামা আছে। ব্যক্তিগতভাবে এটা আমার কাছে আবেগের পুনর্মিলন। কারণ, আমার বাবা প্রয়াত আর পি গোয়েঙ্কা মোহনবাগানের সদস্য ছিলেন।'' মোহনবাগান সচিব স্বপনসাধন বসু জানিয়েছেন, ''সবুজ-মেরুন জার্সির ১৩০ বছরের রোম্যান্সকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন সঙ্গী দরকার ছিল। ফুটবলের নয়া যুগে বড় বিনিয়োগকারী দরকার। কর্পোরেটই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এটাই কঠোর বাস্তব।''

সফল অস্ত্রোপচার সেরে বেঙ্গালুরুর রিহ্যাবে ফিরছেন ভুবি

লন্ডনের অস্ত্রোপচার সেরে বেঙ্গালুরুতে ফিরে আসছেন ভারতের পেস ব্যাটারির অন্যতম ভুবনেশ্বর কুমার। ভারতীয় বোর্ডের তরফ থেকে সচিব জয় সহ জানান ৯জানুয়ারি লন্ডনে গিয়েছিলেন ভুবনেশ্বর কুমার। সেখানে ১১জানুয়ারি তার স্পোর্টস হার্নিয়ার অস্ত্রোপচার হয়। স্পোর্টস হার্নিয়া হল কুঁচকি সংলগ্ন লিগামেন্ট বা কার্টিলেজের সমস্যা। যাকে ডাক্তারি ভাষায় পিউবালজিয়া বলা হয়। ফিজিওথেরাপিস্ট দেশে ফিরেই শুরু হবে রিহ্যাব। চোটের কারণে নিউজিল্যান্ড সফরে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে পারছেন না ভুবি। শ্রীলঙ্কা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড, চারটি সিরিজে খেলা হচ্ছে না ভুবির।

CORRIGENDUM

Ref:- PNIeT No:-20/EE/MNP/PWD(R&B)/2019-20, Dated 31/12/2019. DNIeT No:-
i. 36/EE/MNP/PWD(R&B)/2019-2020
37/EE/MNP/PWD(R&B)/2019-2020
i.43/EE/MNP/PWD(R&B)/2019-2020
ii.44/EE/MNP/PWD(R&B)/2019-2020

Due to unavoidable circumstances the last date of documents uploading & biding of tender for the above mentioned PNIT and DNITs is hereby extended upto 20/01/2020 instead of 15/01/2020 which was circulated on 31/12/2019 vide memo no.14(77)/EEIMNP/PWD(R&B)/6026-6095, dt.31/12/2019 and the other terms & conditions of the aforesaid PNIT & DNITs will remain unchanged.

(For & on behalf of the Governor of Tripura)

ICA/C-2214/2019-20

(Er. Nihar Ranjan Debbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD (R&B)
Mohanpur, West Tripura.

The Empowered Officer, TRRDA, PWD(PMGSY), 7th Block,2nd Floor, Secretariat Building, Agar1:1 Tripura invites sealed tender(s) against press NleT No : 30/E0/TRRDA/ 2019-20 date:13.01.2020.
or tlpgt adaikm of Road & CDs including LS Bridges of PMGSY Works (RRP-II WB-AF and G&CR),
1. -1141-01 PZ TR-04-02 P2 & TR-04-03 P2:With Estimated cost: a) Construction: 1678.40 Lakh b)Maintenance 170.41 Lakh c) Earnest money: 36.98 lakh
2. TR-05-02 P2 .T11-05-01 P2 & TR-05-03 P2:With Estimated cost: a) Construction: 1684.08 lakh b) Maintenance : 169.74 Lakh c) Earnest money: 37.08 lakh
3. TR-03-02 P2, TR-03-01 P2 TR-03-03 P2 & TR-03-04 P2 :With Estimated cost: a) Upgradation: 2051.30 Lakh b) Maintenance : 209.36 Lakh c) Earnest money: 45.21 Lakh
Time of completion-12 (twelve) months. Last Date of dropping of tenders —11th February, 2020 up to 1500 hrs The time settings fixed on the server & displayed at the top of the tender site).
For details please visit: www.pmgsytenderstrp.gov.in
Pre-bid meeting will be held on 20th January, 2020 at 1100 hrs. in the office of the Empowered Office TRRDA, PWD (PMGSY), 7th Block,2nd Floor, Secretariat Building, Agartala, Tripura.

ICA/C-2230/2019-20

Empowered Officer
Tripura RRDA, PWD (PMGSY)
7th Block,2nd Floor, Secretariat Building,Agartala

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 26/EE/PWD(R&B)/STB/2019-20
dated: 09-01-2020

The Executive Engineer, Santirbazar Division, PWD(R&B), Santirbazar, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD **up to 3.00 P.M.** on **07-02-2020** for the following work:

Sl No.	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date & time document down-loading and bidding	Time and date of opening of bid	Document down-loading and bidding application	Class of bidder
1	Up-gradation of road from Shilong Mog Parato Lowgang Bazar (L=1.648 Km) and Lowgang Bazar (Ganga Mandir) to Gardhang via Chaigharia School and Das para (L=3.176Km)/SH:-Soling, Metalling, Carpeting, protectionwall and road side Pucca Drain etc(Total Length = 4.824 Km) under RIDF(XXV) Scheme, Job No. TP/COM/09/2019-20. **DNIT No. 09/CE/PWD(R&B)/ACE(P&DU)/2019-20**	Rs. 2,81,38,681.00	Rs. 2,81,386.00	12(Twelve) months	U pto 15.00 Hrs on 07/02/2020	At 16.00 Hrs on 10/02/2020	http://tripura tenders.gov.in	Appropriate Class

For more details kindly visit: **httpsittripuratenders.gov.in**
For and on behalf of the Governor of Tripura.

ICA/C-2228/2019-20

(Er. Tapas Marak)
Executive Engineer,
Santirbazar Division, PWD(R&B)
Santirbazar, South Tripura

NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 19/EE(AGRI)/S/2019-20

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer (South), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Government of Tripura, Udaipur, Gomati invites separate Percentage Rate e-Tenders in single bid system from the eligible bidders Up to 31/01/2020 at 04:00 PM for the following works:

Sl. No.	Name of work & e- D.N.I.T NO.	Estimated Cost	Earnest Money	Pre- bid Conference	Last date of e-bidding	Date of opening	Class of Tender
1.	Construction of Office Building at Gakulpur SMF under Gomati District. (18/EE/AGRI/SOUTH/2019-20)	Rs. 21,49,104/-	Rs. 21,491/-	In the office chamber of the Executive Engineer(South), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Udaipur, Gomati, Tripura on 24/01/2020 at 11.00 AM	Up to 4.00 PM of 31/01/2020	On 01/02/2020 at 1.00 PM (If possible)	Appropriate Class
2.	Construction of Seed Go-Down of load bearing structure over GCI sheet roofing at Gakulpur SMF under Gomati District. (19/EE/AGRI/SOUTH/2019-20)	Rs. 13,28,968/-	Rs. 13,290/-				
3.	Construction of Drying Shed with tubular Shed BIP structure with GCI sheet roofing at Gakulpur SMF under Gomati District (20/EE/AGRI/SOUTH/2019-20)	Rs. 13,46,874/-	Rs. 13,469/-				

Bidders are requested to contact with office of the undersigned/ go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in

ICA/C-2217/2019-20

(Er. P. Debbarma)
Executive Engineer (South),
Department of Agriculture & Farmers Welfare,
Udaipur, Gomati.

ভারতীয় জীবনশৈলী আশার আলো দেখাচ্ছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.)।। ভারতীয় জীবনবোধই পারে বিশ্বকে ঘৃণা, হিংসা, সংঘর্ষ, সন্ত্রাসবাদ থেকে মুক্তি দিতে বলে বললেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কেরলের কোঝিকোড় আইআইএমের এমডিসি কমপ্লেক্সে স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণাবয়ব মূর্তি উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরে পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, গোটা বিশ্ব এখন ভিত্তিহীন ঘৃণা, হিংসা, দ্বন্দ্ব, সন্ত্রাসবাদ থেকে মুক্তি পেতে চাইছে। এমন পরিস্থিতিতে ভারতীয় জীবনবোধই আশার আলোর দেখাচ্ছে। দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য হিংসা বা পেশি শক্তির প্রদর্শন নয়। আলাপচারিতার মধ্যে দিয়েই সমস্যার সমাধান রয়েছে। ভারতের চেতনা ও মননশীলতা গোটা বিশ্বকে অনেক কিছু দিয়েছে এবং আগামীদিনেও অনেক জিনিস দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে যে সকল সমস্যা জর্জরিত গোটা বিশ্ব সেই সকল সমস্যার সমাধান ভারতের দর্শনের মাধ্যমে করা সম্ভব। ভারতীয় দর্শন সর্বব্যাপী এবং বৈচিত্রে ভরা। ক্রমাগত তা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে। পশ্চিমী সংবিধানে মহিলাদের ভোটাধিকার অনেক দেরিতে দিয়েছে। কিন্তু ভারতীয় সংবিধান প্রথম দিন থেকেই, তা দিয়ে এসেছে।

ফের শ্লীলতাহানির শিকার কিশোরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ জানুয়ারি ।। ফের একবার ন্যাক্কারজনক ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইল বিশালগড় থানাধীন সিপাহীজলা এলাকার কসবা গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন নং ওয়ার্ডের মানুষ। ছয় বছরের এক শিশুকে দুই-দুইবার শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ উঠলো একই গ্রামের যুবক সুমন ঘোষ (২২) এর বিরুদ্ধে। জানা গেছে, গত কয়েকদিন আগে ওই শিশুর মা নিজের চিকিৎসা করতে আগরতলায় চলে আসেন। কিন্তু বাড়ি থেকে মা বেরিয়ে যাওয়ার সময় ওই ছয় বছরের শিশু তার মার কাছে চিপস কিনে দেওয়ার জন্য টাকার বায়না করেন। তখন তার মা তাকে বলেছিল তার দাদুর কাছ থেকে টাকা নেওয়ার জন্য তখন তার দাদু তাকে বাড়ির পাশের একটি দোকান ছিল ওই দোকান থেকে চিপস নিয়ে আসার জন্য বলে। তখন ওই শিশু তার দাদু যে দোকানটির কথা বলেছিল সে গিয়ে দেখতে পায় দোকানটি বন্ধ। তখন সে আরেকটি দোকানে যায় চিপস কিনতে। চিপস কিনে আসার সময় সুমন ঘোষ কিশোরীকে ডাক দেয়। সে যাওয়ার পরই একটি পোল্ট্রির ফার্মে তাকে নিয়ে গিয়ে কুকর্ম করে সুমন।

বাক দেবীর আরাধনায় আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি দিন বাকি। তাই মুর্তি পাড়ায় চলছে চরম ব্যস্ততা। ছবি- নিজস্ব।

নিরাপত্তা পরিষদের অপব্যবহার করেছে ইসলামাবাদ, এ বার শিক্ষা নিক চিন

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.)।। নিরাপত্তা পরিষদের অপব্যবহার করেছে ইসলামাবাদ। এ বার শিক্ষা নিক চিন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে চিনের জম্মু-কাশ্মীর প্রসঙ্গ তোলার প্রচেষ্টাকে এই ভাষাতেই সমালোচনা করল বিদেশমন্ত্রক উ বৃহস্পতিবার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রবীশ কুমার বলেছেন, "চিনকে দিয়ে ওই চেষ্টা চালিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের অপব্যবহার করেছে ইসলামাবাদ। আর কাশ্মীর ইস্যু তুলতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হল, চিনও তার থেকে শিক্ষা নিক।"

নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে ফের কাশ্মীর ইস্যু তোলার চেষ্টা করে চিন। কিন্তু আলোচনা শুরু হতে না হতেই নিরাপত্তা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ চার সদস্য দেশ আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, এটা একেবারেই ভারত ও পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়। দ্বিপাক্ষিক ইস্যু। এটা নিয়ে আলোচনার জায়গা হতে পারে না নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক।

এবিষয়েই আজ বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রবীশ কুমার বলেন, "নিরাপত্তা পরিষদের বেশির ভাগ সদস্যই কাশ্মীর ইস্যুকে দ্বিপাক্ষিক বিষয় বলেই মনে করেছেন। তার ফলে, পরিষদের রুদ্ধদ্বার বৈঠকে এ ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়নি।"

তিনি আরও বলেন, "চিনকে দিয়ে ওই চেষ্টা চালিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের অপব্যবহার করেছে ইসলামাবাদ। আর কাশ্মীর ইস্যু তুলতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হল, চিনও তার থেকে শিক্ষা নিক।"

পাকিস্তানের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করে রবীশের বক্তব্য, ইসলামাবাদকে এই কথা বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভারতের সঙ্গে কোনও বিষয় তাদের আলোচনার মাধ্যমেই মেটাতে হবে। আর সেটা করতে হবে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতেই।

চিন কেন বার বার এই প্রসঙ্গ তলার চেষ্টা করছে তা নিয়ে রবীশ কুমার বলেন, "ওরা (চিন) কেন বার বার ওদের (পাকিস্তান) হয়ে এই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে? আমি মনে করি, এ বার ওরা (চিন) এ ব্যাপারে বিরত থাকবে।"

এবিষয়ে বুধবারের বৈঠকের পর চিনের রাষ্ট্রদূত ঝ্যাং জুন বলেন, "কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে আলোচনার জন্য নিরাপত্তা পরিষদে চিঠি লিখেছিলেন পাক বিদেশমন্ত্রী।"

ফের তিন বছরের জন্য বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি হলেন দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.) : প্রত্যাশামত আগামী তিন বছরের জন্য পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি হিসাবে মনোনীত হলেন দিলীপ ঘোষ। সর্বসম্মতিক্রমে এই মনোনয়নের পর বৃহস্পতিবার কলকাতায় দলের এক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে মুরলী ধর রাও দিলীপবাবুর নাম ঘোষণা করেন।

নাগরিকপঞ্জি আর সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে অনেকদিন ধরেই সরব দেশের বুদ্ধিজীবী মহল। বঙ্গ বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ সম্প্রতি রাজ্যের বিদ্বজ্জনদের ঠুকেছেন। বলেছেন, "বিশিষ্টরা নির্বোধ, নেমকহারাম"। ঝাড়খন্ড বিধানসভা নির্বাচনী ফলাফলের পর বিজেপিকে 'রাম' কটাক্ষ করেছিলেন। তাঁর এ ধরণের নানা বিতর্কিত উক্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল ফের তাঁকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গে দলের দায়িত্ব দেবেন কিনা। দলের রাজ্য সহ সভাপতি চন্দ্র কুমার বসু প্রত্যক্ষভাবে এবং অপর কিছু নেতাও পরোক্ষে তাঁর বিরোধিতা করছিলেন। কিন্তু দলের নেতৃত্ব এ সবে আমল না দিয়ে দিলীপবাবুকেই ফের রাজ্যে দলের দায়িত্ব দিলেন। বৃহস্পতিবার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আয়োজিত রাজ্য বিজেপির সংগঠন পর্ব বৈঠকে পরবর্তী সভাপতি হিসাবে ফের দিলীপ ঘোষের নাম ঘোষণা করা হয়। শংসাপত্র তুলে দেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুরলীধর রাও। দিলীপ ঘোষকে মালা পরিয়ে অভিনন্দন জানান রাজ্য নেতারা। জানা গিয়েছে, সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত দিলীপ ঘোষ। দিলীপের সেকেন্ড ইনিংসে উচ্ছ্বসিত রাজ্য বিজেপির নেতা-কর্মীরা।

দলীয় সূত্রের খবর, সভাপতি

ছয়ের পাতায় দেখুন

বোধজং স্কুলে পুনর্মিলন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। আগামী ১৯ জানুয়ারি রাজধানী আগরতলার বোধজং স্কুলে প্রাক্তন ছাত্রদের এলামনি পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্ররা পরিবারবর্গ সহ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবে। এদিন পুনর্মিলন উৎসবে সারাদিন বিনোদনের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে বলে জানালেন বোধজং এলামনি কমিটির সম্পাদক অরূপ রায়। তিনি বলেন এদিন প্রতি বছরের মত এবারও বার্ষিক মুখপাত্র 'কালক্রম' এর ১৪ তম সংখ্যা প্রকাশ করা হবে।

গ্যাস লিকেজ নিয়ে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। রান্না করতে গিয়ে বিপত্তি। ঘটনা রাজধানীর শ্যামলীবাজার পোস্ট অফিসের ভিতরে। বৃহস্পতিবার পোস্ট অফিসের ভিতরে চলছিল রান্না। আচমকা গ্যাস লিকেজ হয়ে রেগুলেটারে আগুন ধরে যায়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে। স্থানীয় দমকল কর্মীরা দ্রুত ছুটে আসেন। অবশ্য তারা আসার আগেই আগুন আয়ত্বে আনেন স্থানীয় মানুষজন। প্রশ্ন উঠেছে, সরকারী অফিসে কেনই বা চলছিল রান্নার কাজ?

আফগানিস্তানে চেকপোস্টে হামলা নিহত ১৬ পুলিশকর্মী

কাবুল, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.)।। পুলিশ চেকপোস্টে জঙ্গি হামলায় নিহত ১৬ পুলিশকর্মী। গুরুতর আহত দুই। বুধবার গভীর আফগানিস্তানের কুনদুজে হামলাটি সংগঠিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই হামলার দায় স্বীকার করেছে তালিবান।

এখনও পর্যন্ত এই হামলার সঙ্গে যুক্ত কোনও জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়নি। জঙ্গিদের খোঁজে চলছে তল্লাশি। নিহতদের তিনজন পুলিশের শীর্ষ কম্যান্ডার রয়েছে। ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে বাড়তি বাহিনী। জঙ্গিদের খোঁজে চলছে তল্লাশি। উল্লেখ করা যেতে পারে তালিবান ছাড়াও সেখানে আফগানিস্তানে সক্রিয় আইসিস। প্রসঙ্গত, আফগানিস্তানে তালিবানদের সঙ্গে সমঝোতায় বসতে রাজি আমেরিকা। কিন্তু এখনও হিংসা পথ ছাড়ছে না তারা।

অসমে শুরু ত্রিদিবসীয় ঐতিহাসিক জোনবিল মেলা, চলবে বিনিময়প্রথায় সামগ্রীর কেনা-বেচা

মরিগাঁও (অসম), ১৬ জানুয়ারি (হি.স.) : আজ পয়লা মাঘ, ১৬ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে ত্রিদিবসীয় ঐতিহাসিক জোনবিল মেলা। চলবে শনিবার ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রতি বছরের মতো এবারও পঞ্চদশ শতকে গোভা দেওরাজা প্রচলিত ত্রিদিবসীয় এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে মরিগাঁওয়ের দৈয়াং বেলগুড়ি জোনবিলের পাড়ে ঐতিহাসিক দেঁওশাল শিবমন্দির প্রাঙ্গণে মাঙ্গলিক পর্বের মাধ্যমে।

মধ্য অসমের মরিগাঁও জেলার ইতিহাস-খ্যাত জোনবিল মেলা গোটা বিশ্বে বিনিময় প্রথায় অনুষ্ঠিত একমাত্র মেলা। পাহাড়-সমতলের মানুষজনের মধ্যে বিনিময় প্রথার ঐতিহাসিক উৎসব এই মেলা। ঐতিহাসিক জোনবিল মেলায় হাজার হাজার মানুষ বিনিময় প্রথায় সামগ্রীর আদান-প্রদান করে থাকেন। বিশেষ করে কারবি, খাসি, জয়ন্তীয়া এবং তিওয়াদের মধ্যে অনুষ্ঠিত এই জোনবিল মেলা অসমের মরিগাঁও অঞ্চলের এক আকর্ষণীয় উৎসব।

প্রতিবছর মাঘবিহুর পর প্রথম বৃহস্পতিবার থেকে এই মেলা শুরু হয় এবং তিন থেকে চারদিন ব্যাপী চলে। এই মেলার সময় গোভা দেওরাজা প্রতীকী কর সংগ্রহ করেন। মেলায় অন্যান্য বছরের মতো এবারও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পরম্পরাগত নৃত্য, গান-বাজনার সমাহার প্রদর্শিত হবে। জোনবিল মেলার আকর্ষণে বহু দেশি ও বিদেশি প্রতি বছর আসেন মরিগাঁওয়ে, এবারও ব্যতিক্রম হয়নি।

এ উপলক্ষ্যে আজ সকাল থেকে পাহাড়ি অধিবাসীরা নেমে আসেন মেলাস্থলে। সমতলবাসীরা তাঁদের মামা-মামী বলে সম্বোধন করেন। পাহাড়ি ও সমতলবাসীদের এক মিলনস্থলে পরিণত জোনবিল মেলায় বিরাট বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে। বাঁশ-বেত দিয়ে হাতে তৈরি নানা সামগ্রী, হাতে বোনা কাপেড়, বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রীতে ভরে উঠেছে মেলাস্থল। আগামীকাল শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে মেলার মূল আকর্ষণ বিনিময় প্রথা। এদিন ভোরে মেলাস্থলে মেঘালয় এবং অসমের কারবি আংলং জেলা থেকে পাহাড়ের অধিবাসী মামা-মামীরা আসবেন। সমতল ও পাহাড়ি মামা-মামীদের মধ্যে হবে বিনিময় প্রথায় সামগ্রীর কেনা-বেচা বা আদান-প্রদান। মামা-মামীরা সমতলীয় মানুষের কাছে বিভিন্ন কৃষিজাত সামগ্রী যেমন আদা, কচু, হলুদ, কুমড়ো ইত্যাদির বিনিময়ে সন্দেশ, পিঠা, চিড়ে-মুড়ি-চালের গুড়োর নাড়ু, শুকনো মাছ, গুড় ইত্যাদি নিয়ে যাবেন। এদিনই সমান্তরালভাবে বিলে চলবে গণহারে মাছ শিকার এবং মোরগ-যুদ্ধ।

এদিকে আগামীকাল অনুষ্ঠেয় গোভা রাজা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন রাজ্যের অর্থ, স্বাস্থ্য ও পূর্তমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মেলার শেষ দিন শনিবার অনুষ্ঠিত হবে ঐতিহাসিক গোভা দেওরাজার রাজ দরবার। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সম্প্রীতির নিদর্শন জোনবিল মেলায় এবারও গোভা দেওরাজা দীপসিং দেওরাজার সঙ্গে মধ্য অসমের ১৮ জন তিওয়া জনগোষ্ঠীয় রাজা অংশগ্রহণ করবেন। দীপসিং দেওরাজার নেতৃত্বে অনুষ্ঠেয় রাজদরবারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেবন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে থাকবেন স্থানীয় বিধায়ক তথা অসম সরকারের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা। ওই অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকার মধ্য অসমের তিওয়া রাজাদের রাজভাতা (পেনশন) প্রদান করবে। রাজদরবারের পরই গোভা রাজার পদাধিকারীরা মেলাস্থলে কর সংগ্রহ করবেন। এর পরই জোনবিল মেলার সমাপ্তি ঘটবে।

রাউতের মন্তব্য নিয়ে কংগ্রেসকে কটাক্ষ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.)।। ইন্দিরা গান্ধী ও করিম লালাকে নিয়ে করা মন্তব্য প্রত্যাহার করে নিলেও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি। পাশাপাশি মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস-শিবসেনা-এনসিপি জোট সরকারকে সুবিধাবাদী বলে কটাক্ষ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাউতের ইন্দিরা গান্ধী ও করিম লালাকে নিয়ে করা মন্তব্য নিয়ে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর বলেন, জোট ভেঙে যাওয়ার আগে এমন বহু সত্য প্রকাশ্যে আসবে। শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য একজন গ্যাংস্টারকে একটি সম্প্রদায়ের নেতার আসনে বসিয়ে আদপে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে গিয়েছে কংগ্রেস। পাশাপাশি রাজ্যের জোট সরকারকে কটাক্ষ করে গোটা পরিস্থিতিকে সিনেমা দেখার মত অভিজ্ঞতা মত বলে জানিয়েছেন তিনি। এই জোট যে ক্ষমতার বন্টন এবং স্বার্থের উপর ভিত্তিতে করে গড়ে উঠেছে ও শিবসেনার নেতারা যে আর প্রয়াত বাল ঠাকরের মত আর হিন্দু হৃদয় সম্রাট নন তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী।

রাউতের এই মন্তব্যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ জানিয়েছেন, অপরাধী যোগ নিয়ে কংগ্রেসকে জনগণের সামনে জবাবদিহি করতে হবে। কারণ এই সকল সমাজ বিরোধীরাই মুম্বইয়ের উপর হামলা চালিয়ে ছিল।

উল্লেখ্য, বুধবার মুম্বইতে এক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিবসেনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত বলেন, একটা সময় ছিল যখন মুম্বইতে পুলিশ কমিশনার কে হবে এবং সচিবালয়ে কোন মন্ত্রী বসবেন তা নির্ধারণ করে দিতেন দাউদ ইব্রাহিম, ছোটা সাকিল, শরদ শেট্টি। সেই সময় গ্যাংস্টার করিম লালার সঙ্গে দেখা করতে যেতেন ইন্দিরা গান্ধী। যদি এদিন নিজের মন্তব্য প্রত্যাহার করে নেন তিনি।বৈঠকে কবে আসতে পারবেন মুখ্যমন্ত্রী, চিঠি রাজভবনের

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.) : শুক্রবার রাজভবনে গণপিটুনি ও এসসি-এসসি বিল নিয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখর ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বৈঠকের কথা ছিল উ কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকে আসতে পারছেন না বলে চিঠি দেন উ এরপরই রাজভবন থেকে পাল্টা চিঠিতে জানতে চাওয়া হয় বৈঠকে কবে আসতে পারবেন মুখ্যমন্ত্রী উ

রাজভবন থেকে চিঠিতে বলা হয়েছে গণপিটুনি ও এসসি-এসসি বিল নিয়ে বৈঠকের প্রয়োজন উ আজ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন ১৭ জানুয়ারি বৈঠকে অংশ নেওয়া সম্ভব হবে নাউ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ এই বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিন এবং খুব শিগগিরই অতিরিক্ত সময় দেওয়া উচিত এবং আলোচনা করা উচিত উমুখ্যমন্ত্রী বৈঠকে কবে আসতে পারবেন !

ছয়ের পাতায় দেখুন

নির্ভয়া কান্ডে দোষীদের ফাঁসিতে দেরির জন্য আপ সরকারকে কাঠগড়ায় তুললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.)।। নির্ভয়া কান্ডে দোষীদের ফাঁসিতে দেরির জন্য আপ সরকারের 'গাফিলতি'কে কাঠগড়ায় তুললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে জাভড়েকর বলেন, "আপ সরকারের অবহেলাতেই ২০১২ সালে নির্ভয়া ধর্ষণ-খুন কাণ্ডের দোষীদের ফাঁসিতে দেরি হচ্ছে। কেন আড়াই বছর ধরে দিল্লির সরকার দোষীদের প্রাণভিক্ষার আর্জি জানানোর জন্য নোটিস ধরায়নি।" বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্ট দোষীদের রায় সংশোধনের আর্জি খারিজ করার পরে নোটিস দিয়েছে দিল্লি সরকার। হাইকোর্টে দিল্লির আপ সরকার জানিয়েছিল, আইনি বাধ্যবাধকতার কারণেই ২২ জানুয়ারি নির্ভয়া কাণ্ডের সাজাপ্রাপ্তদের ফাঁসি সম্ভব নয়। হাইকোর্ট সেই যুক্তি না মেনে দোষীদের মৃত্যু পরোয়ানা বহাল রেখেছে। অন্যদিকে গত ৭ জানুয়ারি দিল্লির দায়রা আদালত মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে বলেছিল, ২২ জানুয়ারি সকাল ৭টার সময়ে চার অপরাধী বিনয় শর্মা, মুকেশ কুমার, অক্ষয়কুমার সিংহ

ছয়ের পাতায় দেখুন

জিবি হাসপাতালের পরিষেবা তলানিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। জিবি হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে রাজ্য সরকায় মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক। তিনি বৃহস্পতিবার রোগীদের খোঁজ খবর নিতে জিবি হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুবল বলেন, রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবির চিকিৎসা ব্যবস্থা খুবই করুন অবস্থা। জুনিয়র ডাক্তারদের দিকে পরিষেবা চালানোর চেষ্টা হচ্ছে। হাসপাতালের অপরিচ্ছন্নতায় তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যিনি স্বাস্থ্য দপ্তরেরও দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী তিনি খেলা মেলা ও নিয়ন্ত্রণ রক্ষায় ব্যস্ত রয়েছেন। তিনি যতবার মানুষের বাড়িতে নেমন্ত্রণ খেতে গেছেন ততোদিন যদি হাসপাতাল ওয়ার্ডগুলি পরিদর্শন করতেন তাহলে স্বাস্থ্য, পরিষেবার উন্নতি হতো বলে অভিমত ব্যক্ত করেন কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক।

প্রসূতি উপর স্বামী ও শাশুড়ির নির্যাতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি ।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন বড়দোয়ালির মধ্যপাড়ায় এক প্রসূতি মা স্বামী শাশুড়ির অমানসিক নির্যাতনে টানা দেড়মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর মৃত্যু হয়েছে। ওই মহিলার নাম মরনি দত্ত। স্বামীর বাবুল দত্ত। জানা যায় ৮ বছর আগে তাদের বিয়ে হয়েছিল। ৫ বছরের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। তিনি আবারও অন্তসত্ত্বা হন। অসুস্থ অবস্থায় তিনি একটি মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ করেন। স্বামী ও শাশুড়ি তার উপর নির্যাতন চালাতেন বলে মৃতার বাপের বাড়ির লোকজনদের অভিযোগ। এ ব্যাপারে থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। মরনি দত্ত নামে ওই প্রসূতি মাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ আনা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রজাতন্ত্র দিবস ঘিরে উদ্দিপনা

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। আগামী ২৬ জানুয়ারি রাজ্যভিত্তিক প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন করা হবে আগরতলাস্থিত আসাম রাইফেল মাঠে। রাজ্য ভিত্তিক এই অনুষ্ঠানকে উপভোগ করার জন্য রাজ্যের আপামর জনসাধারণের কাছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসকের কার্যালয়ের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।